উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক

প্রভাতকুমার গোস্বামী

সম্পাদিত

শু ক সা রী প্র কা শ ক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৫৮

শান্তি আচার্য
শুকসারী প্রকাশক
১৭২/৩৭ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিন্টার্স
১১৫-এ রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদলিপি : পান্নালাল মল্লিক

সূচীপত্র

এই লেখকের

বাংলা নাটকে গান

দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক

ভারতীয় সঙ্গীতের কথা

হাজার বছরের বাংলা গান

হিমালয়ের ঘুম ভাঙছে

ভূমিকা

সাহিত্যের সব শাখাতেই জাতীয় জীবনের প্রতিফলন ঘটে ; তবুও নাটকের সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ। জাতীয় জীবনের তরঙ্গ নাটকে খুব দ্রুত সঞ্চারিত হয়। তা ছাড়া নাটকে দৃশ্যপট থাকায় বা চরিত্র-গুলির বিন্যাস লোকের চোখের সামনে ঘটায় এতে অবাস্তব কল্পনার সুযোগ অনেক কম। নাটককে তাই নিয়ন্ত্রিত করে একটা জাতির সামগ্রিক প্রভাব। এইজন্যই জাতিতে জাতিতে নাট্য রচনার প্রকৃতিগত পার্থক্য সূচিত হয়।

এদেশে সংস্কৃত নাটক ছিল বহু আগে থেকেই। আবার বাংলা ভাষা সৃষ্টির পর থেকে (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) তার মধ্যেও নাট্যাঙ্কুর দেখা দিতে থাকে। মধ্যযুগের নাটগীত, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, কথকতা, পাঁচালী, কবি, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাঙালীর নাট্য-স্বভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী নাট্য-সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে যে নতুন করে বাঙালীর নাট্য প্রচেষ্টা শুরু হলো তারও প্রস্তুতি চললো অর্ধশতাব্দী ধরে।

প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক লেখা হলো ১৮৫২-এ। লক্ষ্য করার বিষয় এই বছরে যে দু'খানি নাটক রচিত হয় তার একখানি পৌরাণিক ('ভদ্রার্জুন' লেখক—তারাচরণ শিকদার) এবং অপরখানি রূপকথা ('কীর্তিবিলাস'—লেখক যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত)। দু'বছরের মধ্যে লেখা তৃতীয় মৌলিক নাটকেই ('কুলীন কুলসর্বস্ব' : লেখক—রামনারায়ণ তর্করত্ন) ধরা পড়লো বাংলার এক সামাজিক সমস্যা। এর পর থেকে ক্রমাগত সমাজ সমস্যামূলক নাটক রচিত হয়েছে, সে যুগের কু-প্রথাগুলির ওপরে আঘাত হানা হয়েছে এবং মৌলিক নাটক রচনার আট নয় বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছে দেশাত্মবোধক নাটক এবং একখানি নয়, প্রায় একই সঙ্গে দু'খানি : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৬০)। তবে মধু-সূদনের নাটকে রাজস্থানের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বন করে জাতীয় ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে দীনবন্ধুর নাটকে তাঁর সমসাময়িক যুগে দেশবাসীর ওপরে যে নির্মম অত্যাচার ও শোষণ চলছিল তার চিত্র ফুটে উঠেছে। শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে একটি 'দর্পণ' নয়, পর পর অনেকগুলি দর্পণ-নাটক রচিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

দর্পণ-নাটক

দীনবন্ধু মিত্রই দর্পণ-নাটকের পথ-প্রদর্শক। নীল দর্পণের পরে বাঙালী সমাজের কদাচার নিয়ে এক অজ্ঞাতনামা লেখক লেখেন 'সাক্ষাৎ দর্পণ' (১৮৭১); এ ছাড়া গ্রামের দুর্দশার স্বাভাবিক কিছু চিত্র তুলে ধ'রে প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লেখেন 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩); জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে মীর মশারফ হোসেন লেখেন 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩). কেরাণী জীবনের বাস্তব চিত্র সম্বলিত কাহিনী নিয়ে যোগেন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'কেরাণী দর্পণ' (১৮৭৪)। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন দু'খানা দর্পণ-নাটক: 'জেল দর্পণ' (১৮৭৫) এবং 'চা-কর দর্পণ (১৮৭৫)। প্রথমটি জেলের কয়েদীদের দৈনন্দিন কাহিনী নিয়ে লেখা এবং দ্বিতীয়টি লেখা হয় চা বাগানের কুলিদের ওপর শ্বেতাঙ্গ চা করদের অত্যাচারে কাহিনী নিয়ে। নীলদর্পণের পরে যাঁরা দর্পণ-নাটক রচনা করেন তাঁরা যে নীলদর্পণের অনুসরণে নাটকের নামকরণ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। দীনবন্ধু কেন তাঁর নাটকের ঐরূপ নামকরণ করলেন তা ভূমিকাতেই বলেছেন। তিনি "নীলকর নিকর করে নীল দর্পণ অর্পণ" করেছেন। নাট্যকার নিজেই বলেছেন যে, তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে নাটক লিখেছেন যে,অত্যাচারী নীলকর সাহেবরা যদি এই বই এর দর্পণে নিজেদের মুখ দর্শন করে অর্থাৎ এই থেকে তাদের নিজেদের অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করে লজ্জিত হয় এবং তাদের যে কুকর্মের জন্যে কলঙ্ক কালিমা তাদের ওপরে লেপিত হয়েছে সেই কুকর্ম থেকে বিরত হয়ে সেই কালিমা অপনোদন করে তবেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে এবং বিলাতের শাসক শ্রেণীর মুখ রক্ষা হবে।

ঠিক একই ভাবে 'জমীদার দর্পণের' লেখক জমীদারদের এবং 'চা-কর দর্পণের' লেখক চা-করদের দর্পণে মুখ দেখাতে চেয়েছেন, অর্থাৎ তাদের কুকীর্তিকে তাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। দর্পণে নীলকর, চা-কর এবং জমীদারদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী যে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনটি দর্পণে অত্যাচারে কাহিনীর রূপ পৃথক হলেও একটি মূল বিষয় তিনটি কাহিনীতেই আছে এবং তা হচ্ছে নারীর ওপরে পাশবিক অত্যাচার এবং তার ফলে তাদের মৃত্যু। তিনটি নাটকই মূলত কৃষকদের নিয়ে লেখা। মৃত্যুর ঘনঘটা তিনটিতেই; তবে সব চেয়ে বেশী নীল দর্পণে; তারপর চা-কর দর্পণে এবং তারপরে জমীদার দর্পণে।

আর একটি বিষয় তিনটি নাটকেই লক্ষণীয় এবং তা হচ্ছে এই যে,

অত্যাচারিতরা অসহায় শিকার। তবুও নীল দর্পণে তোরাপ এক সময় শুধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখেই দাঁড়ায়নি রোগ সাহেবকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু জমীদার দর্পণ ও চা-কর দর্পণে আবুমোল্লা বা সারদা, বরদা অসহায়ভাবে মার হজম করেছে। তিনটি নাটকেই মূল শত্রুকে মঞ্চে আনা হয়েছে—সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের দেশীয় দোসরদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তিনজন নাট্যকারই শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃপার ওপরে নির্ভর করেছেন। পনের বছরের ব্যবধানে তিনটি নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও এবং চতুর্দিকে কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিদের শুভবুদ্ধির ওপরে আস্থা স্থাপন করে সেই শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, দীনবন্ধু মিত্র, মীর মশারফ হোসেন এবং দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় তিনজনই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

ইতিহাস রচনাকারী নাটক নীল দর্পণ

একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক রচনা করেন। পলাশীর যুদ্ধে বৃটিশ শক্তির জয়লাভের পর ধীরে ধীরে তারা শুধু এ দেশে চেপেই বসলো না, ভারতবর্ষের পুরাতন সমাজের ভিত্তি ও কাঠামো ধূলিসাৎ করে দিয়ে তারা সৃষ্টি করলো মহামন্বন্তর (১৭৬৯-৭০) যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই মহামন্বন্তরের মহাশ্মশানের ওপরে আত্মপ্রকাশ ঘটলো বিদ্রোহী ভারতবর্ষের: অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-৭৮), মেদিনীপুর বিদ্রোহ (১৭৬৩-৬৮) ত্রিপুরার সামশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮), সন্দীপের বিদ্রোহ (১৭৬৯), কৃষক-তন্তুবায়ের সংগ্রাম (১৭৭০-৮০), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭; উনিশ শতকের মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ (১৮০৬-১৬), ময়মনসিংহ পরগণার কৃষক বিদ্রোহ (১৮১২), ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ ১৮৩৭-৮২). ত্রিপুরার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৪৪-৯০), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এমনি বহু বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হতে থাকলো। নীল চাষীদের সংগ্রাম শুরু হলো ১৭৭৮ থেকেই। বঙ্গদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীল চাষীদের বিদ্রোহ দেখা দিল ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে। এই বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাইকেল মধুসূদন লিখলেন 'পদ্মাবতী' নাটক (১৮৬০) দীনবন্ধু লিখলেন 'নীল দর্পণ নাটক' (১৮৬০) অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরণের নাটক।

যে সময় এই নীলদর্পণ রচিত হচ্ছে সাহিত্যের দিক থেকেও সেটা ইতিহাসের সন্ধিস্থল: "১৮৫৯-৬০ বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন

পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়।"—(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

এই নাটক নতুন ইতিহাস রচনা করলো। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "নীলদর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গলার আর কোনও গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তিনি তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারারুদ্ধ বা কর্মচ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।" (দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, ১৮৭৬ খৃঃ)।

দীনবন্ধুর যে বিপদের কথা এখানে বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে নীল দর্পণ রচনা কালে মেঘনা নদীতে নৌকাডুবি হয়ে নীল দর্পণের পাণ্ডুলিপি সহ তাঁর সলিল সমাধি ঘটতে চলেছিল। আর বঙ্কিম যা উল্লেখ করেন নি তা হচ্ছে এই যে, আদালত নীল দর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করার অপরাধে লংসাহেবের ১মাস জেল ও ১০০০ টাকা জরিমানা হয়েছিল। সেই জরিমানার সবটা অর্থই সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'নীলদর্পণ নাটকে লেখকের নাম ছিল না; লেখা ছিল – নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতং।' এই নাটকের যে ইংরেজী অনুবাদ ১৮৬১-এর এপ্রিল মে মাসে প্রকাশিত হয় তাতে অনুবাদকেরও নাম ছিল না। প্রকাশক হিসেবে রেভারেণ্ড জেমস লং-এর নামও ছিল না। গ্রন্থের আখ্যাপত্রে লেখা ছিল : **NILDURPAN/Or/The Indigo Planting Mirror/A Drama/ Translated from the Bengali/By/A Native.** বইটিতে ছাপা ছিল যে কলিকাতার কাশীটোলায় **Printing and Publishing Press**-এর পক্ষে **C. H. Manuel** বইটির মুদ্রাকর। অবশ্য **Rev. James Long** ভূমিকা লিখে তার নীচে নিজ নাম মুদ্রিত করেছিলেন। সুতরাং বইটির প্রকাশ সম্পর্কে কোনও গোল নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদক হিসেবে মাইকেলের নাম এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় অনেকে ইদানীংকালে আপত্তি তুলেছেন। এঁদের বক্তব্য লং সাহেব নিজেই অনুবাদ করে **'A native'**-এর আড়ালে আত্মগোপন করছে

চেয়েছেন অথবা অন্য কেউ অনুবাদ করেছেন—মধুসূদন নন। কারণ, বইটি অনুবাদ [illegible] হয় '৮৬১ [illegible] আর মধুসূদন ব্যারিষ্টারী ত্যাগ করে হাইকোর্টের [illegible] নিযুক্ত হন ১৮৭০ এ। [এ [illegible] ঘোষ 'চতুষ্কোণ' বৈশাখ, ১৩৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।]। একমাত্র ব[illegible]মের মন্তব্য ছাড়া মধুসূদন যে অনুবাদক এমন আর কোন প্রমাণ নেই। অনূদিত ইংরেজী বইটীর অনুবাদ রীতি, ভাষা ব্যবহার, শব্দ প্রকরণ কিছুই মধুসূদনের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না।

যাই হোক বইটি অনূদিত হয়ে ইংলণ্ডে প্রেরিত হওয়ায় নীলকরদের কুকীর্তি ভাল ভাবেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, এর ফলে নীলের চাষ বন্ধ হয়নি। নীলের চাষ বন্ধ হয় নীল দর্পণ প্রকাশিত হবার ২০ বছর পরে ১৮৮০তে। কারণ, ইতিমধ্যে জার্মানীতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নীল তৈরী হতে শুরু করেছিল এবং নীল চাষ করে আগের মতো মুনাফা হচ্ছিল না। উপরন্তু বাংলায় কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশ বিক্ষোভ বেড়ে তা বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছিল।

নাট্যকার দীনবন্ধু

নীল দর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন সরকারী চাকুরিয়া। সাধারণ মধ্যশ্রেণীর পরিবারের ছেলে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া রেল স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে যমুনা নামে এক ক্ষুদ্র নদী পরিবেষ্টিত চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের মতে দীনবন্ধুর জন্মকাল ১২৩৬-এর চৈত্র। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ১২৩৮)। দীনবন্ধুর পিতা কালাচাঁদ মিত্রের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সামান্য লেখাপড়া শেখার পরই দীনবন্ধুকে জমিদারী সেরেস্তার কাজে যোগ দিতে হয়।

কিন্তু তিনি শীঘ্রই এ কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে দীনবন্ধুর পিতৃব্যের বাড়িতে আশ্রয় পান। পড়াশোনার ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, এখানে নিয়মিত গৃহকার্য সম্পন্ন করেও তিনি স্কুলে ভর্তি হন। (১৮৬৪ খৃঃ)।

দীনবন্ধুর পিতৃদত্ত নাম 'গন্ধর্বনারায়ণ'। এই সময় দীনবন্ধু নিজেই তাঁর নাম পরিবর্তন করে পছন্দমত 'দীনবন্ধু' নাম গ্রহণ করেন। কলিকাতায় তিনি প্রথমে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। ঐ স্কুল সে সময়ে হিন্দুকলেজের

শাখা প্রতিষ্ঠান বা হেয়ার সাহেবের স্কুল বলেও পরিচিত ছিল (১৮৭৬-তে ঐ স্কুলেরই নাম হয় হেয়ার স্কুল')। কলুটোলার স্কুল থেকে ১৮৫০-এ দীনবন্ধু জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫১-এ ফোর্থ ক্লাশের পরীক্ষায় আবার তিনি বৃত্তি পান, বাঙলা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৫৩-এর জানুয়ারীতে দীনবন্ধু শিক্ষকতাকর্মের পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন (১৮৫৪-এর এপ্রিল)। তিনি দ্বিতীয় সিনিয়র পরীক্ষা দিয়ে ৩০্ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে পড়া সম্ভবত তিনি শেষ করতে পারেন নি। কারণ, দেখা যায় যে ১৮৫৫-তে তিনি কলেজ ছেড়ে ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্ট মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯০৫ পর্যন্ত বঙ্গ-বিহার-ওড়িশা নিয়েই ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী। সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করার ফলে তাঁকে ওড়িশা বিভাগের ইন্‌সপেক্‌টিং পোস্ট-মাস্টারের পদ দেওয়া হয়। তাঁর চাকরি যে ধরনের ছিল তাতে তাঁকে অবিরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরাফেরা করতে হতো। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত অবিরত তাঁকে ঘুরতে হয়।

ওড়িশা থেকে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন এবং সেখান থেকে ঢাকা বিভাগে। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থাতেই যশোহরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সখ্য গড়ে ওঠে। এই পদে থেকে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির ফলে তিনি দেশের বহু ধরনের লোকের সংস্পর্শে আসেন। আর এই সময়ের মধ্যেই (১৮৬০-৬৭) তাঁর অধিকাংশ নাটক লিখিত এবং প্রকাশিত হয়।

১৮৭১-এ লুসাই যুদ্ধে সরকারী ডাকের সুব্যবস্থার জন্য দীনবন্ধুকে কাছাড়ে পাঠানো হয়। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পর তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করা হয়। এই সম্মান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে তিনি নিজেও ঐ উপাধি লাভ করেন) বলেছেন—"এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কতদূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথম শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ তিক্ত মন্তব্য করার কারণ আছে। দীনবন্ধু যে কর্ম-দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাতে শুধুমাত্র ঐ সম্মানসূচক উপাধি না দিয়ে তাঁকে অন্যভাবে পুরস্কৃত করা হবে—এটাই আশা করা গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে—"দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল তাহাতে তিনি যদি বাঙালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইতেন, কালে ডিরেকটর জেনারেল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও সহস্র গুণ থাকিলেও মালিন্য যায় না।" অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ নন বলেই দীনবন্ধুর ভাগ্যে উচ্চ পদ জোটে নি।

সেই সময় পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন মিঃ টুইডি। তিনি দীনবন্ধুর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাই টুইডি এবং ডিরেকটর জেনারেল মিঃ হিগ-এর মধ্যে যখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বাধলো তখন দীনবন্ধু হলেন তার বলি। তাঁকে ১৮৭২-এ বদলি করা হলো ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে-এর কাজে, তারপর হাওড়া ডিভিশনে।

দীনবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল; তিনি ছুটি চেয়েও ছুটি পেলেন না। দুরারোগ্য বহুমূত্র থেকে দেখা দিল কার্বাঙ্কল। ১৮৭৩-এ তাঁর মৃত্যু ঘটলো।

দীনবন্ধু যখন হেয়ার স্কুলের ছাত্র সেই সময় থেকেই তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। সম্ভবত তাঁর প্রথম রচনা 'মানব চরিত্র' নামক কবিতা। সেটি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দীনবন্ধু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয়। শুধু দীনবন্ধু নয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু দীনবন্ধুর ওপরে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব পড়েছিল বেশী পরিমাণে।

'দ্বাদশ কবিতা' (১৮৭২), এবং সুরধুনী কাব্য ১ম, ২য় ভাগ (১৮৭১ ও ১৮৭৬) দীনবন্ধুর এই বই এবং আরও কিছু কবিতা অপ্রকাশিত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে নাটক ও প্রহসনেই তাঁর খ্যাতি। সেগুলি হচ্ছে নীল দর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬০), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী (১৮৭৩)।

সত্য ঘটনার নাট্যরূপ?

নীল দর্পণ নাটকে যে অত্যাচারের কাহিনী বিধৃত হয়েছে তা কোনও কাল্পনিক কাহিনী নয়। এইরূপ অত্যাচার তখন চলতো। শুধু তাই নয়,

নীলদর্পণে 'সত্য ঘটনা'ই পাত্রপাত্রীর নাম বদলে লেখা হয়েছে, অন্তত মূল কাহিনী তো বটেই— একথা একাধিক সূত্রে জানা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— "নীল দর্পণের অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত।" নীলদর্পণের কাহিনীর ঘটনাস্থল স্বরপুর একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম এবং গ্রামের অদূরে বেগুনবেড়ের নীলকুঠি। কুঠির দেওয়ান. আমিন প্রভৃতির সহায়তায় চাষীদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা, দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক চাষীদের ধরে এনে পদাঘাত, 'রামকান্ত'. 'শ্যামচাদ' দ্বারা প্রহার. কুঠির গুদামে চাষীকে আটক করা, পদী ময়রাণীর মত দুশ্চরিত্রার মাধ্যমে কুলনারীকে ফুসলান এবং অসমর্থ হয়ে লাঠিয়ালদেব সাহায্যে ধরে এনে পাশবিক অত্যাচার. ফৌজদারী আদালতে বিচারের প্রহসন—এই সবের মধ্যেই বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন রয়েছে। এমন কি ক্ষেত্রমণির ওপরে অত্যাচার একটি সত্য ঘটনার বিবৃতি—একথা বললেও ভুল হবে না। কারণ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত **Hindu Patriot** পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটিকে অবলম্বন করেই দীনবন্ধু নাটকীয় ঘটনা গড়ে তুলেছেন। সংবাদটি এই 'অর্চ্চিবল্ড হিলস্ নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল এক কৃষক কন্যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। ঐ কৃষক কন্যার নাম হরমণি। বালিকা যখন একদিন দীঘি হইতে জল আনিবার জন্য বাড়ীর বাহির হয়, তখন অর্চ্চিবল্ডের লোক হরমণিকে জোর করিয়া ধরিয়া তাহার কুঠিতে লইয়া যায় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আটক রাখে।'

এরূপ নির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়াও নদীয়াব গুয়াতেলির মিত্র পরিবাবের দুর্দশা, নীল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক দিগম্বর বিশ্বাস বা আরও কিছু লোকের জীবনের বাস্তব ঘটনা নীল দর্পণে বিধৃত হতেই পারে।

নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে দীনবন্ধুর নাটক লেখার পূর্ব থেকেই পত্র-পত্রিকায় আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। ১৮৫০-এ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নীলকরদের কুকীর্তি প্রকাশ করে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৮-এ হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রেস থেকে "বাপ্ রে বাপ নীলকরের অত্যাচার" শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত কুমারখালি থেকে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথের 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকায়' এ সম্পর্কে নানা খবর প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে (১৮৫৮) নীলকরদের অত্যাচারের কথা স্থান পায়। ঈশ্বরগুপ্তও এ সম্পর্কে কবিতা লেখেন। নীল দর্পণ রচনার সময় এ সবই দীনবন্ধুর সামনে ছিল এবং সেই সঙ্গে ছিল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা—বহুদর্শিতা।

নীল আন্দোলন এবং বাঙালী বুদ্ধিজীবী

আগেই বলা হয়েছে যে. অষ্টাদশ শতকের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে বহু বিদ্রোহ এই বঙ্গভূমে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ থেকে ১৮৬.-এই তিন বছরের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ এবং নীল চাষীদের বিদ্রোহ, তিনটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। এক সাঁওতাল বিদ্রোহেই নিহত হয় ৩০ হাজার সাঁওতাল। এই সব বিদ্রোহই ছিল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রাম। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কাল মার্কস বলেছিলেন—"এই প্রথম সিপাহী বাহিনী হত্যা করলো তাদের ইউরোপীয় অফিসারদের; মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষ পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ শুধু কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এবং পরিশেষে ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর বিদ্রোহ মিলে গেছে ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো এশীয় জাতিগুলির এক সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে।"

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীল চাষ আরম্ভ হয় ১৭৭৭ এ। নীলচাষীদের সংগ্রামও শুরু হয় ১৭৭৮ থেকেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে নীল চাষীদের প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৮৫৯ ৬০-এ। এই বিদ্রোহে যোগদান করে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক। সিপাহী বিদ্রোহের সময় যেমন উচ্চ মধ্যবিত্ত বাঙালী সন্তানরা সেই বিদ্রোহকে সমর্থন বা তার সহযোগিতা করা দূরে থাক. ভারতের মাটিতে ইংবেজ রাজত্বের অবসানের আশঙ্কায় ভীত হয়ে সভাসমিতি ডেকে শাসক শ্রেণীর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছিলেন—যথা শীঘ্র সম্ভব এ বিদ্রোহ দমন করা হোক, কোম্পানীর রাজত্বে এই 'অবৈধ বিশৃঙ্খলার' অবসান ঘটিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনা হোক। British Indian Association-এর দক্ষিণামোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা বিদ্রোহীদের "Misguided wretches" বলে গালি দিয়ে লিখেছিলেন, "যে রাজবংশের নুন খেয়েছে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা তাদের মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত করেছে।"। যে ঈশ্বর গুপ্ত বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে পুজোর কথা বলেছেন তিনিও অন্যতম বিদ্রোহী ঝান্সীর রাণীকে 'কুলটা' বলে ভৎর্সনা করেছিলেন। অবশ্য ঝাঁন্সীর রাণী সহ বিদ্রোহীদের অভিনন্দন জানাবার মতো কিছু শিক্ষিত লোক যে ছিল না তাও নয়।

নীল চাষীদের ব্যাপারেও একই অবস্থা। রামমোহন. দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন ঠাকুর ছিলেন নীল চাষের পক্ষে। রামমোহনের নীলকুঠি ছিল,

দ্বারকানাথও শিলাইদহে নীলকুঠি স্থাপন করে কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করেছিলেন। নীলচাষ সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য :

As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Bihar, and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better-clothed and better-conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo-planters, but on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans whether in or out of the service.

দ্বারকানাথ ঠাকুরও একই রকম কথা বলেছেন। অথচ এই বইতেই আমি অন্যত্র দেখিয়েছি যে ইংরেজ রাজপুরুষেরাও নীলকরদের পক্ষে এমন সাফাই গাইতে পারেন নি। সেকালের ভূম্যধিকারী, বাঙালী ব্যবসায়ী বা মুৎসুদ্দি শ্রেণী নীল বিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেনি—কারণ, এই বিদ্রোহ তাদের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিকূল ছিল।

দীনবন্ধু মিত্র এইসব শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না। তবে সে যুগের উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে নবোত্থিত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই এদেশে বৃটিশ রাজের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় মনে করতেন। দীনবন্ধুর মতামতের সঙ্গে এই মতের সামঞ্জস্য ছিল। তবুও তিনি নীল দর্পণ নামে যে নাটক রচনা করলেন তা রাজভক্তিমূলক নয়; বরং তা রাজদ্রোহসূচক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বৃটিশ চণ্ডনীতিকে তুলে ধরেও তিনি বৃটিশ শাসনের ওপর আস্থা হারাননি। নাটকের ভূমিকাই তার প্রমাণ। ভূমিকায় নীলকরদের ওপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করা হলেও মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের ওপর অগাধ আস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

নীলকর-নীলচাষী 'নীল দর্পণ'

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' রচয়িতা সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখেছেন, "এই নাটকে (নীলদর্পণ) দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর পীড়িত বাংলা দেশের এক জীবন্ত চিত্র প্রকটিত হয়।" প্রকৃতপক্ষে এই নাটক প্রকাশের পূর্বে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুর্দশার চিত্র ও সংগ্রামের কাহিনী নাটক তো দূরের কথা সাহিত্যের কোনও শাখাতেই স্থান পায়নি। অথচ অত্যাচার চলে আসছিল বহুকাল ধরে।

নীলের চাষ এবং উদ্ভিজ্জ নীল রং প্রস্তুতের আদি স্থান ভারতবর্ষ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই যে সব জিনিস নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসায় আরম্ভ করে নীল তাদের অন্যতম। লুই বন্নো নামক জনৈক ফরাসী ১৭৭৭ এ বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ করেন। পর বৎসর ক্যারেল ব্লুম নামক একজন ইংরেজ নীলকুঠি স্থাপন করে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের কাছে একটি মেমোরেণ্ডাম দাখিল করে কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ শুরু করার অনুরোধ জানান। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হবার পর ইংলণ্ডে উন্নত বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার পরেই নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বাংলা ও বিহারে ব্যাপকভাবে নীলের চাষ শুরু হয়। যে নীল সেই সময় উৎপন্ন হতো তার সবটাই কোম্পানী কিনে নিত· বাংলাদেশ থেকে প্রতি পাউণ্ড নীল চার আনায় কিনে ইংলণ্ডে পাঁচ থেকে সাত টাকায় বিক্রি করতো। নীলের চাষ এমন লাভজনক হয়ে দাঁড়ায় যে, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারারাও চাকরি ছেড়ে দিয়ে নীলকুঠি স্থাপন করে। '১৮১৫—১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ১২৮০০ মন নীল উৎপন্ন হয় এবং সেই সময় থেকে এক বঙ্গদেশই সমস্ত পৃথিবীর নীলের চাহিদা মেটায়।'

প্রথম দিকে নীলকরেরা দেশীয় জমিদারদের প্রলুব্ধ ক'রে প্রজাদের দিয়ে তাঁদের জমিতেই নীল চাষ করাতেন এবং ফসল কিনে দিয়ে নিজেরা নীল রং নিষ্কাষণ করতেন। পরে নিজেরাই জমিদারী কিনে বা ইজারা নিয়ে নীল চাষ করাতে থাকেন। তাঁদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নিজেদের জমিদারী ছাড়াও অন্যান্য জমিদার ও জোতদারের প্রজাদের জোর ক'রে দাদন বা আগাম টাকা দিয়ে তাদের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিতেন। এই চুক্তিপত্রে চাষীকে কি পরিমাণ জমিতে নীল বুনতে হবে এবং কি মূল্যে সেই নীল গাছ নীলকরদের নিকট বিক্রয় করবে তা লেখা থাকতো। চাষী কোন কারণে চুক্তির শর্ত পূরণ করতে অসমর্থ হলে তার রেহাই মিলতো না। একবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলে আমৃত্যু নীল বুনতে হতো। নীল বপনে অস্বীকার করলে চাষীর ওপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতো। স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত তাকে নীলকরের কুঠীতে বন্দী অবস্থায় শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো; পদাঘাত থেকে শুরু ক'রে 'রমাকান্ত' ও 'শ্যামচাঁদ' নামে এক ধরনের চামড়ার তৈরী চাবুকের প্রহারে জর্জরিত হ'তে হতো। এতেও রেহাই ছিল না—নীলকরের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল

সেই চাষীর বাড়ী ঘর লুঠ করতো, ঘর জ্বালিয়ে দিতো এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের পথের ভিখারী ক'রে ছাড়তো। "আঠারো শতকের শেষ ভাগে ভারতে নীল চাষ বিস্তারের সময় ইউরোপীয়েরা এ দেশে এসে ছল দাস মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রের প্রচণ্ড লোভের সঙ্গে উদ্ভাবনী কল্পনা শক্তি মিলিত হ'য়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল, তাঁর প্রত্যেকটিই নীলকর সাহেবেরা এ দেশে প্রয়োগ করেছিল। বাংলাদেশের ফৌজদারী আদালতের সমসাময়িক নথিপত্রই এই একাট্য প্রমাণ বহন করে যে, নীল-চাষ প্রবর্তনের দিনটি থেকে শুরু ক'রে তা একেবারে না উঠে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত পন্থায় রায়তদের নীল চাষে বাধ্য করা হ'তো তার মধ্যে ছিল হত্যাকাণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে খুন, ব্যাপকভাবে খুন, দাঙ্গা, লুঠতরাজ, গৃহদাহ, লোক-অপহরণ।"

[Haran Ch. Chakladar, 'Dawn Magazine,' July 1905.]

এই অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করলে সুফল পাওয়ার কোন আশা ছিল না। তখনকার দিনে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হতো না। বিশেষভাবে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয়দের বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্যান্য ইংরেজ বিচারপতির আদালতে নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে বিচারকেরা স্বজাতিপ্রিয়তা বশে নীলকরদের প্রতি পক্ষপাত করতেন—বিচার প্রহসনে পরিণত হতো। সুতরাং সুবিচার তো হতোই না, উপরন্তু নীলকরদের আক্রোশ বেড়ে যেতো এবং চাষীর ঘটতো সর্বনাশ।

এইভাবে নীলকরদের দোর্দণ্ড প্রতাপ অপ্রতিহত হ'য়ে ওঠবার ফলে কোন রূপ দুষ্কার্যই তাদের অকরণীয় রইলো না। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় চাষীরাও প্রতিরোধ করতে শুরু করলো। বাংলাদেশের পল্লীপ্রান্তরে নীলকরের ভাড়াটে গুণ্ডাদলের সঙ্গে কৃষকদের অনেক খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের আক্রমণের মুখে নীলকরদের পিছু হটতে হয়েছে। Calcutta Review [1848] পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ "Planters some 30 years ago" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা আমরা জানি। মাত্র দু'একটি নয়, এমন শত শত মুখোমুখি সংঘর্ষের দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করতে পারি যেখানে দু'জন, তিনজন এমন কি দ'শজনও নিহত হয়েছে এবং সেই অনুপাতে আহতও হয়েছে। অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে 'ব্রজ' ভাষাভাষী ভাড়াটে সৈন্যরা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে, তা যে-কোন

যুদ্ধে কোম্পানীর সৈনিকদের পক্ষে গৌরবজনক হতো। বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাদের তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে অতি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অনেক জায়গায় এক পক্ষ বাজার লুট করেছে, তার পরক্ষণেই অপর পক্ষ এসে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।"

এক পক্ষ অসীম শক্তিশালী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু অপর পক্ষ অর্থাৎ কৃষক শ্রেণী ঐ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে নি, তারা মেনে নেয়নি স্থিতাবস্থা। তারা নীলকরদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করেছে।

তাদের এই সংগ্রামে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা সাহায্য করতে তেমন এগিয়ে আসেননি। সে যুগের সংবাদ ও সাময়িকপত্র 'ভাস্কর', 'সংবাদ প্রভাকর' 'সোমপ্রকাশ', 'ইণ্ডিয়া ফিল্ড' প্রভৃতি দূর থেকেই কৃষকদের সহানুভূতি জানিয়েছে, কিন্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা নিয়ে নীল চাষীদের পুরোভাগে থেকে নীল চাষীদের পক্ষে যে অগ্নিস্রাবী রচনা প্রকাশ করছিলেন তাতে নীলকর ও সরকার অস্থির হয়ে উঠেছিল। তারা প্রতিশোধও গ্রহণ করেছিল হরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে ১০হাজার টাকা খেসারতের মোকদ্দমা করে, হরিশচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটে; তার নিঃস্ব পত্নী কোনও ক্রমে বাসগৃহ রক্ষা করেন। সেদিন এই বঙ্গভূমির কোনও সহৃদয় ব্যক্তিই তাঁর পাশে দাঁড়ান নি।

নাটকের উৎস—"সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি"

চাকরি সূত্রে দীনবন্ধু মিত্রের ব্যাপক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতাই মানুষকে শিল্পী করে না। অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার সঙ্গে দীনবন্ধুর ছিল শিল্পজনোচিত সহানুভূতিশীল মন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন – "দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল।"

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যকার "সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি" বলে নাটকটি রচনা করেছেন। একথাও ঠিক নিজে সরকারী চাকুরে হয়েও ইংরেজ শাসক শক্তি ও তাদের জাতি-গোষ্ঠীর অত্যাচার ও অবিচারের সমালোচনামূলক নাটক দীনবন্ধুই প্রথম রচনা করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী যাতে লোকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে সম্ভবত সেই জন্যে একের পর এক

মৃত্যুর দৃশ্য সংযোজন করা হয়েছে: ক্ষেত্রমণি, গোলকচন্দ্র, নবীনমাধব-এর মৃত্যু, পরে নবীনের মৃত্যুতে তাঁর মা সাবিত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং এই উন্মাদিনী কর্তৃক কনিষ্ঠ পুত্রবধূ সরলতাকে বীভৎসভাবে হত্যা এবং শেষ পর্যন্ত সাবিত্রীর মৃত্যু।

নাটকটি প'ড়ে বা এর অভিনয় দেখে লোকের মনে নীলকরদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়—কিন্তু রোদন ও মৃত্যু ছাড়া তাদের হাত থেকে অব্যাহতির অন্য কোনও পথ আছে, তা মনে হয় না। অথচ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষীদের বিদ্রোহই যে নীলকর অত্যাচার বন্ধের অন্যতম কারণ, এটা ঐতিহাসিক সত্য। শিশিরকুমার ঘোষ এই বিদ্রোহকে বিপ্লবই আখ্যা দিয়েছিলেন। "এই নীলবিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলনের ও সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়েছিল। বস্তুত বাংলা-দেশে বৃটিশ রাজত্বকালে নীল-বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"

নীল বিদ্রোহের তাৎপর্য

১৮৫৯ থেকেই বিদ্রোহের সূচনা। বিদ্রোহের প্রথম স্তর ছিল শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতা ও ন্যায়বোধের কাছে আবেদনের স্তর; দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায় নীলচাষে অস্বীকৃতি। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের জোর ক'রে নীলচাষে বাধ্য করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই চাষীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়। শাসকেরা ভীত হয়ে ১৮৬০-এর ৩১ শে মার্চ নীলচাষীদের বিক্ষোভ তদন্ত করার জন্য 'নীল কমিশন' (Indigo Commission) গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর এই মর্মে আইন বিধিবদ্ধ হয় যে, কোনও নীলকরই আর রায়তদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক চাষীদের দ্বারা নীলের চাষ করাতে পারবে না, নীলের চাষ করা চাষীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এই ঘোষণা দ্বারা নীল বিদ্রোহীদের জয় সূচিত হয়।

এই ঘোষণা করা ছাড়া সরকারের সেদিন আর উপায় ছিল না। বিদ্রোহের তাৎপর্য তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তদানীন্তন লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর গ্রাণ্ট এর সতর্কবাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যা আমরা বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবল রং-সংক্রান্ত অতি সাধারণ বাণিজ্যিক প্রশ্ন না ভেবে গভীরতর গুরুত্বসম্পন্ন সমস্যা ব'লে যিনি ভাবতে পারছেন না, তিনি আমার মতে সময়ের ইংগিত অনুধাবন করতে মারাত্মক ভুল করছেন।"

"আইনের বিপক্ষে নীলচাষের স্বপক্ষে জগতের কোন শক্তিই আর বেশী

দিন এ ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারে না। ন্যায়ের নির্দেশ উপেক্ষা ক'রে সরকার যদি এরূপ কোনও নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতো, তাহলে এক বিপুল কৃষক-অভ্যুত্থান বিদ্যুৎ গতিতে সরকারের শাস্তি বিধান করতো। আর সেই কৃষক-অভ্যুত্থান ভারতের ইউরোপীয় ও অন্যান্য মূলধনের পক্ষে যে সাংঘাতিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতো তা যে কোনও লোকের চিন্তার বাইরে।"

লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর গ্রান্ট নীল চাষীদের বিক্ষোভের মধ্যে যে "সময়ের ইংগিত" লক্ষ্য করেছিলেন 'নীলদর্পণে'র রচয়িতা তা করেননি এবং কৃষকদের সংঘবদ্ধ শক্তির ওপরেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বরং ইংরেজ শাসকদের ওপরই তার আস্থা ছিল পূর্ণমাত্রায়। এর প্রমাণ নীলদর্পণ নাটকের ভূমিকা। নাট্যকার "নীলকর নিকর করে' নীলদর্পণ অর্পণ ক'রে বলেছেন, "এক্ষণে তাহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেত চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য। নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনী, হাইয়ার্ড, হল্ প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরেজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে।"

দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করে নীলকর সাহেবরা যদি 'অকলঙ্ক ইংরেজকুলে' আরোপিত কলঙ্ক অপনোদনে রাজী না হয়, তা হ'লে নাট্যকারের বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিশ্চয়ই এই মহৎ কাজে অগ্রসর হবেন। শাসক-শক্তির উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন: "প্রজাবৃন্দের সুখ সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পরায়ণ গ্রান্ট মহামতি লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশ: সত্যপরায়ণ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য পরিচালকগণ শতদল স্বরূপে সিভিল সারভিস-সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সুবিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইতেছে।"

এই ভাবে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্পষ্টই বলছেন যে, মুষ্টিমেয় নীলকর খারাপ হতে পারে, ইংরেজ জাতি কলঙ্কশূন্য।

সর্বোপরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতেব শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ প্রতিনিধিরা যখন দেশ শাসন করছেন তখন সুবিচার পাওয়া যাবে। মহাবাণী, গভর্ণর জেনারেল এবং সিভিল সার্ভিসের উপর এরূপ অগাধ বিশ্বাস যাঁর, তিনি যে নিযাতিত চাষীদের বিদ্রোহেব মধ্যে মুক্তির সন্ধান কববেন না—এটা অবধারিত।

বিদ্রোহ নাটকের ভিত্তি নয়

দীনবন্ধু তাই বিদ্রোহকে ভিত্তি ক'রে নাটক রচনা করলেন না। তাঁর নাটকে বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস প্রমুখ নীল বিদ্রোহেব নায়কদের চিত্র আমরা পেলাম না। অবশ্য তাঁর নাটকে মৃত্যুর ঘনঘটা ও অসহায় রোদনের বন্যার মধ্যেও কিছু আলোয় আভাষ পাওয়া যায়। নাটকের অন্যতম চরিত্র 'স্বরপুর কেশরী' বা 'পুরুষসিংহ' নবীনমাধব তাঁর পুরুষত্বের পরিচয় রেখেছেন, তিনি বড় সাহেবেব অকথ্য গালাগাল এবং হাঁটুতে জুতোব ঠোকর নির্বিবাদে হজম করেন।ন সাহেবের বুকে পদাঘাত কবে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন [পঞ্চম অঙ্ক—দ্বিতীয় গভাঙ্ক]। তাছাড়া রয়েছে তোরাপ চরিত্র। গভবতী যুবতী ক্ষেত্রমণির ওপর বোগ সাহেবের পাশবিক অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে তোরাপ [৩অ, ৩গ], তোরাপের সঙ্গে ছিলেন পবোপকারী নবীন মাধব। রোগ এব কবল থেকে ক্ষেত্রমণিকে ছাড়িয়ে নিয়ে নবীনমাধব বোগ-কে নীতি উপদেশ দিয়েছেন—"রে নরাধম, নীচবৃত্তি নালকর, এই কি তোমার খৃষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খৃষ্টানেব দয়া, বিনয়শীলতা? আহা আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রযুবকের মতই এই উপদেশ। কিন্তু কৃষকের ছেলে তোরাপ জানে এই শ্রেণীর লোকের জন্যে প্রকৃত দাওয়াই কি: 'গলদেশ ধ'রে চপেটাঘাত', 'গলা টিপে ধরা', 'হাঁটুর গুঁতো', 'কান মলন'—এর কম কিছু তোরাপ চিন্তা করতে পারেনি তার শ্রেণী-শত্রুকে শায়েস্তা করার জন্যে। নবীন মাধবকে তোরাপ ঠিকই বলেছে: বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনাবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেম্নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেম্নি হাতের পোঁচা।"

এই দৃশ্য ছাড়া আর সর্বত্রই কৃষক ও তাদের সহযোগীরা নীলকর সাহেবদের অসহায় শিকার। ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে নাট্যকারের কাহিনীর দ্বারা

চালিত হয়ে আবার নাট্যকারের সমালোচনা করেছেন এ-যুগের কয়েকজন সমালোচক। তাঁরা ট্র্যাজেডি বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন—'এই নাটকে যে দ্বন্দ্ব তাতে সাস্‌পেন্স থাকতে পারে না। কারণ একদিকে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ অন্যদিকে অসহায় দুর্বল কৃষক।' কিন্তু যে-সমাজে তোরাপের মত লোক আছে সেই সমাজকে অত অসহায় ও দুর্বল ক'রে তোলবার প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া বহু কৃষক-বিদ্রোহের চিত্র দীনবন্ধুর সামনেই ছিল। সর্বোপরি যে সময়ে দীনবন্ধু নাটক লিখেছেন সেই সময়ে নীলচাষীদের বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী কতটা আতঙ্কিত হয়েছিল লর্ড ক্যানিং-এর উক্তিই তার প্রমাণ: "নীলচাষীদের বর্তমান বিদ্রোহ আমার মনে এমন উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনার [ক্যানিং এখানে ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের কথাই উল্লেখ করেছেন—লেঃ] সময়েও আমার মনে ততটা উৎকণ্ঠা জাগেনি। আমি সব সময়ে ভেবেছি যে, কোনও নির্বোধ নীলকর যদি ভয়ে বা রেগে গিয়ে একটিও গুলি ছোঁড়ে তাহ'লে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ বাংলার সব কুঠিতে আগুন জ্বলে উঠবে।"

যে বিদ্রোহ দেখে শাসকশ্রেণী এমন আতঙ্কিত সেই শাসক শ্রেণীকে সর্বশক্তিমান এবং চাষীদের তাদের অসহায় শিকার-রূপে চিত্রিত করার কি কারণ থাকতে পারে?

বিদ্রোহ ভীতি

উপরোক্ত প্রশ্নের এক কথায় জবাব—বিদ্রোহ ভীতি। এই ভীতি 'জমীদার দর্পণে'র লেখক ও নীল দর্পণের লেখক দু'জনদেরই থাকার কথা। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতা বোধ থাকলেও বিদ্রোহকে এঁরা ভয় পেতেন। তাঁরা জানতেন কৃষক বিদ্রোহ শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে না, সেই সাম্রাজ্যবাদ আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সহযোগী সমাজের পত্তন করেছিল তারও ভিত্তি ধ্বংস ক'রে দেবে। এই সব বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজ থেকে এসেছিলেন সেই সমাজের একাংশই একদিন "নিজের এলাকায় রাজার জাতকে ডেকে এনে জমি দিয়ে বসিয়েছেন।" ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদে বঙ্গদেশে ইংরেজদের জমি ক্রয়ের অধিকার দানের পর অনেক নীলকর জমি কিনে বড় বড় জমীদারী স্থাপন করেছিল এবং বাঙালী জমীদাররা প্রতিদ্বন্দ্বী জমীদারদের জব্দ করার জন্যে এবং অর্থের লোভে নীলকরদের এনে বসিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও যে প্রথম দিকে 'নীল দর্পণ'-এর নিন্দা ক'রেছেন তা এই শ্রেণীর চেতনার তাগিদে। তিনি 'নীল দর্পণ'-এর নিন্দা ক'রে লিখেছিলেন – "নীল দর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন—আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, সমাজ সংস্কার নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া সমাজ সংস্কারণাভি-প্রায়ে প্রণীত হইলে নাটকের নাটকত্ব থাকে না।"

মজার ব্যাপার এই যে, যে বঙ্কিমচন্দ্র 'আর্টের জন্যই আর্ট' –এই থিওরি ধরে নীল দর্পণের নিন্দা করছেন, তিনিই পরে ওই থিওরির ওপরে দাঁড়িয়েই 'নীল দর্পণ'-এর প্রশংসা করেছেন—"সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীল দর্পণ-এর উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট।"

বঙ্কিমের এই পরস্পরবিরোধী আচরণের কারণ হচ্ছে এই যে, নীল দর্পণের জনপ্রিয়তা যখন বৃদ্ধি পেল এবং নীলবিদ্রোহের যখন অবসান ঘটলো, তখন বঙ্কিমেব আতঙ্কও চলে গেল এবং তিনি নীল দর্পণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে পারলেন।

নীলদর্পণে ট্র্যাজেডির আদর্শ

'নীল দর্পণ,' 'জমীদার দর্পণ' এবং 'চা-কর দর্পণ'—কোনটিই মঞ্চ-সাফল্যের দিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়নি এবং নাটকের রীতিনীতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে নাট্যকারেরা নাট্য-সাহিত্যও রচনা করতে চাননি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নাটকের মাধ্যমে অত্যাচার ও অবিচারের চিত্র তুলে ধরা। অবশ্য নীল দর্পণ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছিল ; তবে নাটক রচিত হবার ১২ বছর পরে। ১৮৭২-এর ৭ ডিসেম্বর এই নাটক দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয় উদ্বোধন করা হয়।

নীল দর্পণ ট্র্যাজেডি হিসেবে বিচার করতে গিয়ে নানা মতামত এসে পড়ে। কেউ কেউ বলেছেন নীল দর্পণ নাটক নয়, নাট্য-চিত্র। অর্থাৎ কতকগুলি নাটকীয় ঘটনা একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন এটা একেবারে মেলোড্রামা। "নীল দর্পণের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্র্যাজেডিকে অবাস্তব করিয়া দিয়াছে।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৮)। অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন—"যেখানে মৃত্যু এত

সুলভ এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের দুঃখের উদ্রেক করে না, আতঙ্কও সঞ্চার করে না।" (বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃঃ ৩৩২), P. Guha Thakurta তাঁর The Bengali Drama-তে লিখেছেন—"The fact is that in Nildarpan, what Dina Bandhu attempted to deal only with what he himself thought to be true, in its most naked and unvarnished form without the slightest regard for dramatic fitness or propriety."

দীনবন্ধু যখন নাটক লিখলেন তখন নাটকের ইউরোপীয় আদর্শ-এর সঙ্গে এদেশের বেশ পরিচয় হয়েছে, মধুসূদন নাটক লিখেছেন। কিন্তু তিনি গ্রীক বা শেকস্‌পীয়র কাউকেই ঠিকমতো অনুসরণ করলেন না। আবার সংস্কৃত নাটকের আদর্শও রক্ষা করলেন না। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ক্ষেত্রমণি উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নাটক শেষ করে দিলে এবং ঐখানেই সাহেবের ঘুষিতে ক্ষেত্রমণির মৃত্যু ঘটালে জমাট ট্র্যাজেডি হতে পারতো। এর পরে শুধু পর পর মৃত্যুর ঘটনা এবং উন্মাদ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য রচনা করে পাঠক বা দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছে। নাটকটি যদি ব্যক্তির ট্র্যাজেডি না হয়ে একটা গ্রামের ট্র্যাজেডি হয়ে থাকে তা হলেও বলবো যে কতকগুলি ট্র্যাজিক ঘটনার সমাবেশ নাটককে ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত করে না। দীনবন্ধু পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডির আদর্শেই তাঁর নাটকের কাঠামো রচনা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে অন্তর্মুখী সংগ্রামের একান্ত অভাব। যদিও বাস্তব চরিত্র থাকলেও অনেক চরিত্রই আদর্শায়িত। বহির্সংগ্রামও তীব্র নয়। সব মিলে নীল দর্পণ একটি বেদনাদায়ক কাহিনী হয়েছে—সার্থক ট্র্যাজেডি হয়নি।

নীলদর্পণের সংলাপ

নাটকের অন্যতম বিষয় সংলাপ। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে যেমন চরিত্রের বিকাশ ঘটে, তেমনি ঘটনাও এগিয়ে চলে। সংলাপ যেমন চরিত্রগুলির বাইরের পরিচয়কে স্পষ্ট করে, তেমনি তাদের অন্তর্জীবনকেও উদ্‌ঘাটিত করে।

দীনবন্ধু যখন তাঁর 'নীল দর্পণ'-এর জন্য সংলাপ রচনা করছেন তখন বাংলা গদ্যের পাদরী-পণ্ডিতী যুগ শেষ হয়ে বিদ্যাসাগরের আদর্শ এবং প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্নের আদর্শ ক্রমান্বয়ে আসছে। একথা ঠিক যে দীনবন্ধুর সময়ও কোন আদর্শ (সাধু) ভাষা ভালভাবে সৃষ্টি হয়নি। সেই জন্য তিনি তাঁর

নাটকে একই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন নি—একথা কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাল ভাবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তিনি নাটকের ভাষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটককে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ রাজা-রাণী, স্ত্রী-পুরুষ, অফিসার, সাধারণ কর্মী—এই সব চরিত্রানুযায়ী যেমন সংস্কৃত নাটকে ভাষা নির্ধারিত হয় দীনবন্ধুও সেই চেষ্টা করেছেন।

নীল দর্পণে নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর অবলম্বন হলো যশোহর-খুলনার গ্রাম্য কথ্য ভাষা। অন্যদিকে ভদ্রশ্রেণীর সব চরিত্রের মুখেও যে তিনি পণ্ডিতী সাধুভাষা দিয়েছেন তা নয়। এ ক্ষেত্রেও সংস্কৃত নাটকের মতো ভদ্রশ্রেণীর পুরুষদের মুখে পণ্ডিতী ভাষা দিয়েছেন এবং ঐ শ্রেণীর মহিলাদের মুখে পুরোপুরি পণ্ডিতী ভাষা না দিয়ে মিশ্র ভাষা দিয়েছেন। আবার সাহেব চরিত্র-এর ক্ষেত্রেও তাদের উপযোগী মিশ্র ভাষা দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি যাতে বিকশিত হতে পারে সেইভাবেই ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতী ভাষার ফলে উচ্চবর্ণের পুরুষ চরিত্র যে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অল্প পরিচয় বা আংশিক পরিচয়ের ফলে এমন ঘটেনি। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কর্মসূত্রেই ছিল ব্যাপক। কিন্তু ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কেতাবী আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করার ফলেই এটা ঘটেছে। তিনি ভদ্র চরিত্রগুলিকে আদর্শ মানব-মানবী হিসেবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তাদের আচার আচরণ কৃত্রিম মুখের ভাষা আড়ষ্ট ও রসবর্জ্জিত। এদের মধ্যে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ নেই। অন্যদিক থেকে দেখলে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলির মুখে গ্রাম্য-মানুষের সহজ ভাষা আরোপিত হওয়ায় সে চরিত্রগুলি অধিকতর জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অনেকে এই নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে রুচির প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ এই সব চরিত্র যে ভাষা ব্যবহার করেছে ভদ্রব্যক্তিদের বিচারে তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই ধরনের সমালোচকের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র : "তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের মত থাকে না. আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মতো থাকে না।"

সমাজের সব স্তরে একই ভাষার প্রচলন থাকে না; তাই বিভিন্ন শ্রেণীকে একই সঙ্গে নাটকে উপস্থিত করলে সেই সব শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ধরনের

ভাষার প্রয়োগে বাস্তব চরিত্র গড়ে তোলার সুবিধা হয়। সেটা করতে গিয়ে 'শালীনতার' বিচার অর্থহীন। কৃত্রিম পরিবেশ যেমন বাস্তবতার সহায়ক নয়, তেমনি কৃত্রিম ভাষাও চরিত্র পরিস্ফুটনের পক্ষে উপযোগী নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা

[দীনবন্ধু মিত্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাটিতে বঙ্কিমের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হলেও তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে তাই সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো—সম্পাদক]

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত "তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্য 'রহস্যসন্দর্ভে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীল দর্পণ" প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরাজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের এক জন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বর চন্দ্রের কাব্য-শিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব-সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে একজাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে

শক্রর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলী ফাটিয়া যাইত ; এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না ; কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষত-মুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরাজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য-সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে ; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহার হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয়, তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশ-বৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানা পল্লীগ্রাম বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু

সে বুঝি কেবল পথ-ঘাট, বাগান-বাগিচা, হাট-বাজার। লোকের সঙ্গে মিশেন নাই। দেশসম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান, তাহা সচরাচর সংবাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সংবাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরাজেরা তো বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশসম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম-জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই, অনেকে করিয়াছেন, যাহা জানিয়াছেন, তাহার মূল্য কি ?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিং হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথভ্রমণ বা নগরদেশ ভ্রমণ নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সকল শ্রেণীর সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য-প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বর্ষীয়সী, তোরাপের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নসীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে, নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্যবাবু, কাঞ্চনের মত মাতাল মনুষ্য-শোণিত-পায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদের-চাঁদ-হেমচাঁদের মত "উন-পাঁজুরে বরাখুরে" হাপ-সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটিরামের মত ডেপুটি, নীল কুঠির দেওয়ান, আমীন, তাগাদ্‌গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা, কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী-নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ-আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে, ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন, সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি ধরিয়া তাহরে লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার realism, তাহার উপর idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের দোষগুণ চাপাইয়া দিতেন,

যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপে উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় ও বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরীব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন কাহাকেও দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরীব-দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্র চরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভাণ ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নি-কুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি-শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্কজীবন-সুখ, বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞা-বর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এইরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য সংসারে আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি-পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুর-বাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই; তা নহিলে কেহই উচ্চশ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গেও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই

হয়, তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয়-নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য-প্রণয়নকালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে; দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ। কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত বা শীঘ্র সম্পাদিত যে, আমরা বুঝিতে পারি না যে, এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি-দয়াদি বৃত্তিসকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে, তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত এবং নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা—দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদ-সাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না; কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে, সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না; তোরাপের সৃষ্টিকালে, তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন

না ; আদুরীর সৃষ্টিকালে, আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না ; নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামী করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত ;—বলিত, "তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাবচরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে ;—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম- সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না ; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামী আর নিমচাঁদের মাতলামীর মত থাকে না ?—সবটুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে, বলেন—"না, তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি ? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হউক আর মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আর কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্বব্যাপিনী তীব্র সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহার কাব্যের গুণদোষের কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানে তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রধান নায়ক-নায়িকা—(hero এবং heroine,) তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই,

ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল ; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন ? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন ? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না কেবল আজকাল নাকি দুই একটা হইতেছে, শুনিতেছি। ইংরাজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে ; ইংরাজ-কন্যার জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক-নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক—নায়িকাদেরও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন আমি ইহাও বুঝিয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র-প্রণয়ন-প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরাজী ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতি ও জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী, সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পারে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর

নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা কাজ-কর্ম্ম নাই, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কাহারও philanthrophy, কাহারও কোর্টশিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতিও নাই। কাজেই এখানে দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। যদি একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহুসংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া যদি বিন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলে এখানেও কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয় তাঁহার চিত্তের উপর ইংরাজী সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে, ভিন্ন-প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্সপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক-প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীল দর্পণ বাংলার Uncle Tom's Cabin. "টম কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে, নীল দর্পণ নীল দাসীদিগের দাসত্ব-মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীল দর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীল দর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীল দর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই।

তাঁর আর কোন নাটকেই পাঠককে বা দর্শককে ইদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীল দর্পণের উদ্দেশ্য এবংবিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষগুণের যে উৎপত্তিস্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে। বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা, বলিতে পারি না। অন্যে যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কিনা, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল, দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতিঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল ; তাই এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জমীদার দর্পণ

দীনবন্ধু মিত্র যেমন নীলচাষীদের বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে নাটক রচনা করেছিলেন, মীর মশারফ হোসেনও তেমনি কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৃষকদের নিয়ে 'জমীদার দর্পণ' নাটক লিখেছিলেন ১৮৭৩-এ।

বর্তমানে বাংলা দেশের অন্তর্গত পাবনা জেলায় [সিরাজগঞ্জ মহকুমায়] ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকরা প্রাচীনকাল থেকে জমির ওপরে যে অধিকার ভোগ ক'রে এসেছিল বৃটিশ সামাজ্যবাদী

শাসন প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে সেই অধিকার হরণ করে জমিদারদের হাতে অর্পিত হয়েছিল। তাছাড়া জমিদারেরা দফায় দফায় অবৈধ আদায়, নতুন জরিপ প্রণালী প্রবর্তন করে জমি চুরি, খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ—এ সব চালাতে থাকলে কৃষক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়—কিন্তু এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

এই বিদ্রোহের সময় লেখা হয় 'জমীদার দর্পণ।' নাটকটির রচয়িতা জনৈক জমীদার নন্দন—মীর মশারফ হোসেন। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখ তত ভাল দেখা যায় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়স্বজন সকলেই জমীদার। সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক করে না।" এই প্রত্যয় নিয়ে মীর মশারফ হোসেন নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

নাট্যকার মশাররাফ হোসেন

'জমীদার দর্পণে'র লেখক মীর মশাররাফ হোসেন ছিলেন সম্পন্ন জমিদার বংশের সন্তান। বিচিত্র তাঁর জীবন।

১৮৪৭-এর ১৩ নভেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরস্থ লাহিনী পাড়া গ্রামে মীর মশারফ হোসেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মুয়াজ্জম হোসেন। এঁদের বংশ পরিচয়ের উপাধি সৈয়দ; রাজকার্যে পারদর্শিতার জন্যে 'মীর' উপাধি লাভ করেন।

ঘোরতর সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর জন্ম। তবে খুব অল্প বয়সেই অর্থাৎ চার বছর চার মাস-এই তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল মুন্সী সাহেবের কাছে। তাঁর কাছেই মীর সাহেবের আরবী শিক্ষার সূচনা হয়। তিনি বাংলা শেখেন জগমোহন নন্দীর পাঠশালায়। ১৪ বছর বয়সে ভর্তি হন কুমারখালি ইংরেজী স্কুলে। এর পরে পদমদী নবাব স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৪-তে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন।

মশাররাফ হোসেন কৃষ্ণনগরে ছিলেন মাত্র কয়েক মাস। কিন্তু কৃষ্ণনগরের সে যুগের হিন্দুপ্রধান সমাজের চালচলন তাঁর ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কৃষ্ণনগর থেকে মশাররাফ কলকাতায় এসে কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হলেন। তাঁর পিতৃবন্ধু আলীপুরের আমীন নাজীর সাহেবের বাড়ী চেতলায় থেকে কলকাতায় পড়াশোনা আরম্ভ হলো। কিন্তু পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। নাজীর হোসেনের জ্যেষ্ঠ কন্যা লতিফ উন নিসার সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয় জন্মে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে মশাররাফ-এর বিয়ে হলো নাজীর হোসেনের দ্বিতীয় কন্যা আজীজ উন নিসার সঙ্গে এবং লতিফ উন নিসার বিয়ে হলো এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। মশাররাফ জীবনে পেলেন প্রচণ্ড আঘাত। এই আঘাত আরও গুরুতর হলো লতিফ উন নিসার অকাল মৃত্যুতে।

১৮৬৫-এর ১৬ মে আজীজ-উন নিসার সঙ্গে যে বিয়ে হয়েছিল স্বভাবতই সে বিয়ে সুখের হয়নি। দ্বিতীয়ত এই বিয়ের প্রতিক্রিয়ায় মশাররাফ জীবনের পঙ্কিল পথে নেমে যেতে থাকেন। তাঁকে এই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কুলসুম। প্রথম বিবাহের ৮ বছর পরে এই বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে সংসারে চরম অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল ; তবে ধীরে ধীরে তা প্রশমিত হয়ে আসে। ১৮৮৪-এ মশাররাফ যখন বেগম করিমন নেসা সাহেবার এস্টেটের ম্যানেজারির পদ নিয়ে দেলতুয়ারে (বর্তমানের বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত) যান তখনই বলা যায় তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ পর্ব শুরু হয়।

ছাত্রাবস্থা থেকেই মশাররাফ বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কলিকাতায় সংবাদ প্রভাকর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাই রামচন্দ্র গুপ্ত তখন সম্পাদক) পত্রিকায় লিখতেন এবং তাঁর প্রেরিত সংবাদ 'কুষ্টিয়ার সংবাদদাতার' সংবাদ রূপে ছাপা হতো। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় মীর সাহেবের প্রকৃত পক্ষে হাতে খড়ি হয় কুমারখালি থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ)-এর কাছে। সংবাদ-প্রভাকরের সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও মশাররাফের কিছু লেখা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তবে হরিনাথ মজুমদারের প্রভাবই তাঁর ওপরে বেশী। হরিনাথ তাঁর 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার মাধ্যমে সে যুগে কৃষকদের দুঃখ কষ্টের কথা তুলে ধরতেন এবং সে যুগের পরাক্রমশালী জমিদারদের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লেখনী চালনা করতেন। মীর সাহেব তাঁর 'জমীদার-দর্পণ' রচনায় হরিনাথের কাছে প্রেরণা লাভ করাই স্বাভাবিক।

মশাররাফ হোসেনের লিখিত পুস্তকের সংখ্যা পঁচিশ। তবে এগুলির মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১) জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), আমার জীবনী (১৯০৯-১০)

প্রধান। তাঁর প্রথম বই 'রত্নবতী' উপন্যাস (১৮৬৯)। মশাররাফ উপন্যাস, নাটক, গানের বই, জীবনী, আত্মজীবনী, গীতাভিনয়, কবিতা এমন কি 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা'র বইও লিখেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী কুলসুম বিবি সম্পর্কেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'আজিজন নেহার' নামে একখানি পত্রিকারও সম্পাদনা করেছেন। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে এইটাই সর্বপ্রথম বলে পরিচিত।

জমীদার দর্পণ ছাড়া মশারফ সাহেবের 'বিষাদ সিন্ধু', 'সঙ্গীত লহরী' 'বেহুলা গীতাভিনয়' প্রভৃতি দেলদুয়ারে অবস্থানের সময়ই রচিত হয়।

১৮৯২-এ তিনি দেলদুয়ার থেকে চলে আসেন। এই সময় থেকে ১৯১২-এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি কাব্য, কয়েকটি আত্মজীবনীমূলক রচনা, উপন্যাস লেখেন। ১৯১২-এ কুলসুম বিবির মৃত্যুর দু'বছর পরে মীর সাহেবের মৃত্যু ঘটে। জীবনের শেষের দিকে তিনি কিছুটা সংস্কারাচ্ছন্ন এবং যুক্তিহীন ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তিনি বরাবরই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন। ব্যক্তিগত জীবন তো বটেই তাঁর রচনাবলীও এর সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

প্রজা জমীদারের অসহায় শিকার

জমীদার দর্পণ নাটকে নাট্যকার জমীদারের ছবি এঁকেছেন—জমীদার চরিত্রের একটি দিক তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কিন্তু পাবনার কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত নয়; এমনকি জমীদারী শোষণের নগ্নরূপও নাটকটিতে ফুটে ওঠেনি। দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক; তাদের প্রতি সহানুভূতি নাটকে আছে, অত্যাচারের মুখে তাদের অসহায় অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে—কিন্তু কৃষকেরা যে প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই প্রথার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠেনি।

নাট্যকারের বক্তব্য যে, বৃটিশ সরকার জমীদার শ্রেণী সৃষ্টি ক'রে প্রজা-পালনের যে দায়িত্ব তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন, তা জমীদারেরা পালন করছে না; তারা চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে, নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার বলেছে :

হা ধর্ম ! তোমার মর্ম লুকাল ভারতে
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে
… … …

রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম
জমীদার! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব নর ধন-প্রাণ-মান রক্ষাকারী;
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী;

এই প্রজাপালক 'সর্ব নর ধন প্রাণ-মন রক্ষাকারী'র দল ক্ষমতা হাতে পেয়ে জানোয়ার বনে গেছে। সূত্রধার তাই বলছে, "মফঃস্বলে একরকম জানোয়ার আছে, তারা কেউ শহরেও বাস করে; সহরে কুকুর, কিন্তু মফঃস্বলে ঠাকুর। সহরে তাদের কেউ চেনে না। মফঃস্বলে দোহাই ফেরে। সহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানোয়ারেরা বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফঃস্বলে শৃগাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।" হিন্দু ও মুসলমান দু'শ্রেণীর মধ্যেই যে জানোয়ার আছে তাও বলা হয়েছে। 'জমীদার দর্পণ'-এ এমন একটা জানোয়ারকেই উপস্থিত করা হয়েছে।

এ নাটকে জমীদারের শ্রেণী-চরিত্র অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রকেই উদ্ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। জমীদার হায়ওয়ান আলীর হঠাৎ নজর পড়লো তার প্রজা আবু মোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার প্রতি। কিন্তু কি ক'রে পাশবিক ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ হবে? হায়ওয়ান আলী এক পরিকল্পনা করলো। কোনও একটা ছুতো করে ধরে আনা যাক আবুকে। লোকজন গেল আবুর বাড়ীতে। তারা তাকে নানাভাবে উত্যক্ত করলো শেষে আবুর জরিমানা ধার্য হলো ৫০ টাকা। এ টাকা সে কোথায় পাবে? তাকে ধরে এনে দেউড়িতে কয়েদ করা হলো। ও-দিকে বৈষ্ণবী কৃষ্ণমণি গেল নুরন্নেহার কাছে। নানা কথার মধ্যে সে জানালো হায়ওয়ানের বাসনার কথা: "শুনেছি তোমার জন্য সে একেবারে পাগল। দেখ না এক মাস হলো তোমার পাছেই লেগে আছে। তুমি মনে কল্লে সব মিটে যায়।" শুধু তাই নয়, কৃষ্ণমণি লোভ দেখালো—জমীদারের কাছে গেলে নুরন্নেহার রাজরাণীর মত থাকবে। নুরন্নেহার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো ঐ প্রস্তাব। জমীদারের নগ্ন পাশবিকতা এবার রাশমুক্ত হলো। জোর করে সে ধরে নিয়ে এল গর্ভবতী কুলবধূ নুরান্নেহারকে। তারপর সে চালালো পাশবিক অত্যাচার ফলে নুরন্নেহারের মৃত্যু ঘটলো। আবু মোল্লার পক্ষ থেকে মামলা করা হ'ল আদালতে। কিন্তু থানা পুলিশ আদালতে সবই তো ও শোষকদের সঙ্গে নানা সূত্রে আবদ্ধ। মামলা হ'ল ডিস্‌মিস্‌।

মামলায় জিতে হায়ওয়ান আলী আবু মোল্লার বাড়ীঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। তার কোনও প্রতিকার হ'ল না।

দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ'-এ তবুও তোরাপের মত একটি চরিত্র পাওয়া যায়, যে অত্যাচারী নর-পশুর সামনে রুখে দাঁড়িয়েছিল, 'কিন্তু 'চা-কর দর্পণ' এবং 'জমীদার দর্পণ'-এ এমন একটা চরিত্রও নেই। 'জমীদার দর্পণ' এ প্রজা জমীদারের অসহায় শিকার।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে সে যুগের এইটাই বাস্তব অবস্থা। ইংরেজ জজ সাহেবের সামনে ইংরেজ ডাক্তার [যারা ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অতি পরিচিত] বাইবেল ছুঁয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিচ্ছেন যে মেয়েটির মৃত্যু ঘটেছে পাশবিক অত্যাচারের ফলে এবং ডাক্তার রিপোর্টে স্ত্রী লোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত হয়েছে', 'গলার চর্মের নিচে রক্ত জমা' হয়েছে এ সব বলেও 'ব্রেণ ডিজিজে' তার মৃত্যু ঘটেছে বলে ঘোষণা করছেন এবং জজ্ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। অন্যদিকে জমীদারের হিন্দু দালাল নামাবলী গায়ে কৌপিন পরে 'সর্বাঙ্গে তিলক লেপে, তুলসীর মালা হাতে হরিনাম জপ করতে করতে' আবোল তাবোল মিথ্যা সাক্ষী দিচ্ছে এবং জজ সাহেব তা মেনে নিচ্ছেন। সর্বোপরি থানা পুলিশ সবই জমীদারের হাতে। এই অবস্থায় সুবিচার পাওয়ার আশা কোথায়? তাই আকুল কান্না ছাড়া গতি নেই এবং নাট্যকারের পক্ষে সেই ক্রন্দনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নট ও নটীর বেদনার্ত গান ['কবে পোহাইবে এই দুঃখ বিভাবরী'] দিয়ে নাটক শেষ করাই হয়তো স্বাভাবিক। নাট্যকার তাই ই করেছেন। নির্যাতিত প্রজার দুঃখে তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি আছে—নির্যাতন ও অত্যাচার দূর হোক এটাও তিনি চান, নটীর উক্তির মধ্যেও এই সহানুভূতি ও আশা প্রকাশিত ঃ

হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?

এই সঙ্গে ঐ নটীর উক্তির মাধ্যমেই প্রজার দুঃখ দুর্দশা দূর করবার যে পথ নাট্যকার নির্দেশ করেছেন সেটা তদানীন্তন ইতিহাসের রিপোর্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। কেউ বলতে পারেন যে এর মধ্যে নাট্যকারের নিজের শ্রেণী-চরিত্র [অর্থাৎ জমীদার শ্রেণীর চরিত্র] প্রকাশ পেয়েছে। যে সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তার ওপরে নিজের সমর্থকরূপে গড়ে তুলেছিল এই জমীদার শ্রেণীকে এবং যে জমীদার শ্রেণীর অনাচার ও অত্যাচারে কৃষক শ্রেণী নিষ্পেষিত, স্বভাবতই নাট্যকার

এই সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ও তার পক্ষপুটাশ্রিত অত্যাচারী জমীদার শ্রেণীর অবলুপ্তির কথা চিন্তা করতে পারেন নি। তিনি ঐ রাজশক্তির কাছেই আবেদন জানিয়েছেন প্রজার দুঃখ দূর করার জন্য :

"আরো বিজ্ঞাপিব শোক কাঁন্দি তাঁর কাছে
ঈশ্বর প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বারবার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।"

এক জায়গায় নয়, একাধিকবার নাট্যকার তদানীন্তন ভারত-ঈশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেছেন :

কাতরে ডাকি তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী!
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি

রক্ষা কর প্রজা কিঙ্করে বিনয়ে করি মিনতি। ... ইত্যাদি

জমীদার দর্পণ ও কৃষক বিদ্রোহ

নাট্যকার যখন তাঁর নাটকে প্রজার দুঃখ নিবারণের জন্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু কৃষকরা তাদের দুঃখ দূর করার জন্যে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে জমীদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন। সেই সময়ে সিরাজগঞ্জে যিনি সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন সেই P. Nolan তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টে [২৩ ৪.১৮৭৪] কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছেন—"আগে থেকেই কয়েকটি গ্রামের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে জমীদারের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি সত্ত্বেও সাফল্যের সঙ্গে জমীদারের অতিরিক্ত কর আদায় ও কবুলিয়ত আদায়ে বাধা আসছিল। তারা তাদের এই বীরত্বপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কাজের দ্বারা অন্য সব কৃষকের সম্মুখে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল যে, একতা ও দৃঢ়তা দ্বারা জমীদারের সব অবৈধ দাবী এবং উৎপীড়নে বাধা দান সম্ভব।"

একথা ঠিক যে পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত পাবনার কৃষক বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল ; তবে প্রজারা সেদিন যেটুকু অধিকার আদায় করেছিল তা ঐ সংঘবদ্ধ সংগ্রামের জন্যেই। এই কারণেই বলা চলে যে, নাট্যকার তৎকালীন ঐতিহাসিক স্পিরিট-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলেননি।

কৃষক বিদ্রোহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও ভাবে মদত দেবার চেষ্টা

নেই, কৃষকদের অসহায় অবস্থার করুণ চিত্র সম্বলিত এই 'জমীদার দর্পণ' নাটকটিকেও কিন্তু সে-যুগের শ্রেণীস্বার্থ সচেতন বুদ্ধিজীবীরা সহ্য করতে পারেন নি। কারণ নাটকটির রচনার সময় পাবনার কৃষক বিদ্রোহ চলছে। এঁরা তাই ভয় পেয়ে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' নাটকটির প্রচার বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে লিখছেন: "বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিত কামনা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এ সময়ে এ গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই আচরণে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ সমাজের মধ্যশ্রেণীর যে অংশ ভূমিস্বত্বের অধিকারী বা প্রধানত ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বঙ্কিমচন্দ্র সেই অংশের লোক। সুতরাং তাঁর পক্ষে কৃষক বিদ্রোহকে ভয় করারই কথা। এ বিষয়ে তিনি অনেক বেশী সচেতনও ছিলেন। তাই 'বঙ্গদেশের কৃষক' [দেশের শ্রীবৃদ্ধি] প্রবন্ধে স্বশ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন—"তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে?"

ভূমিস্বত্বের ওপরে নির্ভরশীল বুদ্ধিজীবী বঙ্কিম কতখানি শ্রেণীস্বার্থ-সচেতন ছিলেন এই উক্তি তার দৃষ্টান্ত। এই জন্যেই বঙ্কিম যে শ্রেণীর লোক সেই শ্রেণী যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগী, তাদের মূল ভিত্তিকে যে সংগ্রাম নাড়া দেয় তাকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি, তেমনি অত্যাচারিত ও শোষিত শ্রেণীর দুর্দশার কাহিনীও তাকে বেদনা দিত।

শুধু 'জমীদার দর্পণ' নয়, আমরা আগেই দেখেছি যে, 'নীল দর্পণকেও তাঁর পক্ষ সহ্য করা কঠিন হয়েছিল। নীল দর্পণের নিন্দাও তিনি করেছিলেন। তাই জমীদার দর্পণ কাহিনীকে যে শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে নিন্দা করবেন এতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

জমীদার দর্পণ একটি বাস্তব চিত্র

তিন অঙ্কের নাটক 'জমীদার দর্পণ' বাস্তব চিত্র হিসেবে নাটকটির মূল্য আছে। কিন্তু নাটকটি সার্থক ট্র্যাজেডি হতে পারে নি। একটি মাত্র বিষয়

নিয়ে নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানে সুন্দর ট্র্যাজেডি গড়ে তোলবার সুযোগ ছিল। কিন্তু নাট্যকার যেন কিছু সত্য বিবরণ সোজাসুজি উপস্থাপিত করার জন্য ব্যস্ত। তার ফলে নাট্য-সাহিত্যের রীতিনীতি অনুসরণের চেষ্টা করার অবকাশ পাননি। অত্যাচারিতদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির চেষ্টা এবং তাদের বিরুদ্ধে যারা চক্র গড়ে তুলেছে তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের তিনি চেষ্টা করেছেন।

জমীদার দর্পণে সরল কথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মুসলমান চরিত্রপ্রধান নাটক হওয়ায় কিছু কিছু ফারসী, আরবী শব্দ এসেছে। মাঝে মাঝে গুরুচণ্ডালি দোষ যে ঘটেনি তা নয় এবং শেষের দিকে ইংরেজী সংলাপ পর্যন্ত আছে। তবুও জমীদার দর্পণের ভাষা আধুনিক যুগে ব্যবহৃত কথ্য ভাষা—কোনও আঞ্চলিক ভাষা নয়।

চা-কর দর্পণ

'জমীদার দর্পণ'-এর দু'বছর পরে লেখা হয় চা-কর দর্পণ। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় একই বছরে (১৮৭৫-এ) দুখানি দর্পণ-নাটক রচনা করেন : চা-কর দর্পণ ও জেল দর্পণ।

নিঃসন্দেহে 'নীলদর্পণ' ও জমীদার দর্পণ'-এর মতো 'চা-কর দর্পণ'ও উদ্দেশ্যমূলক নাটক। অর্থাৎ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরাই নাটকগুলির উদ্দেশ্য। নীলকর, জমীদার এবং চা-করদের অত্যাচার বন্ধ হোক এবং এ সম্পর্কে জনমত গঠিত হোক নাট্যকারদের মনে এই উদ্দেশ্যও ছিল। কিন্তু যারা নাটকগুলিকে "পাপ প্রতিষেধক" রচনা বলে উল্লেখ করেছেন তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। কারণ এই নাটকগুলি লেখার ফলে জমীদারী প্রথা উঠে যায়নি, চা-বাগানের অত্যাচার বন্ধ হয়নি, এমন কি নীলের চাষও বন্ধ হয়নি। নীলচাষ কেন বন্ধ হলো তা আগেই বলেছি। জমীদারী প্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে উঠে গেছে জমীদার দর্পণ রচিত হবার প্রায় এক শত বছর পড়ে। চ-বাগান এখনও আছে, তবে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। এই সব কিছুর পরিবর্তনের মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের পথ আলোচ্য তিনটি দর্পণের একটাতেও দেখানো হয়নি।

নাট্যকার দক্ষিণাচরণ

'চা-কর দর্পণের' নাট্যকার দক্ষিণাচরণ সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।

কাব্য রচনার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়। ১৮৭১-এ তিনি

'সুললিত কাব্য' নামে তাঁর যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় দেশাত্মবোধক কাব্য হিসেবে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

দক্ষিণাচরণ কতকগুলি প্রহসনও রচনা করেন। তাঁর 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী' (১৮৭২) নামক প্রহসনে দত্তকপুত্র গ্রহণের ব্যর্থতা চিত্রিত হয়েছে। এই প্রহসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"প্রথম অঙ্কে কলিকাতার কোন বিখ্যাত ভদ্রসংসারের গ্লানি আছে।" (বঙ্গদর্শন, ১৩০০)। তাঁর 'ভণ্ড তপস্বী' (১৮৭৪) নামক প্রহসনে তারকেশ্বরের মোহান্ত এর অনাচারের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

দক্ষিণাচরণ জেলের কয়েদীদের অবস্থা নিয়ে রচনা করেন 'জেল দর্পণ'। এতে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার জেলের কয়েদীদের জীবন দেখানো হয়েছে এবং তার সঙ্গে সে যুগের অনৈক বেশ্যাসক্ত ভদ্রলোকেব কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণাচরণের নাটক ও প্রহসন, সবগুলিরই আখ্যানবস্তু বাস্তব ঘটনা থেকে আহৃত হয়েছে।

সেকালের চা-বাগান

নীল দর্পণের লেখক এবং জমীদার দর্পণের লেখক যেমন নীলবিদ্রোহ, প্রজাবিদ্রোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে নাটক লিখেছিলেন, চা-কর দর্পণের লেখকের বেলায় তা ঘটেনি। দক্ষিণাচরণের সামনে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোন নজির ছিল না। চা-কর দর্পণ লেখা হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। এর তের বছর পরে 'কুলি কাহিনী' বইটি লেখা হয়। বইটি প্রকাশ করেন জি সি হোম। লেখকের নাম পাওয়া যায় না। এরও অনেক দিন পরে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'চা-কুলির আত্মকাহিনী' (১৯০১-এ)। এই সব বইতে চা-বাগানের কুলিদের যে জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

চা-বাগানের কুলিরা প্রকৃতপক্ষে পশুর জীবন যাপনে বাধ্য হতো। বাগিচার মাঝখানে থাকতো কুলিদের থাকবার ঘর: দৈর্ঘ্যে ২২½ ফুট এবং প্রস্থে ১২ ফুট। ঘরে চারটি কামরা। প্রত্যেকটিতে দু'জন করে কুলির থাকবার ব্যবস্থা। ভিজে মেঝে, তাতে জোঁকের ভয়। তাই শোবার জন্যে বাঁশের মাচার ব্যবস্থা।

প্রত্যেক কামরার জন্য একটি মাটির হাঁড়ি বরাদ্দ ছিল। রান্নার জন্য জঙ্গল থেকে কাঠ নিজেদেরই সংগ্রহ করতে হতো। প্রত্যেককে এক সপ্তাহের জন্যে ৩½ সের চাল, তিন পোয়া ডাল, এক পোয়া লবণ, আধ পোয়া তেল,

এক ছটাক মশলা (ষোল ছটাকে এক সের, চার পোয়াতে এক সের এবং বর্তমানের এক কিলোগ্রাম—প্রায় ১ সের ৬ তোলা)। চালের দাম ছিল তখন প্রতি মণ ৩ টাকা (১ মণ—৮২ পাউণ্ড)। চা-কুলিরা প্রতি মাসে মাইনে পেতো পুরুষ ৫ টাকা এবং মেয়ে ৪ টাকা। এর মধ্য থেকে প্রত্যেককে চালের জন্যে দিতে হতো ২ টাকা ৮ আনা অর্থাৎ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। অন্যান্য জিনিসের জন্যে আরও কিছু। অর্থাৎ খাওয়ার খরচ মিটিয়ে দিয়ে তাদের হাতে অতি সামান্য পয়সাই অবশিষ্ট থাকতো।

কুলিদের পরিশ্রমটাও ছিল কী অমানুষিক! ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে হাজিরা লেখাতে হতো, কাজ শুরু হতো সাতটায়। সাতটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একটানা কাজ। তারপর বারোটা থেকে দুটো খাবার ছুটি। আবার দু'টো থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ।

কাজ করার জন্য কোদালী এবং ছুরি দেওয়া হতো। মাটি কোপানোর জন্যে কোদালী এবং চা পাতা ছাঁটার জন্যে ছুরি। প্রত্যেক পুরুষকে ৩০ নল লম্বা ও ২ নল প্রস্থ জমি কোপাতে হতো। ৮ হাতে এক নলের হিসেব ধরলে প্রত্যেক পুরুষকে প্রতি দিন ২৪০ হাত × ১৬ হাত জমি কোপাতে হতো। এই পরিমাণ জমি কোপাতে না পারলে তার রোজ পূরো হতো না, আধ রোজ বা সিকি রোজ ধরে নেওয়া হতো। মেয়েদের ক্ষেত্রে কোপানোর জন্যে নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ ছিল ২০ নল × ২ নল অর্থাৎ ১৬০ হাত × ১৬ হাত।

রোজ পূরো না হলে বেতন কাটা তো যেতোই তার সঙ্গে জুটতো বেত্রাঘাত। শুধু রোজ না পূরণ হবার জন্যে নয়, কথায় কথায় বেত্রাঘাত জুটতো। একটু অবাধ্য হলে কোনও কিছুর প্রতিবাদ করলে বেত্রাঘাত। অবশ্য যাদের সঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী থাকতো এবং চা-কর সাহেবরা নির্বিবাদে তাদের উপভোগ করতে পারতো, তারা বেত্রাঘাত থেকে রেহাই পেতো।

আজকের মতো সে যুগে চা-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ ইউনিয়ন গঠিত হয়নি। তাই সব কিছুই তারা মুখ গুঁজে সহ্য করতে বাধ্য হতো। তা ছাড়া তাদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটা বাইরে কেউ জানতে পারতো না। উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে **Hindoo Patriot,** সোমপ্রকাশ প্রভৃতি কাগজে চা-কুলিদের ওপর যে নির্যাতন চলছিল তার কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়। সাত ও আটের দশকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর প্রচেষ্টায় চা-কুলিদের বিষয় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৮-এ

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পর রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্যের জন্য আসামে যান। ১৮৮৬-এ ভারত সভার একাদশ বার্ষিক রিপোর্ট-এ জানা যায় যে, দ্বারকানাথ ভারত সভার প্রতিনিধি হিসেবে সমসাময়িক কালে আসামের চা কুলিদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলের জন্য চা-বাগান ভ্রমণ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় বলেও জানা যায়। তার ফলে হৈ চৈ হয়; আন্দোলন হয়। প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন এবং পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে চা-কুলিদের নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯০২-এ চা বাগানে চুক্তিবদ্ধ কুলি-প্রথার অবসান ঘটে। দক্ষিণাচরণের কৃতিত্ব এই যে, এ সবের অনেক আগেই তিনি নাটক লিখে চা-কুলিদের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন।

চা-বাগানগুলি ছিল Concentration Camp-এর মত। হিমালয়ের কোলে এবং তার পাদদেশে যোজন বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে শত শত চা-বাগান। এক একটি বাগানের পরিধি কয়েক শ' বর্গমাইল। এরই মধ্যে যখন বাইরে থেকে শ্রমিকেরা কাজ নিয়ে আসে, তখন তারা প্রকৃত পক্ষে আটক পড়ে যায় এক একটি Concentration Camp-এর মধ্যে। আজ তবুও এই সব শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের জগতের অনেকটা যোগাযোগ হয়েছে, কিন্তু প্রথম যুগে শ্রমিকেরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকতো। এই সব শ্রমিক বা কুলিদের ওপরে চা-করেরা অনায়াসে অত্যাচার চালাতো; এমন কি দু'চার জনকে গোপনে হত্যা করলেও তার কোনও প্রতিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাগানের মধ্যে কি ঘটছে বাইরে তা জানাই যেত না। এমন কি, রামকুমার বিদ্যারত্ন চা-কুলির ছদ্মবেশে চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ ক'রে 'সঞ্জীবনী'র তদানীন্তন সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগিতায় প্রকাশ করার আগে সেদিকে কারোরই দৃষ্টি পড়েনি।

পরবর্তীকালে চা-কুলিদের অবস্থার বিবরণ সম্বলিত আরও বই প্রকাশিত হয়েছে। এমনই একখানি বই দেওয়ান চমনলাল লিখিত **'Coolie, the story of Labour and Capital in India'**. এই বইতে চমনলাল লিখেছেন: "সাধারণ মানুষ কুলি-সংগ্রাহকদের বলে আড়কাঠি। যে মুহূর্ত থেকে কুলি এই সব চতুর সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে এবং যে পর্যন্ত নিজের বাড়ী থেকে বহু দূরে কবরের মধ্যে তার চির শান্তির ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত তার জীবন হচ্ছে একটানা দুঃখের কাহিনী।" চা-কর দর্পণ-এর লেখক আড়কাঠির সাহায্যে কুলি সংগ্রহের বিবরণ থেকে শুরু করে তাদের চরম

দুঃখের কাহিনী চিত্রিত করেছেন। চার অঙ্কের নাটক চা-কর দর্পণ। এটিও বাস্তব চিত্র। নাটকে যে চিত্র দেখান হয়েছে চা-বাগানে তা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। ১৮৮১-এ আসামের দারা জেলার মঙ্গলডিহি মহকুমার ১০৬০/ ৭৬০ কেস নম্বর থেকে জানা যায় যে, বনগলানী নামে এক কুলি-কামিনকে মিঃ রানৃবান নামে এক চা-কর সাহেব ধর্ষণ করে। তার আগে ঐ সাহেব কামিনের কোল থেকে তার ছেলেকে টেনে নিয়ে আছাড় মারে। তারপর তাকে জোর করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ কেস হয় এবং অনেক শ্বেতাঙ্গের মিথ্যা সাক্ষ্যে চা-কর সাহেব মুক্ত হয়।

সুতরাং সত্যতার দিক থেকে বিচার করলে নাটকটির মূল্য রয়েছে। আর একটি পরিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করায় নাটক সংহত হয়েছে বটে, কিন্তু শেষে নৃত্যকালীর মৃত্যু নাটকটাকে একেবারে মোলাড্রামায় পরিণত করেছে। এ নাটকেও নাটকীয় রীতিনীতির চেয়ে বিবরণ দানের ঝোঁকই বেশী থাকায় ভাল নাটক হতে পারেনি।

এই নাটকের ভাষাও বেশ সহজ, সরল কথ্যভাষা-নাটকের উপযোগী। কোনও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের ভাষার ক্ষেত্রে পার্থক্য রাখা হয়নি। শুধু ইউরোপীয় চরিত্রের সংলাপে ইংরেজী শব্দ আছে।

চা-কর দর্পণের বিষয়বস্তু

কিভাবে চা-বাগানের কুলি সংগ্রহ হয়, তার বাস্তব বিবরণ দানের মধ্য দিয়ে চা-কর দর্পণ নাটক শুরু হয়েছে: গত বছরের মত এবার অজন্মা হ'ল— চাষীর ঘরে খাবার নেই। কিন্তু জমিদারের খাজনা দিতেই হবে। মহা ভাবনায় পড়েছে গ্রামের চাষীরা। অন্যদিকে জমিদারের ওপরে এদের বিশ্বাস শিথিল হয়নি। তাই দেখা যায় বরদা নামক জনৈক চাষী বলছে - "আমাদেরও জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিনা নায়েব বেটা ভারি হারামজাদা।"

. নায়েব, গোমস্তা, পাইক-বরকন্দাজ—এরা সব জমিদারী ব্যবস্থার অঙ্গ — জমিদারী স্বার্থের এরা সংরক্ষক। তাই এরা খারাপ, জমিদার ভাল—এমন একটা ধারণা এই সংলাপ থেকে সৃষ্টি হতে পারে। এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা মারাত্মক; যদিও চাষীরা অনেক সময় সোজাসুজি জমিদারের সংস্পর্শে আসে না ব'লে এরূপ ধারণা তাদের মনে থাকতে পারে।

অবশ্য চাষীরা জমিদারের চরিত্র একেবারে বুঝতে পারে না, তা নয়। তারা জানে ঘরদোর বিক্রি ক'রে অন্যগ্রামে গিয়ে তাদের বাস করবারও

উপায় নেই—"তা হ'লে কি রক্ষা আছে, জমিদার তা হলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে"—বরদা। জমিদারের অসাধ্য কিছু নেই—থানা পুলিশ, সবই তার হাতের মুঠোয়। এ অবস্থায় কি করবে চাষীরা। গহনাগাটি যা কিছু ছিল বিক্রি হয়ে গেছে—এক লাঙল-গরু সম্বল। বরদা ভাইকে বাবুদের বাড়ী চাকরির পরামর্শ দিল। কিন্তু সারদার প্রশ্ন—"চাকরি ক'রে কি এতগুলি পরিবারকে খাওয়াতে পারবো ?"

কৃষকদের এইরূপ দুর্দশার মধ্যে দেখা পাওয়া গেল ডিপো-কণ্ট্রাক্টর কেশব এর সরকার হরিদাসের। সে কৃষকদের এই দুরবস্থার সুযোগে চাকরির টোপ ফেললো [কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ এই ভাবেই নেওয়া হতো]। সে জানালো ইচ্ছা করলে সে কাছাড়ে, শ্রীহট্টে চা-বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ দিতে পারে মেয়ে পুরুষ সবাইকে। চাকরির শর্তও লোভনীয় প্রত্যেকে মাসে দশ টাকা মাইনে, সঙ্গে খোরাক পোশাক। সে এটাও জানিয়ে দিল —"যত লোক আসুক আমরা সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিই।"

মানুষ ধরার কাজ এই হরিদাসের। এই শ্রেণীর লোককেই বলা হতো আড়কাঠি। লোককে ভুলিয়ে কোনও রকমে একবার চা-বাগানে নিয়ে ফেলতে পারলেই হ'লো। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে কার সাধ্য! সে যুগে যানবাহনের সুবিধা আজকের মত ছিল না। তারপর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে এক একটা বাগানে কুলিদের এমনভাবে আটকে রাখা হতো যে কিছুতেই তারা বাইরে আসতে পারতো না। 'চা-কর দর্পণ' যখন লেখা হয়, তার পরবর্তী কালে [১৯০১ খৃষ্টাব্দে] সরকার এক আইন পাশ করে; যার বলে চা-বাগিচার কোনও শ্রমিক কাজ করতে অস্বীকার করলে তাকে জেল পর্যন্ত দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

আড়কাঠির দল যখন কৃষকদের নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে সংগ্রহ করতো, তখন চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা তারা বুঝতে পারতো না। 'চা-কর দর্পণে'র কৃষকরাও কেশব-হরিদাসের বদান্যতার স্বরূপ বুঝতে পারে নি। তাই তাদের কত আশা "দশ বছরের ভিতর দেশে এসে ঘরবাড়ী করবো, জায়গা জমি কিনবো, মেলা গরু-লাঙল কিনবো। কিছুরই ভাবনা থাকবে না।"

এই আশা নিয়ে সারদা, বরদা, এবং তাদের স্ত্রী নৃত্যকালী, সরমা কলকাতায় এলো। এদের নাম রেজেষ্ট্রি করা হ'ল প্রথামত এবং পাঠানো হ'ল আসামে। নাম রেজেষ্ট্রি করবার সময় ডিপো-দর্শক ভোলানাথ এদের স্বপ্ন ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিল চা-বাগানের প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটন ক'রে

—"আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিন স্থানে চা-কর সাহেবদের চা-র বাগান আছে। এ দেশ থেকে কুলি ধ'রে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেট-ভাতায় রাখে। সময়ে সময়ে কিছু কিছু ক'রে দেয়। তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে খাটায়। যারা এদেশ থেকে যায় তাদের আর প্রায় আর কাউকে ফিরে আসতে হয় না।" ভোলানাথের কথা শুনে বিচলিত হয়েছিল সারদারা, কিন্তু নাম রেজেষ্ট্রি করা হয়ে গেছে—তখন আর ফেরার উপায় নেই।

চা-বাগানে পৌঁছেই সারদা-বরদারা সব টের পেয়েছিল। 'রোজ দশ সের পাতা তুলতে হবে'- সাহেবের দেওয়ান নিধুরামের হুকুম। যে মাইনের কথা বলা হয়েছিল [অর্থাৎ মাসে দশ টাকা], সেটাও ঠিক নয়। এদিকে পালাবার উপায় নেই—জাহাজ ভাড়ার টাকা কোথায়? বাধ্য হয়ে সব ব্যবস্থাই তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা জানতো না যে, শুধু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম নয়, আরও অনেক বেশী মূল্য দিতে হবে তাদের। সারদা ও বরদার অবর্তমানে একদিন নিধুরাম এসে নৃত্যকালী ও সরমাকে মজুরীর টাকা দিল এবং বকশিসের লোভ দেখিয়ে বিকেলে সাহেবদের বাংলোয় তাদের নিয়ে গেল। এইখানে ঘটলো নারীত্বের চরম অবমাননা—ধর্ষিতা হ'ল সরমা; ঘৃণায়, লজ্জায় তার মৃত্যু ঘটলো।

চা-কর সাহেব খারাপ হতে পারে; কিন্তু তখনও 'কোম্পানীর শাসনে'র ওপর বিশ্বাস আছে। তাই সারদা-বরদা চেষ্টা করেছিল আদালতে মামলা রুজু করার। তার আগেই সাহেব তাদের পাইক দিয়ে ধ'রে নিয়ে গিয়ে প্রহার করলো এবং সেই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিল—"থানা পুলিশ in my hand, তোমাকে যদি খুন করি; আমার কিছুই হবে না········ আমার সহিত ইন্‌সপেক্টর, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে। তারা মোর জাতি ভাই।"

এই উক্তির সত্যতা অনুধাবনে সারদা ও বরদার দেরী হয়নি। তাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল সাগর মধ্যস্থ জনমানবশূন্য এক দ্বীপে। এদিকে নৃত্যকালী নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য বঁটি দিয়ে গলদেশে আঘাত ক'রে আত্মহত্যা করলো।

চা-করদের অসহায় শিকার চা-কুলি

কৃষকগণের এইভাবে চা-করদের অসহায় শিকারে পরিণত হবার চিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। বিদেশী চা-কর সাহেবরা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে শুধু শোষণ নয়, কুলিদের ওপরে কী জঘন্য অত্যাচার করতো সেই অত্যাচারের

বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টির চেষ্টা নাট্যকার করেছেন। বরদার স্ত্রী সরমার ওপরে পাশবিক অত্যাচারের কৈফিয়ত স্বরূপ ম্যাকলিন সাহেব বলেছে—"তোর বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য civilised করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।" এই উক্তি দর্শকদের মনে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শুধু ঘৃণাই সৃষ্টি করে না, তাদের উত্তেজিতও করে। এই উক্তিতে বরদার শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠা উচিত ছিল; কিন্তু দেখা যায়, সে এই উক্তি শুনে কাঁদতে কাঁদতে সাহেবকে বলছে, -"আমি তোমার নামে থানায় নালিশ করবো। তুমি জান না এ কোম্পানির মুল্লুক ?"

নাটকটি শেষও হয়েছে পাগলবেশী নৃত্যকালীর বক্তৃতা এবং পরে তার আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। সরমার ধর্ষণ ও মৃত্যু সম্পর্কে নৃত্যকালী বলছে —"এমন দশা হলো কেন ? বোধ করি আর জন্মে সে কোন পতিব্রতা সতীর পতি কেড়ে নিয়েছিল, এ জন্যে সে এ জন্মে অকালে প্রাণ হারালো।" নৃত্যকালীর বক্তৃতায়ও প্রচ্ছন্নভাবে বৃটিশ জাতির মহানুভবতার কথাও আছে - "শুনেছিলাম যে সাহেবরা বড় দয়ার জাতি, এঁরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না—।" ব্যক্তিগতভাবে কিছু চা-কর খারাপ—এই ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস আছে এই উক্তিতে। একটা সাম্রাজ্যবাদী শাসন তার সমস্ত মারণ উচাটনের যন্ত্র নিয়ে এ দেশবাসীর ওপরে চেপে বসেছে; তার উচ্ছেদ ছাড়া বাঁচবার পথ নেই—এই সত্য তুলে ধরবার কোনও চেষ্টা নাটকে নেই।

এ কথা ঠিক যে চা-কুলিদের বিদ্রোহের কোনও নজীর নাট্যকারের সামনে ছিল না। কারণ চা-শ্রমিকেরা প্রথম মাথা তোলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, যখন তারা দলবদ্ধভাবে মুক্তির আশায় বেরিয়ে এসেছিল এবং পথে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের মোকাবিলা করেছিল। এই অধিনিষ্ক্রমণ [exodus] প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ। এই ঘটনা 'চা-কর দর্পণে'র লেখকের সামনে থাকার কথা নয়—কিন্তু বাংলা দেশের কৃষক সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তাঁর সামনেই ছিল এবং তাঁর বই লেখার দু'বছর আগেই পাবনা জেলার কৃষক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই দিক থেকে অনুপ্রাণিত না হ'য়ে চা-কুলিদের জীবনের শুধু অশ্রুসজল কাহিনী নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তাঁর নাটকে।

১-৪-৭৮　　—প্রভাতকুমার গোস্বামী

নীলদর্পণম্

নাটকম্

ঢাকা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১৮৬০ খৃষ্টাব্দ

নীলদর্পণম্

নাটকম্

নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ
কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

গোলকচন্দ্র বসু

নবীনমাধব } বিন্দুমাধব	...	...	গোলকচন্দ্র বসুর পুত্রদ্বয়
সাধুচরণ	..	..	প্রতিবাসী রাইয়ত
রাইচরণ	...		সাধুর ভ্রাতা
তোরাপ	..	..	মাতব্বর রাইয়ত
গোপীনাথ বসু	...	...	দেওয়ান
আই আই উড } পি পি রোগ	..	.	নীলকরদ্বয়

আমীন, খালাসী, তাইদ্গীর, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা, মোক্তার, ডেপুটি ইনস্পেক্টর অধ্যাপক, জেলদারোগা, ডাক্তার, গোপ, কবিরাজ, পণ্ডিত, চারিজন শিশু, লাঠিয়াল, রাখাল।

নারীগণ

সাবিত্রী	...	...	গোলকের স্ত্রী
সৈরিন্ধ্রী	...	...	নবীনের স্ত্রী
সরলতা	...	...	বিন্দুমাধবের স্ত্রী
রেবতী	...	...	সাধুচরণের স্ত্রী
ক্ষেত্রমণি	...	...	সাধুর কন্যা
আদুরী	...	...	গোলক বসুর বাড়ীর দাসী
পদী	...	...	ময়রাণী

ভূমিকা

নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ-রক্ষা হয়। হে নীলকরগণ! তোমাদের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অকলঙ্ক ইংরাজকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে, তোমরা অকিঞ্চিৎ-কর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহু-কালার্জ্জিত বিমল যশস্তামরসে কীট-স্বরূপ ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে তোমরা যে সাতিশয়, অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থলাভ করিতেছে, তাহা পরিহার কর; তাহা হইলে অনাথ প্রজারা সপরিবারে অনায়াসে কলাতিপাত করিতে পারিবে। তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ; কেবল ধনলোভ-পরতন্ত্র হইয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক। তোমরা কহিয়া থাক যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাদানে অর্থবিতরণ করিয়া থাকেন এবং সুযোগক্রমে ঔষধ দেন; এ কথা যদিও সত্য হয়, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাদান পয়স্বিনী ধেনু-বধে পাদুকাদানাপেক্ষাও ঘৃণিত এবং ঔষধবিতরণ কালকূটকুম্ভে ক্ষীর ব্যবধান মাত্র। শ্যামচাঁদ আঘাত-উপরে কিঞ্চিৎ টার্পিন তৈল দিলেই যদি ডিস্পেন্সরি করা হয়, তবে তোমাদের প্রত্যেক কুঠিতে ঔষধালয় আছে, বলিতে হইবে। দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয়[১] তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর কোন লোক যেমত বিবেচনা করুক, তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না; যেহেতু, তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণশক্তি! ত্রিংশৎমুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুকে করাল পাইলেট-করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদকযুগল সহস্র মুদ্রালোভপরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ।" প্রজাবৃন্দের সুখসূর্য্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দাসী দ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া

অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী[2] ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তনপান করাইতেছেন। সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং[3] মহোদয় গভর্ণর জেনারেল হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পরায়ণ গ্রাণ্ট[4] মহামতি লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ ইডেন, হার্সেল প্রভৃতি রাজকার্য্য পরিচালকগণ শতদলস্বরূপে সিভিল সার্ভিস সরোবরে বিকসিত হইতেছেন। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর-দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্টনিবারণার্থে উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সুবিচাররূপ সুদর্শন-চক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

১. দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদকদ্বয় বলতে Bengal Hurkaru (হরকরা) এবং Englishman পত্রিকা দুটির সম্পাদকদের বোঝাচ্ছে। Hurkaru প্রথমে ১৭৯৩-এ সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৮১৯-এ এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮৩০-এ John Bull পত্রিকা বিক্রয় হয়ে যাবার পর সেটা Englishman নামে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি পত্রিকা নীলকরদের সমর্থন করতো।

২. মহারাণী—ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ একটি বণিক-সভার (ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী) হাতে ভারত শাসনের ভার রাখা সমীচীন মনে করলেন না। ১৮৫৮-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজহস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

৩. ১৮৫৬-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ডালহৌসীর জায়গায় ভাইকাউণ্ট ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) বড়লাট হয়ে আসেন। তাঁর শাসন-কালেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। যাঁকে নাট্যকার 'উদার চারিত্র' বলছেন সেই ক্যানিং কি বর্বর উপায়ে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা এদেশে তখনও অজ্ঞাত ছিল না, এখনও অজ্ঞাত নেই।

৪. গ্রাণ্ট—স্যারজন পিটার গ্রাণ্ট ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত বঙ্গদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ছিলেন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক।

(গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন)

সাধু। আমি তখনই বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসি হ'লে খাটে।

গোলোক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্ত্তারা যে জমাজমি ক'রে গিয়েছেন, তাতে কখনও পরের চাকরী স্বীকার কত্তে হয়নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে আর পূজার খরচ কুলায়; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ষাট সত্তর টাকার বিক্রী হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরই ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাছ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কেই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও[১] যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয়নি সাহেব পত্তনি[২] নিয়েছে। এর মধ্যে গাঁ-খান ছারখার ক'রে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না,—আহা! কি ছিল, কি হয়েছে! তিন বৎসর আগে দু'বেলায় ষাটখানি পাত্ পড়তো, দশখান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও[৩] চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠ—আহা! যখন আস ধানের[৪] পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দন-বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন গোয়াল সারাতে না পারায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করেনি ব'লে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধ'রে সাহেবটা আর বৎসর কি মারটিই মেরেছিল। উহাদের খালাস ক'রে আনতে কত কষ্ট; হাল-গোরু বিক্রী হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু গাঁয় আর বাস করবো না। বড় ঘোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা নীলের জমিতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে।—কর্ত্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এইবারে মান যাবে।

গোলোক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাষ দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হ'লো! আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্ব্বে মাঠের ধানী জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুঠির জল খাওয়াইবে?[৫]

সাধু। বড়বাবু না কুঠি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায়[৬] লয়ে গিয়েছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস! সেদিন সাহেব বল্লে, "যদি তুমি আমীন-খালসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ী উঠাইয়ে বেত্রাবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমারে কুঠির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড় বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের পঞ্চাশ বিঘা নীলের দাম চুকিয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার!"

গোলোক। তা না ব'লেই বা করে কি। দেখ দেখি, পঞ্চাশ বিঘা ধান হ'লে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো? তাই যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট-নিবারণ হয়।

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

কি বাবা, কি ক'রে এলে?

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা ক'রে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন, পঞ্চাশ টাকা লইয়া ষাট বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলোক। ষাট বিঘা নীল কত্তে হ'লে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না। অন্ন বিনাই মারা যেতো হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, "সাহেব, আমাদিগকে, লোকজন, লাঙ্গল, গোরু, সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সংবৎসরের

আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না।" তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বকতি নেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা করবেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়াইয়া) কর্ত্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হ'লে হাঁড়ি শিকেয় উঠবে। আমি আসি কর্ত্তা মহাশয় অবধান,[৭] বড় বাবু নমস্কার করি গো। (সাধুচরণের প্রস্থান।)

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার কত্তে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ী।

(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমীন সুমুন্দি[৮] য্যান বাগ,[৯] যে রোক্[১০] ক'রে মোর দিকে আসছিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে[১১]। শালা কোনমতেই শোনলে না, জোর করিই দাগ মারলে[১২]। সাঁপোল-তলার পাঁচ কুড়ো[১৩] ভূঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগছেলেরে খাওয়াব কি? কাঁদা-কাটি ক'রে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে, তবে মোরা কাজেই গ্যাশ ছাড়ে যাব।

(ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

দাদা বাড়ী এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ী গিয়েচে, আলেন, আর দেরী নাই। কাকীমারে ডাকতি যাবা না? তুমি বকচো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাথা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গ্যাল।—সুমুন্দিরি য়্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতি শোনলে না।

(ক্ষেত্রমণির প্রস্থান এবং সাধুচরণের প্রবেশ)

সাধু। রাইচরণ, তুই এত সকালে যে বাড়ী এলি ?

রাই। দাদা, আমীন শালা সাঁপোল-তলার জমিতে দাগ মেরেছে। খাব কি, বচেছার যাবে কেমন ক'রে ? আহা, জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি—ছ্যালেপিলে খাবে কি ? এতডা পরিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে! ও মা! রাত পোয়ালি যে দু'কাটা[১৪] চালির খরচ ; না খাতি[১৫] পেয়ে মরবো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়া কপাল! গোড্ডার[১৬] নীলি কল্লে কি!—আঁা! —আঁা!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসায় থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে করবো কি ? আর যে দুই এক বিঘা নোনা[১৭] ফেলা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারকিতই[১৮] বা কখন করবো ? তুই কাঁদিস নে, কাল হাল্ গরু বেচে গার মুখে ঝাঁটা মেরে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পালিয়ে যাব।

ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ।

জল খা, জল খা, ভয় কি ? "জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে।" তা তুই আমীনকে কি ব'লে এলি ?

রাই। মুই বলবো কি—জমিতি দাগ মারতি লাগলো, মোর বুকি য্যান বিদেকাটি[১৯] পুড়িয়ে দিতি লাগলো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতি চালাম ; তা কিছুই শুনলো না। বলে, "যা তোর বড় বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা!" মুই ফোজদুরি করবো ব'লে শেসিয়ে[২০] এইচি। (আমীনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাখ্ শালা আসচে, প্যায়দা সঙ্গে ক'রে এনেচে, কুঠি ধ'রে নিয়ে যাবে।

(আমীন এবং দুই জন পেয়াদার প্রবেশ)

আমীন। বাঁধ, রেয়ে শালাকে বাঁধ!

(পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন)

রেবতী। ও মা, ই কি, হ্যাগা, বাঁদো ক্যান্ ? কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! (সাধুর প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে ছাকচো কি ? বাবুদের বাড়ী যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো।

আমীন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন

লওয়া রেয়ের কর্ম্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখাপড়া জানিস, তোরে খাতায় দস্তখৎ ক'রে দিয়ে আসতে হবে।

সাধু। আমীন মহাশয়, একে কি নীলের দাদন বলো?—নীলের গাদন বল্লে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে যে আছ, যে ঘার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা "হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।"

আমীন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এ ছুঁড়ী তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে। আপনার বুন দিয়ে বড় পেস্কারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব! তবে মালটা ভাল—দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা, তুই ঘরের মধ্যে যা। (ক্ষেত্রমণির প্রস্থান।

আমীন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুঠি চল্।

(সাধু যাইতে অগ্রসর হইল।)

রেবতী। ও যে এট্টু জল খাতি চায়েলো; ও আমীন মশাই, তোমার কি মাগছেলে নাই! কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট? ও মা, ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি[২১] যাবে কেমন ক'রে?—অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্‌ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।—আহা, আহা, মাগছেলের জন্তেই কাতর, এখনো চকি জল পড়চে, মুখ শুইকে গেছে—কি করবো; কি পোড়া দেশে আলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায় হায়, ধনে প্রাণে মলাম। (ক্রন্দন)

আমীন। আরে মাগি, তোর নাকি স্বর এখন রাখ্, জল দিতে হয় তো দে, নয় অমনি নিয়ে যাই।

(রাইচরণের জলপান এবং সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুঠি—বড় বাংলার বারেন্দা।

(আই, আই, উড্ সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ)

গোপী। হুজুর আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্রি দুই প্রহরও হয়, কোনদিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা না-লায়েক[২২] আছে। স্বরপুর, শ্যামনগর, শান্তিঘাটা —এ তিন গাঁয়ে কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ[২৩] বেগোর[২৪] তোম্ দোরস্ত[২৫] হোগা নেই।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনি অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুঠির কতকগুলি প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন ক'রে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, শড়কীওয়ালা, আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান, শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো।—তুমি দেখনি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি; জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতিকা বাত্ হাম্ কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লাক্কিছাড়া, আমারে কিছু বলিনি;— তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েটকা[২৬] হায় নেই বাবা—তোম্‌কো জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম এক আদ্‌মি ক্যাওটকো[২৭] এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যদিও বান্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্য্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙ্গে নীল করিবার জন্য এবং গোলক বোসের সাত পুরুষে লাখেরাজ 'বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি, চামারেও পারে না; ,তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করেও যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুকিয়ে চায়;—ওস্‌কো হাম্ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত করকে রাখ;—বাঞ্চৎ বড় মামলা-বাজ, হাম দেখে গা, শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।[২৮]

গোপী। ধর্ম্মাবতার, ঐ একজন কুঠির প্রধান শত্রু। পলাশপুর-জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকীল-মোক্তারদিগের এমন শলা পরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। ঐ বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করেছিলাম, "নবীনবাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, গরীব প্রজাগণের রক্ষাতে

দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব ; আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরী হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি ঘোটাঘোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছে, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোমসে কাম হোগা নেই।

গোপী। হুজুর ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন? যখন এ পদবীতে পদার্পণ করেছি, তখন ভয় লজ্জা, সরম, মান, মর্য্যাদার মাথা খাইয়াছি। গো-হত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘরজ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা তো শিরে ক'রে ব'সে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে। আমি কাজ চাই।

(সাধুচরণ, রাইচরণ, আমীন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ)

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন ?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত ; কিন্তু নবীন বোসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্ম্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই। ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি, নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে ; আধ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গল রাখি, আবাদ হদ্দ বিশ বিঘা, তার মধ্যে যদি নয় বিঘা নীলে গ্রাস করে, তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি ?

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড় বাবুর গুদামে কয়েদ ক'রে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজী মহাশয়, মড়ার উপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন? আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ করবো ? প্রবল-প্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ্, চাষার মুখে ভাল শুনায় না ; গায় যেন ঝাঁটার বাড়ী মারে।

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমীন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন, 'প্রতাপশালী।'

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদর নায়েব।···ধর্ম্মাবতার, পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাষা লোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমীন। বেটা মোকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি বিশ বিঘার নয় বিঘা নীল করিতে বলেছে, তবে তুমি কেন আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না?

গোপী। ধর্ম্মাবতার, যে লোকসান জমি প'ড়ে আছে, তাহা হইতে নয় বিঘা কেন, বিশ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। (প্রকাশ্যে) হুজুর যে নয় বিঘা নীলের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটীর লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার[২৯] দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর নয় বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চারগুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে; সুতরাং যদি ও নয় বিঘা আমার চাষ দিতে হয়, তবে বাকী এগার বিঘাই আমার পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাষ দিতে হবে আমি; শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতো প্রহার) শ্যামচাঁদকা সাৎ মুলাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেওয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে[৩০], ন্যাকে দে। ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারাদিনডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খ্যাত্তিও পালাম না।

আমীন। কৈ শালা, ফৌজদারী করলিনে? (কানমলন)

রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মা গো! মা গো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো। শ্যামচাঁদাঘাত)

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

রাই। বড় বাবু! মলাম গো! জল খাবো গো! মেরে ফেল্লে গো!

নবীন। ধর্ম্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই, আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখনও বাসিমুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে

রাইয়ত সমুদয় বিনাশ করিয়া ফেলেন, তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে চার বিঘা নীল দিয়াছে, যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন[৩১] চাপাইয়া ফেরার করেন, তবে আপনারই লোক্সান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দিন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন, সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেও। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক আছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি, তা বল্? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ভাল চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ, আমীন মহাশয় আর যে কয়খানা ভাল জমি ছিল, তাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, বিনা দাদনে নীল ক'রে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে—হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান—(শ্যামচাঁদ প্রহার)

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ করিয়া) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন? আহা, উহার বাড়ীতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা। উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে; সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে?

উড। চোপরাও শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর! এ আর অমর-নগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নয় যে, কথায় কথায় নালিশ করবি, আর কুঠীর লোক ধ'রে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট, তোমার মৃত্যু হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ষাট বিগঘা দাদন লিখিয়া দিবি, তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘনিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবি! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই।—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি? আপনি বাড়ী যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। (নবীনমাধবের প্রস্থান।)

উড। গোলামকি গোলাম!—দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও। (উডের প্রস্থান।)

গোপী। চল্ সাধু, দপ্তরখানায় চল্। সাহেব কি কথায় ভোলে?

বাড়াভাতে ছাই তব বাড়াভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান।

সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ী বিনাইতে নিযুক্ত)

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ী একগাছিও হয়নি ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বোয়ের নাম ক'রে যা করি, তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট করেছি, কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন এক ঢাল চুল, তেমনি দড়ী হয়েছে। আহা, চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ। মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোক বলে, "যাকে যায় দেখতে পারে না।" আমি তো আর কিছুই দেখিনে! ছোট বোয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়িয়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন, ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

(শিকা হস্তে সরলতার প্রবেশ)

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি আমি শিকের তলাটি বুনতে পেরেছি কি না?—হয়নি?

সৈরি। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন, এইখানটি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার শিকে দে'খে বুনছিলাম।

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সূতা ফুরিয়ে গিয়েছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্য্যন্ত তর সইল না; তোমার বোন সকলি তাড়াতাড়ি—বলে—

"বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হ'লে রইতে নারি।"

সর। বাহবা। আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকরুণ গেল হাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখবেন, সেই সময় পাঁচ রঙের সূতার কথা লিখে দিতে বলবো।

সর। দিদি, এ মাসের আর ক দিন আছে গা?

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্ধ হ'লে বাড়ী আসবার কথা আছে,—তাই তুমি দিন গুণচো। আর বোন্, মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করিনি।—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র। কি মধুমাখা কথা। ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিঠিগুলিন পড়েন, যেন অমৃত-বর্ষণ হইতে থাকে। দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখনো দেখি নি। দাদার বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখানি পাঁচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো, তেমনি ছোট বউ। —(সরলতার গাল টিপিয়া) সরলতা তো সরলতা।—আমি কি তামাক-পোড়ার কৌটা আনি নি? যেমন একদণ্ড তামাক-পোড়া নইলে বাঁচিনে, তেমনি কৌটাটা যেন আগে ভুলে এসেছি!

(আদুরীর প্রবেশ)

ও আদর, তামাকপোড়ার কৌটাটা আন্ না দিদি!

আদুরী। মুই এ্যাকন কনে খুঁজে মরবো?[৩২]

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠতে ডাননিকে চাতালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে[৩৩] মোইখান[৩৪] আনি, তা নলি চালে ওট্‌বো কেমন ক'রে?

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাক্‌রুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে, জানিস্ নে, তুই ডান[৩৫] বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান্? মোগার কপালের দোষ, গরীব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো, আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মাঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুই কি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া,) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল[৩৬] শুনবো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

আদুরী। সেই সাগর[৩৭] নাড়ের বিয়ে[৩৮] দেয়, ছ্যা!—নাকি দুটো দল হয়েচে, মুই আজাদের[৩৯] দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভালবাসতো?

আদুরী। ছোট হালদার্ণি, সে থ্যাদের কথা আর তুলিস নে। মিঁনষের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুক্‌রে কেঁদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভালবাসতো মোরে বাউ[৪৪] দিতি চেয়েলো—

পুঁইচে কি এত ভারী রে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারী।

মনের মত হলি পরে, বাউ পরাতি পারি।

দ্যাখ দিনি, খাটে কি না। মোরে ঘুমতি দিত না, ঝিমুলি বলতো "ও পরাণ, ঘুমুলে?"

সর। তুই ভাতাতের নাম ধ'রে ডাক্‌তিস্?

আদুরী। ছি! ছি! ছি! ভাতার যে গুরুনোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি ব'লে ডাক্‌তিস্?

আদুরী। মুই বলতাম, হ্যাদে ওয়ো, শোন্‌চো? (সৈরিন্ধ্রীর পুনঃপ্রবেশ)

সৈরি। আবাব পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌ষের কথা সুদুচ্ছেন, তাই মুই বলতি নেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বোয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিষ থাকতে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্ছে। (রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ) আয়, ঘোষ-দিদি আয়, তোকে আজ ক'দিন ডেকে পাঠাচ্ছি, তা তোর আর বার হয় না—ছোট বউ, এই নাও তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক'দিন আমারে পাগল করেছে বলে—দিদি, ঘোষেদের ক্ষেত্র শ্বশুড়বাড়ী হ'তে এসেছে, তা আমাদের বাড়ী এলো না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এমনি কেরপা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকী মাদ্দের পরণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সৈরি। জন্মায়তী হও, পাকা চুলে সিঁদুর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে ক'রে শ্বশুরবাড়ী যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্ণির মুখি খোই ফুটতি থাকে, মেয়েডা গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই, ষেটের বাছা।—আদুরী, যা ঠাকুরুণকে ডেকে আন্ গে। (আদুরীর প্রস্থান)।

পোড়াকপালী কি বলিতে কি বলে, তা কিছু বোঝে না।—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পরকাশ করিচি? মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন ক'রে জানবো? তোমরা আপনার জন, তাই বলি,—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পূরি নি, ও এখনি পেট ডাগর হয়েছে কি না তাই দেখছে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর খাপা হয়েলো, ঠাকুরুণিরি বল্লে, ঝাপটা কাটা কসবীদের[৪১] আর বড়নোকের মেয়েগার সাজে, মুই শুনে নজ্জায় মরে গ্যালম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি, কাপড়গুণো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো। (আদুরীর পুনঃপ্রবেশ)।

সর। (দাঁড়াইয়া) আয় আদুরী, ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়ীই আসুক। হা, হা, হা! (সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।)

সৈরি। (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা।—ঠাকুরুণ কৈ লো? (সাবিত্রীর প্রবেশ) এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইছিস, তোর মেয়ে এনেচিস, বেশ করেচিস্—বিপিন আবদার নিচ্‌লো, তাকে শান্ত ক'রে বাইরে দিয়ে এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ, পরণাম করি।—ক্ষেত্র, তোর দিদিমারে পরণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও, (নেপথ্যে, কাসি)—বড় বোউমা, ঘরে বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে, না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—

(নেপথ্যে) "আদুরী"—মা, যাও গো, জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী দেখ, তোরে ডাকচেন।

আদুরী। ডাক্‌চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ারমুখ! ঘোষদিদি, আর একদিন আসিস্।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, আর তো এখানে কেউ নেই,—মুই তো আপদে পড়িচি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম! রাম! ও নচ্ছার বেটীকেও কেউ বাড়ী আসতে দেয়,—বেটীর আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।[৪২]

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মরদেরা ক্ষ্যাতে খামাবে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি, আর হাট বল্লিই বা কি;—গস্তানি[৪৩] বিটী বলে কি মা, মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওটচে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোটসাহেব ঘোড়া চাপে যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে একটার কুটির কামরাঙ্গার[৪৪] ঘরে যাতি বলেচে।

আদুরী। থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাজির[৪৫] গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো! থু! থু! প্যাজির গোন্দো! মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি, প্যাজির গোন্দো সইতে পারি নে—থু! থু! গোন্দো! প্যাজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গরীবের ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম ক'বে দেবে, পোড়া কপাল টাকার। ধর্ম্ম কি ব্যাচবার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বলবো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলে মেয়ে নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে ওটচে।

আদুরী। মা গো, যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ক্যাবা মারে। দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তো কখনই যাতি পারবো না। থু! থু! থু! গোন্দো, প্যাজির গোন্দো!

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিস, তবে নেটেলা[৪৬] দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুলুক আর কি! —ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?

রেবতী। মা, চাষার ঘরে সব পারে। মেয়েনোক ধরে, মরদদের কয়েদ করে, নীলদাদনে এ কল্লি পারে, নজোরে ধল্লি ও কত্তি পারে না? মা, জানো না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাইনি ব'লে ওদের মেজো বোউরি ঘর ভেঙ্গে ধ'য়ে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে য়্যাকিই[৪৭] নীলির ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখবে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বলবার আবশ্যক নেই।—কি সর্ব্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে। তবে যে বলে, সহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে; তা এরা কি সাহেব, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা ব'লে গ্যালো, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন নি,—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে নাকি কুটেল[৪৮] সাহেবেরা ম্যাচেরটক্[৪৯] সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে যাকে তাকে ছ মাস ম্যাদ[৫০] দিতি পারে। তা কর্ত্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যাল্‌বার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বলে গ্যালো, তা কি আমি বুঝতে পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল[৫১] হয় না—

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেবিয়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি মাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড্‌ডো শোনে।

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিচি, নজ্জাও নেই, সরমও নেই,—জ্যালার[৫২] হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গাপাকড়ি,[৫৩] তেরোনাল[৫৪] ফিরতি থাকে,—মা গো, নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়,—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়োলো। বউ মানৃষি ঘোড়া চাপে,—কেশের কাকী ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেসে কথা কয়েলো, তাই লোক কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগি কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি,—তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ, তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলু বাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাঁজ জ্বলবে। (রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রস্থান)

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না?

(সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ)

আদুরী। এই যে ধোপবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন)

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল না, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী।-(পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হঁ্যাগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই, তুমি কি এক জায়গায় এক দণ্ড স্থির হয়ে ব'সে থাকতে পার না; এমন পাগলীর পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল।—কাপড়ভায় ফালা দিলে কেমন ক'রে? তবে বোধ করি, গায়েও ছড় গিয়েছে। আহা মা'র আমার রক্তকমলের মত রঙ, একটু ছড় লেগেছে, যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা, আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন ক'রে যাওয়া আসা করো না।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। আয় ছোট বউ, ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, তুই যায়ে এইবেলা বেলা থাকতে থাকতে গা ধুয়ে এসো।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘর। তোরাপ ও আর চারিজন রাইয়ত উপবিষ্ট।

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না;—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগেচি, ঝে বড় বাবু হাল-গোরু বাঁচিয়ে নে ব্যাড়াচ্ছে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপকে কয়েদ ক'রে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না, জান্ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্ থাকবে না,[১] শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি[২] কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর নুণ খাইনি; করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে উটেলো, ত্যাগদিনি[৩] য়্যাকন তবাদি[৪] অক্ত[৫] ঝোজানি দিয়ে পড়চে[৬]; গোডার পা যেন বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের[৭] খোচা;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) ভুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে, নৌ[৮] দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওটচে। উঃ, কি বলবো, সুমুন্দিরি য়্যাকবার ভাতারমারির মাটে[৯] পাই, এমনি থাপ্‌পোড়[১০] ঝাঁকি, সুমুন্দির চাবালিডে[১১] আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি, জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, তা বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোরলে ক্যান্। —তানার সেমনতনের[১২] দিন ঘুনিয়ে এসতেচে, ভেবেলাম, এই হিড়িকে খাটে কিছু পুঁজি করবো, ক'রে সেমনতনের সমে[১৩] পাঁচ কুটুম্বর খবর নেব, তা গুদোমে পাঁচদিন পচতি নেগেচি, আবার ঠ্যালবে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই য়্যাকবার গিয়েলাম,—ঐ যে ভবানীপুরীর কুটী, যে কুটীর সাহেবডারে সকলে ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে য়্যাকবার ফোজ্‌দী ভুরিত্তি ঠেলেলো। মুই সেবের কেচরির ভেতর অনেক তামাসা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক সাহেব যেই হ্বাল মেরেচে, ভুই সুমুন্দি মোক্তার এমনি র র করে য়্যাসচে, হেড়াহেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম, ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুড়ো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো।[১৪]

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সুমুন্দি যদি ঐ সুমুন্দির মত হতো, তা হলি সুমুন্দিগার এত বদনাম নটতো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাঁচিনে গাঁ।

ভাল ভাল ক'রে গেলাম কেলোর মার কাছে।

কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে॥

এব্‌রে ও সুমুন্দির ইক্‌সুল[১৫] করা বেইরে গেছে, সুমুন্দির গুদোমতে সাতটা রেয়েত বেইরেছে। য়্যাকটা নিচু ছেলে। সুমুন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরলে। সুমুন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি নেগেচে,[১৬] বাবা!

তোরাপ। সুমুন্দিরে ভাল মানুষ পালি খাতি আসে, মাচেরটক সাহেব-ডারে গাংপার[১৭] করবার কোমেট[১৮] কত্তি নেগেচে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক, না ও জেলার, মাচেরটকের দোষ পালে কি, তাও তো বুঝতে পাচ্চিনে।

তোরাপ। কুটী খাতি যাইনি। হাকিমডেরে গাঁতবার[১৯] জক্তি খানা

পেকিয়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেলিয়ে র'লো, খাতি গেল না। ওডা বড় নোকের ছাবাল,[20] নীল মামদোর[21] বাড়ী যাবে ক্যান ? মুই ওর অন্তেরা[22] পেইচি, এ স্মুন্দিরে বেলাতের ছোট নোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল[23] সাহেব কুটী কুটী আইবুড়ো ভাত[24] খেয়ে বেড়িয়েলো ক্যামন ক'রে ? দেখিস নি, স্মুন্দিরে গোঁট বেঁদে,তানারে বর সেজিয়ে মোদের কুটীতে এনেলো ?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলের ভাগ নিতি পারে ? তিনি নাম কিনতি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহবডারে যদি খোদা বেঁচিয়ে রাকে, মোরা প্যাটের ভাত ক'রে খাতি পারবো, আর স্মুন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না -

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলাম, মামদো ভূতি পালি নাকি ঝকোত্তে ছাড়ে না ? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির[25] ভাইরি আনেচে ক্যান্ ? মান্নির ভাই নচা কথা[26] সোমোজ[27] কত্তি পারে না। সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁ ছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

"ব্যারাল চোকা হাঁদা হেম্‌দো।
নীলকুটীর নীল মেম্‌দো॥"

বচোরদ্দি নানা কবি নচতি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে, শুনিস নি ?

"জ্বাত মাল্লে পাদরী ধরে।
ভাত মাল্লে নীল-বাঁদরে॥"

তোরাপ। এওল নচন নচেচে ! "জাত মাল্লে" কি ?

দ্বিতীয়। "জাত মাল্লে পাদরী ধরে।
ভাত মাল্লে নীল-বাঁদরে॥'

চতুর্থ। হা ! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে, তা কিছুই জানতি পালাম না। মুই হলাম ভিনগার রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বোস মশার সলায় প'ড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম ? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো, তাইতি বোস মশার কাছে মিচরী নিতি য়্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম !—আহা ! কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব[28] রূপই দেখেলাম, ব'সে আছে য্যান গজেন্দ্রগামিনী।[29]

তোরাপ। এবার ক কুড়ো[৩০] ঢুকিয়েছে ?

চতুর্থ। গেলবার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া[৩১] কল্লে, এবারে পনর বিঘের দাদন গতিয়েছে ; ঝা বলচে, তাই কচ্ছি, তবু তো ব্যাভ্রম[৩২] কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই তুই বচ্ছোর ধ'রে লাঙ্গল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এইবারে যো হয়েলো, তিলির জন্তিই জমিডে রেখেলাম, সেদিন ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে অ্যাসে দেঁড়িয়ে থেকে জমিডেয় মাগ[৩৩] মারালে। চাষার কি বাঁচন আছে ?

তোরাপ। এডা কেবল আমীন স্মুন্দির হিরভিতি।[৩৪] সাহেব কি সব জমির খবর রাখে ? ঐ স্মুন্দি সব ঢুড়ে বা'র ক'রে দেয়। স্মুন্দি ষ্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে বেড়ায়। ভাল জমিডে ছাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, স্মুন্দি তবে ওমন করে ক্যান্ ? নীল করবি, তা কর্, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গল বেনিয়ে নে, নিজে না চষতি পারিস, মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান্ চষে ফ্যাল্ না, মোরা গাতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপিয়ে উটতি পারে, স্মুন্দি তা করবে না, মাম্নির ভাইর নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগেচে, তাই চোষচেন, তাই চোষচেন !—(নেপথ্যে হো, হো, হো, মা, মা)—গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মধ্যি ভূত আছে। চুপ দে, চুপ দে—

(নেপথ্যে। হা নীল ! তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশের জন্য এদেশে এসেছিলে ! আহা ! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কান্সারণের আর কত কুঠি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দ কুঠির জল খেলাম, এখন কোন্ কুঠিতে আছি, তাও তো জানিতে পারিলাম না ; জানিবই বা কেমন ক'রে ! রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুঠি হইতে অন্য কুঠি লইয়া যায়। উঃ ! মা গো, তুমি কোথায় ?)

তৃতীয়। আম, আম, আম,[৩৫] কালী, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর।—

তোরাপ। চুপ—চপ।

নেপথ্যে। আহা ! পাঁচ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল ! দাদন লওয়াই কর্ত্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখিনি। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই ; মা গো ! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি ॥

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুনলে তো, ম'রে ভূত হয়েচে, তবু দাদনের হাত ছাড়তি পারেনি।

প্রথম। তুই মিনষে এমন হেবলো –

তোরাপ। ভাল মানষির ছাবাল, - মুই কথায় জানতি পেরেছি। পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস, মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুছ করি, ওর বাড়ী কনে।

প্রথম। তুই যে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উঠে গ্যাক্—(বসিয়া) ওঠ্ - (কান্ধে উঠন) গ্যাল ধরিস, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা (গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে স্মুন্দি আসচে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

(গোপীনাথ ও রামকান্ত[৩৬] হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ)

তৃতীয়। দেওয়ানজী মশাই, এই ঘরঢার মধ্যি ভূত আছে। এত বেলা কান্তি নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই, তেমনি না বলিস তবে তুই অমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়াছে, এ কুঠিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল।

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে? কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। 'এই নেড়ে বেটা ভারী হারামজাদা, বলে, নেমকহারামী করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা,[৩৭] য্যাকন তো নাজী[৩৮] হই, তাকন ঝা জানি, তা করবো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোজা হইচি।

রোগ। চোপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা। রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।

(রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা।)

তোরাপ। আল্লা! মা গো. গ্যালাম! পরাণে চাচা একটু জল দে মুই পানি তিষেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা! --

রোগ। তোর মুখে পেসাব ক'রে দেবে না? (জুতার গুঁতা)।

তোরাপ। মোরে ঝা বলবা, মুই তাই করবো— দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদকী ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান

দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হলে কেউ বাহিরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে।—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হ্যায় কাহে? (পায়ের গুঁতা)।

তৃতীয়। বউ, তুই কনে রে? মোরে খুন করে্য ফ্যালালে। মা রে, বউ রে, মা রে. মেলে রে, মেলে রে (ভূতলে চিৎ হইয়া পতন)।

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা[৩৯] হ্যায়। (রোগের প্রস্থান)

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ-পয়জার দুই তো হলো?[৪০]

তোরাপ। দেওয়ানজী মশাই মোরে এট্টু পানি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা, নীলের গুদাম, ভাবরার[৪১] ঘর, ঘামও ছোটে জলও খাওয়ায়। আয়, তোরা সকলেই আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর। (লিপি-হস্তে সরলতা উপবিষ্টা)

সর। সরলা-ললনা-জীবন এল না।

কমল-হৃদয়-দ্বিরদ-দলনা।

বড় আশায় নিরাশ হলেম! প্রাণেশ্বরের আগমন-প্রতীক্ষায় নবসলিল-শীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম, দিদি যে বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক একদিন এক এক বৎসর গিয়াছে।—(দীর্ঘনিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্ম্মূল হইল; এক্ষণে যে মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক। —প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গল-সূচক সভা-স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই—ব্রাহ্ম সমাজ নাই; রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই; মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন; স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্ব্বস্বধন। হে লিপি! তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি--(লিপি-চুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে

ধারণ করি—(বক্ষে ধারণ) আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত-বচন, পত্রখানি যত পড়ি—ততই মন মোহিত হয়। আর একবার পড়ি। (পঠন)

"প্রাণের সরলা,

তোমার মুখারবিন্দ দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্বচনীয় সুখলাভ করি। মনে করিয়াছিলাম, সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ। কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি; যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে; তাহাদের বিশেষ যত্ন, তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদামহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদ্‌বিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি! আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপীয়ারের[৩২] কথা ভুলি নাই, এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব।—বিধুমুখী! লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন, তবে তোমার লিপি-সুধা পান ক'রে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত, ইতি—তোমারি বিন্দুমাধব।"

"তোমারি" তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে, তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে? আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে ব'লে ঠাকরুণ আমাকে পাগলীর মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়? যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি, সেই স্থানেই এক প্রহর ব'সে আছি। আমার উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে; আমি এখন সেইরূপ হইয়াছি; আর আমার সে হাস্যবদন নাই। হাসি সুখের রমণী; সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশদিক অন্ধকার দেখি;—হে অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু নয়ন তুমি আমাকে লজ্জা দেবে, (চক্ষু মুছিয়া) তুমি শান্ত ন' হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারিনে—

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। তুমি কত্তি নেগেচো কি? বড় হালদার্ণী যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না; বল্লে কি ঝার পানে চাই, তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি।

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে হ্যাকচি য়্যাকন হাত দেউনি। চুলগল্লাডা কাদা হতি নেগেচে; চিটিখান য়্যাকন ছাড়নি?—ছোট হালাদর ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে হ্যায়।

সর। বড়ঠাকুর নেয়েচেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি নেগেচে, তোমার চিটিতি ন্যাকিনি? কত্তা মশাই যে কান্‌তি নেগেলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবেন না। (প্রকাশ্যে) চল, রান্নাঘরে গিয়ে তেল মাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর তেমাথা পথ। (পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমীন আঁটকুড়ীর বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধ'রে দিয়ে আপন পায় আপনি কুড়ুল মারি? রেয়ে যে থেঁটে[৪৩] এনেছিল, সাধু দাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত-কাপড় দিত। আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। উপপতি করিছি ব'লে কি আমার শরীরে দয়া নেই? আমারে দেখে ময়রা পিসী, ময়রা পিসী ব'লে কাছে আসে, এমন সোনার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধ'রে বাঘের মুখে দিতে পারে!—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে; মা গো, কি ঘৃণা! টাকার জন্যে জাত-জন্ম গেলো; বুনোর বিছানা ছুঁতে হলো। বড় সাহেব ড্যাকরা আমার হ্যাকমার করেছে, বলে নাক-কান কেটে দেবে। ড্যাকরার ভীমরতি হয়েছে। ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধ'রে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাকরার সে রকম তো এক দিন দেখলাম না। যাই, আমীন কালামুখোরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না। আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে? পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ীর ব্যাটারা আমাকে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে

(নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি।

মোর মনে জাগে ও তার নয়ান[৪৪] দুটি ॥

(একজন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোক ধরেছে?

পদী। তোর মা বোনের গে ধরুক, আঁটকুড়ীর বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও,—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিইচি—

(এক জন লাঠিয়ালের প্রবেশ)

বাবা রে! কুটির নেটেলা। (রাখালের বেগে পলায়ন)

লাঠি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি ক'রে তুল্লে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারী।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যাদার পোষাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না[৪৫] চেয়েছিলুম, তা তুই আজও দিলিনি। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস নে। আমরা কালি শ্যামনগর লুটতে যাব, যদি কাল কাল-বক্না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁধা রয়েছে। আমি মাছ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব। [লাঠিয়ালের প্রস্থান।

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কমিয়ে জমিয়ে দিলে চাষারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শ্যামনগরের মুন্সীরে দশখান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্লে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"। বড়-সাহেব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়িয়ে বসে রলো।

(চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ)

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রাখিয়া করতালি দিয়া)

"ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

পদী। ছি বাবা কেশব! পিসী হই, এমন কথা বলো না—

চারি জন শিশু। (নৃত্য করিয়া) ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, ও কথা বলতে নেই—

চারি জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরিয়া নৃত্য)

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজোছো কই ?

(নবীনমাধবের প্রবেশ)

পদী। ও মা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম!

(ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান)।

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি! (শিশুদিগের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে। (চারিজন শিশুর প্রস্থান) আহা নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন; বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়! বাবুজী বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজীর নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয়। আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে; দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জ্জন করে, এর অপেক্ষা সুখ কি ? অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব ইনস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল; বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্‌যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দ্দশা দেখে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল। বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ। অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখি নে, পাঁচজনের এক-জনকে হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে, কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি, কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারি জন সাক্ষ্য দিলেই সর্ব্বনাশ, বিশেষ আমি এ পর্য্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি নাই, তাহাতে আবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

(এক জন রাইয়ত, দুই জন ফৌজদারীর পেয়াদা এবং কুঠির তাইদ্‌গীরের প্রবেশ)

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোকে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর

কেউ নেই। গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়া বাকী ব'লে হাতে দড়ী দিয়েছে, আবার আন্দারাবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ্। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা,[৪৭] একবার লাগলে আর ওটে না—তুই চল্, দেওয়ানজীর কাছ দিয়ে হয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এমনি হবে!

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করিনে, জেলে প'চে মরবো, তবু গোড়ার নীল করবো না; হা বিদেতা, হা বিদেতা! কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না— (ক্রন্দন) বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধ'রে আনলে, তাদের একবার দ্যাকৃতি পালাম না।

(নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে তাহার শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে। (রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম ঠাসা করেলাম; মেরে তো ফ্যালতাম ত্যাকন না হয় ছয় মাস ফাঁসী য্যাতাম।—শালী –

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুটঠাকুরকে[৪৮] ডেকে আনতি বল্লে, পদী গুড়ি বল্লে, তলপের প্যায়াদা কা'ল আস্‌বে। (রাইচরণের প্রস্থান)।

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল, তাই ঘটিল। পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপট-চিত্ত, বিবাদ-বিসংবাদ কারে বলে, জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারীর নামে কম্পিত হন, লিপি পাঠ ক'রে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন; কয়েদ হ'লে জলে ঝাঁপ দিবেন। হা! আমি জীবিত থাকিতে আমার পিতার এই দুর্গতি হবে? মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়; নীলকুঠির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব? সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি?—না, পরোপকার পরমধর্ম্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না।—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি? দেখি, কি করিতে পারি।

(দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ)

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন এই পল্লীতে বটে ? পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি, বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু, এবম্বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয় ; যেমন বংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ॥"[৪৮]

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না। তর্কালঙ্কার ভায়া, শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না ?—হঃ হঃ হঃ, (নস্যগ্রহণ)

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমাদিগকে চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয় ; এই পথে চলুন। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুন বেড়ের কুঠীর দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ ও এক জন খালাসীর প্রবেশ)

গোপী। তোদের ভাগে কম না পড়লে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায় ? মুই বল্লাম, যদি খাবা; তবে দেওয়ানজীরি দিয়ে খাও ; তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয় যে, সাহেবেরে বাঁদর খেলিয়ে নে বেড়াবে ?

গোপী। আচ্ছা, তুই এখন যা, কায়েত বাচ্চা কেমন মুগুর, তা আমি দেখাব। (খালাসীর প্রস্থান)।

ছোট সাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম্ম করিতে বড় সুখ। ও কথাও বলবো; বড় সাহেব ও কথায় আগুন হয় ; কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারী চটা, আমারে কথায় কথায় শ্যামচাঁদ দেখায় ; সেদিন মোজা সহিত লাথি মারলে। কয়েক দিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বোসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া

যায়। "শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ" (উডকে দর্শন করিয়া) এই যে আসিতেছেন, বোসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি। (উডের প্রবেশ)

ধর্ম্মাবতার, নবীন বোসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় না। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালি প'ড়ে রহিয়াছে, বেটাকে 'দুইবার ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা গিয়াছে; এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শ্যামনগরে কিছু কত্তে পারেনি।

গোপী। হুজুর, মুন্সীরে ওর কাছে এসেছিল, তা বেটা বল্লে, "আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।' নবীন বোসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের সাত আট ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে, আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেন, তেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম, বোস বড় ভীত মানুষ, ফৌজদারীতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বোসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হইলে বেটা কাজে কাজেই শাসিত হইবে, এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম। হুজুর কৌশল বাহির করিয়াছেন, তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দেওয়া হইয়াছে। উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল, দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে, পুকুরের পাড়ে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে; আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হয়।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ ম্যাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানী করিলেও পাঁচ বছোরে মোকদ্দমা শেষ হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ, তোমার সাক্ষী মাতোব্বর ক'রে নতুন আইনে[১] চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে; এই এইটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, নবীন বোস ঐ চারিজন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল, গোরু, মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চষিয়া দিতেছে, এবং উহাদের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয়, তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চষিতে হইলে বলে, আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে; বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান, তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ। তোমসে কাম বেহেতার চলেগা।

গোপী। ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস, বৎসর বৎসর দাদন বৃদ্ধি করি; এ কর্ম্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমীন-খালাসী আবশ্যক করে। যে ব্যক্তি দু'টাকার জন্য হুজুরের তিন বিঘা নীল লোকসান করে, তার দ্বারা কর্ম্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সমজিয়াছি, আমীন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না, আমীন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদন বলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্য অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে করিতে রথতলা পর্য্যন্ত আমীনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কালেজ হইতে একেবারে উকীল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে[২] লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের[৩] কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জালের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,—

"সময়গুণে আপ্তপর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।"

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠবাবু আমীনকে অনেক ভৎর্সনা করেন, আমীন তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার শয়তান, তিন চার বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত। আর এই কি চাকরের কাজ? আমি দেওয়ানী, আমীনী দুই করিতে পারি, তবেই এ সব নিমক-হারামী রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, সাফ নেমকহারামী।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদবী মাফ হয়—আমীন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ, আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ আর পভী ময়রাণী ছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছ। বজ্জাৎকো হাম জরুর শেখলায়েঙ্গে; বাঞ্চৎকো হামরা বাটনেকা[৪] ঘরমে ভেজ ডেও। (উডের প্রস্থান)।

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত্ত আর কাক ধূর্ত্ত;

ঠেকিয়াছ এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়॥ (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর। (নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে? তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ ক'রে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষণ্ণ হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ! আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভরণগুলিন দিতে পারিনে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার, কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই? কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,- পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি, যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি, তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরি। হৃদয়বল্লভ, আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস ক'রে ধার দেবে? আমি পুনর্ব্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বোয়ের গহনা পোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমার ক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোটবউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি, কি নিদারুণ কথাই বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল। ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ; তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্ত্তা কি বুঝেছেন? কৌতুকচ্ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে,

বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করিবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দ্দয় দস্যু হইলাম? আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না; নরাধম নিষ্ঠুর নীলকরেও এমন কর্ম্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি, এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি। জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি, আর সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরই জানেন। ও অগ্নিবাণ, তাহার সন্দেহ কি? আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ ক'রে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে।—প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বোয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি। তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, ছোট বোয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতিবান্ধবের হেঁট মুখ, রাইয়তজনের হাহাকার,—এ সকল দেখে কি আমোদ আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহণা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোটবোয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট; কিন্তু ছোট-বোয়ের গহনা দেওয়ার পূর্ব্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোটবোয়ের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোঠবউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ ক'রে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি? এ কি মাতৃতুল্য বড়যায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমর অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরলা নারী নারীকুলে দুটি নাই।—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম, কি হলাম! আমার সাত শত টাকা মুনাফার গাতি, আমার পনর গোলা ধান, ষোল বিঘার বাগান, আমার কুড়িখান লাঙ্গল পঞ্চাশ জন মাইন্দার;—পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা,—আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি; পাত্রবিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি?

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে—(সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো!—আর বাধা দিও না—(তাবিজ খুলন)।

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ্ কর, শশিমুখী, চুপ কর —(হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর এক দিন দেখি ?

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি ? আমি যা বলিতেছি, তাই কর, কপালে থাকে, অনেক গহনা হবে। (নেপথ্যে হাঁচি)—সত্যি সত্যি, আহুরী আসছে।

(দুইখানি লিপি লইয়া আহুরীর প্রবেশ)

আহুরী। চিঠি দু'খানা কন্তে' আসেচে, মুই কতি পারিনে, মাঠাকরুণ তোমার হাতে দিতি বল্লে। (লিপি দিয়া আহুরীর প্রস্থান)।

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয় না হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব। (প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"রোকায়ত আশীর্ব্বাদ জানিবেন —

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রত্যুপকার করা মাত্র। কিন্তু আমার মাতাঠাকুরাণীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে, তদাত্মকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি। তামাক অদ্যাপি বিক্রয় হয় নাই। ইতি শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।"

কি দুর্দ্দৈব ! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার ! - দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা ত্যাগ ক'রে নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ ; ও চিঠি অমনি থাক।

নবীন। (লিপিপাঠ)।

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ণপালিতস্য বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গলে নিজমঙ্গল, পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি তিন শত টাকা যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌছিব. বক্রী এক টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি, ইতি।"

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। —যাই, আমি ছোট বউ কে বলি গে। সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান।

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা। এ টাকা তো ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র; এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে,—তামাক কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে পাঁচশত টাকায় বিক্রয় হইতে পারে, তা কি করি, সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল। আমলাখরচ অনেক লাগিবে, যাওয়া আসাতে বিস্তর ব্যয়। এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এ দেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইনকর্ত্তাদিগের বা দোষ কি? যাহাদের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্ব্বনাশ ঘটে? আহা! এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে। তাহাদের স্ত্রীপুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়; উনোনের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে; উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে; গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে; ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হলো না, সকল ক্ষেত্রে বীজ বপন হলো না ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্ম্মূল হলো না; বৎসরের উপায় কি?—'কোথা নাথ! কোথা তাত!' শব্দে ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হ'লে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেপ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর![৭] যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি যদি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক! যদি এমন একটি ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদীর মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহারা এমত প্রবল হইতে পারিত না।—আমাদিগের ম্যাজিষ্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ। (সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গল যদি ছেড়ে দাও, তা হ'লেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গল গোরু সব বিক্রী ক'রে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে, সুখে ভোগ করা যাবে; এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল বিন্দুর কর্ম্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাষ ছাড়িয়া দিলে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই

জন্ম এত ক্লেশেও লাঙ্গল কয়েকখানা রাখিয়াছি।

সাবি। এই শিরঃপীড়া লয়ে কেমন ক'রে যাবে বল দেখি?—হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল। (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

(রেবতীর প্রবেশ)

রেবতী। মাঠাকুরুণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্লে কি, ক্যান মত্তি এনেলাম? পরের জাত ঘরে য়্যানে সামাল দিতি পাল্লাম না।—বড়বাবু, মোরে বাঁচাও, মোর পরাণ ফ্যাটে বার হলো, মোর ক্ষেত্রমণীর য়্যানে দাও। মোর সোনার পুতুল য়্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেলবেলা পেঁচোর মার সঙ্গে দাসদিগিতি জল আনতি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটালাতে[৮] বাছারে ধ'রে নিয়ে গিয়েচে। পদী সর্ব্বনাশী দেখিয়ে দিয়ে পেলিয়েচে। বড়বাবু, পরের জাত, কি কল্লাম, ক্যান এনেলাম, বড় সাদে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনেশেরা সব কত্তে পারে;—লোকের জমি কেড়ে নিচ্চিস, ধান কেড়ে নিচ্চিস, গোরু-বাছুর কেড়ে নিচ্চিস, লাঠির আগায় নীল বুনিয়ে নিচ্চিস; তা লোক কেঁদেই হোক, কোকিয়েই হোক, কচ্চে;—একি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা, আদপেটা খেয়ে নীল্ কত্তি নেগেচি। যে ক কুড়োয় দাগ মারলি, তাই বোনলাম। রেয়ে ছোঁড়া জমি চষে, আর ফুলে ফুলে কেঁদে ওটে; মাটেত্তে আসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে য়্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি ব'সে কান্তি নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব কুলমহিলার অয়স্কান্তমণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া! পিতার স্বরপুর-বৃকোদর জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্ত্তেই যাইব—কেমন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্বশ্বেত-উৎপলে নীল-মণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না। (নবীনের প্রস্থান)।

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন॥

যদি নীলবানরের হস্ত হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতে আনিতে

পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম।—এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই। চল্ ঘোষবউ, বাইরের দিকে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কামরা।

(রোগ আসীন—পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ)

ক্ষেত্র। ময়রা পিসী, মোরে এমন কথা বলো না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম্ম দিতি পারবো না ; মোরে কেটে কুচি কুচি কর, পুড়িয়ে ফেল, ভেসিয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না। মোর ভাতার মনে কি ভাববে ?

পদী। তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায় ? এ কথা কেউ জানতে পারবে না ; এই রাত্রেই আমি সঙ্গে ক'রে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানতি পারলে না, ওপরের দেবতা জানতি পারবে. দেবতার চকি তো ধুলি দিতে পারবো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জলবে। মোর স্বামী সতী ব'লে যত ভালবাসবে, তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে। জানাই হোক আর অজানাই হোক. মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন না।

পদী। আয় বাছা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতে হয়, ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ান, হা হা হা ! আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়িয়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তনভক্ষণ করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে আমাদের কুঠী থাকে ? আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্ম্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নির্দ্দয় করিয়া রামকান্তপেটা করিতে পারি, তখনি হাসিতে হাসিতে খানা খাই। আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভালবাসি, কুঠীর কর্ম্মে ও কর্ম্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশিয়ে যাইতেছে।—তোর গায়ে জোর নাই ? পদ্দ, টানিয়া আন্।

পদী। ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এসো। সাহেব তোরে একটা বিবির পোষাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়াকপাল বিবির পোষাকের, চট প'রে থাকি, সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোষাক পরতি না হয়। ময়রা পিসী, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই। আহা, আহা। মোর মা এত বেল্ গড়ায় দড়ী দিয়েচে; মোর বাপ মাতায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু'জনের মধ্যি মুই সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায় পড়ি; পদী পিসী তোর গু খাই।—মা রে, মলাম। জলতেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুঁজোয় জল আছে, খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিঁদুর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি? মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্ম্মও গেচে, জাতও গেচে। (প্রকাশ্যে) তা আমি মা, কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়ান ভার।—ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক, তখন আর একদিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমার সঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে, আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাঠায়ে দিব —ড্যাম্‌নেড হোর, আমার বোধ হইতেছে, তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিসনি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়ে আনা হইল; আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্য্যে কখন দিয়াছি?—হারামজাদি পদী ময়রাণী।

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসী, যাসনে; ময়রা পিসী যাসনে।

(পদী ময়রাণীর প্রস্থান)

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যি একা রেকে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপ্তি নেগেচি, মোর যে ভয়েতে গা ঘুরতি নেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার,—(দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন।) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দাও, পদী পিসীর সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না।—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা; ও সাহেব, তুমি মোর বাবা; হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দেও; তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে ম'রে যাবে,—দই সাহেব,—সাহেব মোর ছেলে ম'রে যাবে,—মুই পোয়াতি।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও। (রোগের হস্তে নখবিদারণ)।

রোগ। ইন্‌ফারন্যাল বিচ! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোমার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে য়্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না; মোর বুকি য়্যাকটা তেরোনালের খোঁচা মার, মুই স্বগ্‌গে চ'লে যাই, ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী ঘোড়া মরা মরে; মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো; তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না; দেঁড়িয়ে রলি কেন? ও ভাই-ভাতারীর ভাই, মার না, মোর পরাণ বার ক'রে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতে পারিনে।

রোগ। চোপরাও হারামজাদী,—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা! (পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো! (কম্পন)।

(জানালার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ)

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি, নীলকর! এই কি তোমার খৃষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি

তোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা! বালিকা, অবলা, অন্তর্ব্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। স্থমুন্দি দেঁড়িয়ে যেন কাটের পুতুল, গোভার বাক্যি হয়ে গিয়েচে। বড়বাবু, স্থমুন্দির কি এমান[৯] আছে, তা ধরম কথা শোন্‌বে; ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর; স্থমুন্দির ঝ্যামন চাবালি[১০] মোর তেমনি হাত্তের পোঁচা[১১], (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার বাড়ী[১২] যাবি—(গাল টিপিয়া ধরিয়া) পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেদের[১৩] পাঁচ দিন খাবালি, একদিন খা (কানমলন)।

নবীন। ভয় কি? ভাল ক'রে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্রপরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা ক'রে লইয়া পালাই। আমি বুনোপাড়া ছাড়িয়া গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়ে গিয়েছে; —এতক্ষণ বোধ করি, বুনোরা ঘুমিয়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনলে কিছু বলবে না। তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস্, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতে পালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস, তাহা আমি শুন্‌তে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁতরে পার হয়ে ঘরে যাব। মোর নছিবির [১৪] কথা আর কি শোন্‌বা; মুই মোক্তার স্থমুন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেজে পেলিয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম, তার পর নাত ক'রে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই স্থমুন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল ক'রে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন, তাতে আবার নেমোখারামী কত্তি বলে।—কই শালা, গ্যাডম্যাড ক'রে জুতার গুঁতো মারিস নে? (হাঁটুর গুঁতো)

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দ্দয় ব'লে আমাদের নির্দ্দয় হওয়া উচিত নয়; আমি চলিলাম।

(ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান।)

তোরাপ। এমন বসগারও[১৫] বেছাপ্পর[১৬] কত্তি চাস; তোর বড় বাবারে ব'লে মেনিয়ে জুনিয়ে[১৭] কাজ মেরে নে, জোর-জোরাবত্তি[১৮] কদিন চলে; পেলিয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পারবা না। মরার বাড়া তো গাল নেই; ও স্থমুন্দি, নেয়েৎ[১৯] ফেরার হলি ঝে কুটী কবরের মধ্যি ডোকবে।—বড় বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকিয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুন্‌তি চাচ্চে,

তাই নিগে ; তোদের জন্তই ওরা বেপালটে পড়েছে ; দাদন গাদ্‌লিই তো হয় না, চষা চাই।– ছোট সাহেব, স্তালাম, মুই আসি।

(চীৎ করিয়া ফেলিয়া পলায়ন।)

রোগ। বাই জোভ! বীটেন টু জেলি! (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোকচন্দ্র বসুর ভবনের দরদালান। (সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) রে নিদারুণ হাকিম! তুই আমাকেও কেন তলব দিলি না, আমি পতিপুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম ; এ শ্মশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্ত্তা আমার ঘরবাসী মানুষ, কখনও গাঁ-অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদুরীতে ধরে নে গেল, তাঁরে জেলে যেতে হবে।—ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন, 'আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না।' তিনি যে আতপচেলের ভাত খান, তিনি যে বড়বউমার হাতে নইলে খান না। আহা! বুক চাপড়ে চাপড়ে রক্ত বার ক'রেছেন, কেঁদে কেঁদে চক্ষু ফুলিয়েছেন, যাবার সময় বল্লেন, "গিন্নি! এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো।"—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, "মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আসবো।"—বাবার আমার কাঞ্চন মুখ কালী হয়ে গিয়েছে ; টাকার যোগাড় করিতেই যা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘূর্ণি হয়েছে ; পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন ;—'মা– টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে?' গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্ধক পড়লে বাবার কতই খেদ,– বলেন, "কিছু টাকা হাতে এলেই মার গহনাগুলিন আগে আগে খালাস ক'রে আনবো।" বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল ; বাবা আমার কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করলেন,—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে ব'সে রলাম। হা মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ? (সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরিন্ধ্রী। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েছে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন?

সাবি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) না মা, আমার নবীন বাড়ী ফিরে না এলে আমি আর এ দেহে অন্ন-জল দেব না ; বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন[২০] আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করসে। (তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ) ছোট বউ, তুমি ঠাকরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করি গে।

(সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান ও সরলতার তৈলমর্দ্দন)।

সাবি। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসি ফুলের মত মলিন হয়েছে—আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কলেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আসবেন, আশা ক'রে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত।—(সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনও বুঝি কিছু খাওনি। ঘোর বিপদে প'ড়ে রইচি, বাছাদের খাওয়া হলো কি না, দেখব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল, আমিও যাই। (উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারী।

(উড, রোগ, ম্যাজিষ্ট্রেট, আমলা আসীন—গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী-প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজীর, চাপরাসী, আরদালী, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান)

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়।

(সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান।)

ম্যাজি। আচ্ছা, পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মোক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুঁথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে? (দরখাস্তের পাতা উল্টন)

ম্যাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর হাস্য সংবরণ করিয়া) খোলোসা[১] পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে

ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্ম্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা-প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ কলিয়া মিথ্যা বলে; মোক্তারেরা অবিরত অপকৃষ্ট কার্য্যে রত, বিবাহিতা কামিনীকে বিসর্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্য্যসাধন হেতু তাহাদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্ম্মাবতার মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা, কিন্তু নীলকরের মোক্তার-দিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবেরা খ্রীষ্টিয়ান। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে; পরদ্রব্য অপহরণ, পরনারী-গমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য্য খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অতিশয় ঘৃণিত; খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মে অসৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকে স্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতে হয়; করুণা, মার্জনা, বিনয়, পরোপকার—খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্ত্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না ধর্ম্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার; আমরা তাঁহাদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমাদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না; যেহেতু, সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচ্যগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতে পারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন। প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুঠির আমীন মজকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল. রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া, দয়াশীল সাহেব উঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং গরিব ছাপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়া প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি) এক্সট্রিম প্রভোকেশন এক্সট্রিম প্রভোকেশন।

বা মোক্তার। হুজুর, হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল[২] হইয়াছিল; যগুদি তাহারা তালিমী সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত। আইনকারকেরা বলিয়াছেন -"বিচারকর্ত্তা আসামীর য়্যাড্ভোকেট-স্বরূপ।" সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে। অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্ব্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে।

ধর্ম্মাবতার, সাক্ষিগণ, চাষ-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন ক'রে; তাহাদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহাদিগের আবাদ ধ্বংস হইয়া যায়, –বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাষের হানি হয় বলিয়া তাহাদের মেয়েরা গামছা বাঁধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আইসে; চাষাদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহাদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়। ধর্ম্মবতার! যেমত বিচার করেন।

ম্যাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ, আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না; আমীন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব অথবা তাঁহার দেওয়ান ঘোড়ায় চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্ব্বক উত্তম উত্তম জমিতে কুঠীর মার্কা দিয়া রাইয়তদিগের নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন; পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটীতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি[৩] করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী যায়। যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে, সে দিবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তের নামে দাদনের বকেয়া বাকী বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাতপুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে, আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন, রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ নিজ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে; তাহাদিগের সলা পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই "মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।" এমন রাইয়তেরা সাক্ষ্য দিয়া গেল যে, তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহাদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহাদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে।—এ অতি আশ্চর্য্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্ম্মবতার, তাহাদিগের পুনর্ব্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহাদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর-নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাষাদিগকে রক্ষা করিতে

প্রাণপণে যত্ন করিতে থাকেন, এ কথা স্বীকার করি এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন, তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য; নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে; কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখনও কাহারও মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না। ধর্ম্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোক জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে।

গোলোক। বিচারপতি! আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুকিয়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারীর ভয়েতে ষাট বিঘা নীলের দাদন লইতে চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমাদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপই বন্ধ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না; কিন্তু যাহাদের লাঙ্গলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর তাদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন। আমি কাজে কাজেই বলিলাম, 'তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধ'রে পঞ্চাশ বিঘায় রাজি করি গে।' সাহেব হাঁ না কিছুই কলেন না; গোপনে আমাকে এই বৃদ্ধদশায় জেলে দিবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার; সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সায়েবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রাইয়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্ম্মাবতার! যে চার জন রাইয়তসাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার এক জন টিকিরি; তার কোন পুরুষে লাঙ্গল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সরেজমিনে তদারক[৪] হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই। সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই এই কারণে আমি তাহাদের পুনর্ব্বার কোর্টে আনয়নের প্রার্থনা করি। ব্যবস্থাকর্ত্তারা লিখিয়াছেন, "নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকল প্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্ত্তব্য।"

ধর্ম্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর –

ম্যাজি। (লিপিলিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এ সময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি, সাক্ষীদিগকে আনান হয়। যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরও সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্ম্মাবতার, গোলোক বোসের কুচরিত্রের কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র আছে; যে উপকার করে, তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এ দেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

ম্যাজি। (লিপির শিরোনামা লিখন) চাপরাসি!

চাপ। খোদাবন্দ! (সাহেবের নিকট গমন)

ম্যাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উডকা পাস দেও।—খানসামাকে বোলো, বাহারকা সাহেবলোগ আজ খাগা নেই।

সেরেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়।

ম্যাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে, নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ) ধর্ম্মাবতার আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই।

ম্যাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে, আসামীর নিকট হইতে দুই শত টাকা জাইনে দুই জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সাফিনা জারি হয়। (ম্যাজিষ্ট্রেটের দস্তখৎ)

ম্যাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেস কর।

(ম্যাজিষ্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসী ও আরদালীর প্রস্থান)

সেরেস্তা। নাজীর মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া লও। (সেরেস্তাদার, পেস্কার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান)

নাজীর। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে? বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি।

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই ;—(নাজীরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রী করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজীর। আমার তালুকও নাই, ব্যবসাও নাই, আবাদও নাই; এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে একশত টাকায় রাজী হওয়া। চল, আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজী ভায়া না শোনেন, ওঁদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কি না ? (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ—বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী।

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাজে কাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ, পিতা যেন কোনমতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব; যে যত টাকা চাহিবে, তাহাকে তাহাই দিবে।

বিন্দু। জেলদারোগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দাও, মিনতিও কর।—আহা। বৃদ্ধ শরীর! তিন দিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম,—বলেন, "নবীন, তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপ মুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব, তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস মূঢ়মতি ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত নামাইলেন না, পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইতেছে; যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম, সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন, নীরব শীর্ণকলেবর, স্পন্দহীন, মৃতকপোতবৎ কারাগারপিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ!—বিন্দু, তোমাকে রাত্রি-দিন জেলে থাকিতে দেয়, তাহা হইলেই আমি নিশ্চিত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর ব'লে ধ'রে দেন, আমি একরার করিব, তা হইলে আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্ত্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাঙ্ঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল, তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি, ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক দিয়াছি, উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে। ডাক্তার বাবু আদ্যোপান্ত শ্রবণ ক'রে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

(ডেপুটী ইনস্পেক্টরের প্রবেশ)

ডেপুটী। বিন্দু বাবু! আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিশনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপুটী। অমরনগরের আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট একজন মোক্তারকে এই আইনে ছয় মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহাকে ষোল দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়া প্রতিকূল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি কি খণ্ডন করিবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন—আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে। (নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান)

ডেপুটী। আহা! দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি-অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জ্জীবিত করিবে। নবীন বাবু অতি বীরপুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী; কিন্তু নির্দ্দয় নীলকর কুজ্ঝটিকায় নবীন বাবুর সদগুণসমূহ মুকুলে ম্রিয়মাণ হইল। (কলেজের পণ্ডিতের প্রবেশ) আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েকদিবস শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপুটী। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণু বাবুর জন্য বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপুটী। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাইনে?

পণ্ডিত। তিনি এ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার পন্থা করিতেছেন; সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্ব্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন ক'রে কালেজে যাওয়া আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই। (বিন্দুমাধবের পুনঃপ্রবেশ)

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন?

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমত অবিচার করেছে! তোমরা শুনিতে পাও না, বড়দিনের সময় ঐ কুঠীতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন ক'রে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার! কাজির কাছে হিন্দুর পরব!

বিন্দু। বিধাতার নির্ব্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলেন কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে!

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত; সকল দেবতাই সমান, "ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড়।"

বিন্দু। কমিশনর সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।" যেমন ম্যাজিষ্ট্রেট, তেমনি কমিশনর।

বিন্দু। মহাশয়, কমিশনরকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিশনর সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল।—জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্ব্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিন দিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব। (একজন চাপরাসীর প্রবেশ) তুমি জেলের চাপরাসী না?

চাপ। মশাই, একটু জল্‌দি ক'রে জেলে আসেন, দারোগা ডেকেছেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন, আমি কিছু বলতি পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু! (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না। আমি চলিলাম। (চাপরাসী ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান)।

পণ্ডিত। চল, আমরাও জেলে যাই, বোধ হয়, কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে। (উভয়ের প্রস্থান)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

(গোলোকের মৃতদেহ উড়ানী[৫] পাকান দড়ীতে দোদুল্যমান—জেল-দারোগা এবং জমাদার আসীন)।

দারোগা। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরুদ্দিন গিয়াছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারোগা। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চারদিন দেরী হবে। শনিবার শচীগঞ্জের কুঠীতে সাহেবের স্যাম্পন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমাদিগের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না; আমি যখন আরদালী ছিলাম, দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখানি চিঠিতে এ গরীবকে জেলের জমাদার করিয়া দিয়াছেন।

দারোগা। আহা বিন্দু বাবু, পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছিলেন, এ দশা দেখলে প্রাণত্যাগ করিবেন। (বিন্দুমাধবের প্রবেশ) সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে! আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি। কি মনস্তাপ! (নিজমস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক ক্রন্দন)

পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন? বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে 'স্বরপুর বৃকোদর' বলা শেষ হইল? বড়বধূকে 'আমার মা' 'আমার মা' বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ, তাহার সন্ধি করিলেন? হা! আহারা-ন্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্ত্তৃক হত হইলে শাবক-বেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে, জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন-সংবাদে সেইরূপ হইবেন।—

দারোগা। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া সত্বরে অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাবার উদ্যোগ করুন। (ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং পণ্ডিতের প্রবেশ)

বিন্দু। দারোগা মহাশয়, আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয়, পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটি বাবুর সহিত করুন; আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে; আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি। (গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্বক উপবিষ্ট)

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইনস্পেক্টরের প্রতি) আমি বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর;—এ দেবশরীর, এ নরকে ক্ষণকালও রাখা উচিত নয়।

দারোগা। মহাশয়, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন?

দারোগা। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন।

(ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ)

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব, গডস উইল। পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয় আশয় সব গিয়েছে, অবশেষে পিতা আমাদিগকে পথের ভিখারী করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন—(ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্ব্বস্ব লইয়াছে।

ডাক্তার। পাদরী সাহেবের মুখে আমি প্ল্যাণ্টর সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুঠী হইতে আসিল,

একটি গ্রামে বসিয়াছে; আমার পাল্কীর নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল। একজনের হাতে দুগ্‌দো[৬] আছে; আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ পরে বলিল, "নীলমামদো নীলমামদো"—দুগদো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল; সে কহিল, "রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়ে পলাইয়েছে; আমি দাদন লইয়াছি, আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে।" আমি বুঝিলাম, আমাকে প্ল্যাণ্টর ভাবিয়া লইয়াছে। রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিল।

ডেপুটী। ভ্যালি সাহেবের কানসরণের এক গ্রাম দিয়া পাদরী সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে," "নীলভূত বেরিয়েছে" বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরী সাহেবের বদান্যতা, বিনয় ও ক্ষমা দর্শন করিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়াতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরী সাহেব যত আন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহারা তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে—"এক ঝাড়ের বাঁশ বটে, কোন খানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির[৭] ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত-শরীরটি লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে, আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

(বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইনস্পেক্টর কর্তৃক বন্ধনমোচন পূর্বক মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুঠীর দপ্তরখানার সম্মুখ।

(গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ)

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন ক'রে?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী[১], সারাখুত্তি[২] যাওয়া আসা কত্তি নেগেচি, নুণ না থাকলি নুণ চেয়ে আনচি, তেলপলাডা[৩] তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কানতি নাগলো, গুড় চেয়ে দেলাম, বসিগার বাড়ী সাতপুরুষ খেয়ে মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকিনে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাডা বলে কলকাতার পচ্চিম, যারা কায়েদগার পইতি কত্তি চেয়েলো,- যে বামুন আচে, ইদিরি খেবিয়ে ওটা যায় না, আবার বামুন বেড়িয়ে তোলে।—ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপী না খুলি এসতি পারে না। পাড়াগায় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ন্যাকাপড়া দে'খে চাষা-গাঁ মানলে না। নোকে বলে, সউরে[৪] মেয়েগুনো কিছু ঠমক-মারা আর ঘয়ো বাজারে চেনা যায় না; কিন্তু বসিগার বৌ'র মত শান্ত মেয়ে ত আর চৌকি পড়ে না; গোমার মা পত্যই[৫] ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, একদিন মুখখান দ্যাখতি প্যান্সে না; যে দিন বে ক'রে আনলে, মোরা সেই দিন দেখেলাম, ভাবলাম, সউরে বাবুরো য়্যাংরাজ[৬] ঘাঁষা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ[৭] মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটি সর্ব্বদাই শাশুড়ীর সেবায় নিযুক্ত আছে?

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি? মোগার গোমার মা বলে, পাড়াতেও আষ্ট,[৮] ছোট বউ না থাকলি যে দিন গলায় দড়ীর খবর শুনেলো, সেই দিনই মাঠাকুরণ মরতো। শুনেলাম, সউরে মেয়েগুনো মিনষেগার ভ্যাড়া ক'রে আখে, আর মা বাপিরি না খাতি দিয়ে মারে; কিন্তু এ বউডোরে দে'খে জানলাম, এডা কেবল গুজব কথা।

গোপী। নবীন বোসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভালবাসে।

গোপ। মাঠাকুরণ যে পিরতিমির[৯] মধ্যি কারে ভাল না বাসেন, তাও তো দেখতি পাইনে। আর! মাগী যেন অন্নপূন্নো; তা তোমারা কি আর অন্ন একেচ[১০] যে, তিনি পূন্নো হবেন; গোডার নীলি বুড়রে খেয়েচে, বুড়ীরিও খাবে খাবে কত্তি নেগেচে—

গোপী। চুপ কর গুওটা, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার করবে।

গোপ। মুই কি করবো, তুমি তো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বিষ বা'র কত্তি নেগেচো। মোর কি সাধ, কুটীতি বসি গোডার শালারে গালাগালি করি?

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে, মিথ্যা মোকদ্দমা ক'রে মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মা'র এই মলিন দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।

গোপ। ব্যাঙের সর্দ্দি;—দেওয়ানজী মশাই, খাপা হবেন না,[১১] মুই পাগল ছাগল আচি একটা। তামাক সাজে আনবো?

গোপী। গুওটা, নন্দর বংশ, ভোগোলের[১২] শেষ।

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে; সাহেবরা আপনারা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটীতি দ পড়ে তো গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।

গোপী। তুই গুওটা বড় ভেমো।[১৩] আমি আর শুনতে চাই না; তুই যা, সাহেবের আসবার সময় হয়েছে।

গোপ। মুই চল্লাম, মোর ছ্দির হিসেবডা ক'রে মোরে কা'ল একটা টাকা দিতি হবে, মোরা গঙ্গাচ্ছানে যাব। (প্রস্থান।

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না। সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও পঞ্চাশ বিঘা নীল করিতে এক প্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পূর্ব্বমাঠের ধানী জমি কয়েকখানার জন্যই এত গোলমাল; নবীন বোসের দেওয়াই উচিত ছিল; শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে।—(সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকতে হয়।

(উডের প্রবেশ)

উড। এ কথা যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙ্গ নগরের কুঠীতে দাঙ্গা বড় হবে, লাঠিয়াল সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশ জন পোদ সড়কীওয়ালা যোগাড় ক'রে রাখবে। আমি যাবে, ছোট সাহেব যাব, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আনতে পারবে—

গোপী। বেটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কীওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে বেটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল,—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা, তেমনি করবে। শালা আমার কুঠির বদনাম ক'রে দিয়াছে। হারামজাদাকে কা'ল আমি গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মত হাকিম আইলে বজ্জাৎ সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বোসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এত দিন ভয়ানক হইয়া উঠিত। এখনও কি হয়

বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি, রাইয়তের পক্ষ; আর মফঃস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় করকে হামকো ডেক কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কম্‌মে ডর হ্যায়? গিদ্ধড়কী[১৪] শালা, তোমারা মোনাসেফ[১৫] না হোয় কাম ছোড় দেও।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, কাজেই ভয় হয়। সাবেক দেওয়ান কয়েদ হ'লে তার পুত্র ছয় মাসের বাকী মাহিয়ানা লইতে আসিয়াছিল; তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্‌লেন, দরখাস্ত করিলে পর হুকুম দিলেন, কাগজ-নিকাশ[১৬] ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্ম্মাবতার, চাকর কয়েদ হ'লে বিচার এই।

উড। আমি জানি না?—ও শালা পাজী, নেমকহারাম, বেইমান। মাহিয়ানার টাকায় তোদের কি হইয়া থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর, তবে কি ডেভলি কমিশন[১৭] হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাদরী সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছ. মাল কম পড়িলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব,— র‍্যাস্কাল্, কাউয়ার্ড, হেলিশ, নেভ্।

গোপী। আমরা, হুজুর, কসায়ের কুকুর, নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্ম্মাবতার, আপনারা যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুঠীর এত দুর্ণাম হইত না, আমীন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আমাকে "গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গালি দিত না।

উড। তুমি গুওটা ব্লাইণ্ড, তোমার চক্ষু নাই—(এক জন উমেদারের প্রবেশ) আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি, (আপনার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেতে যায় এবং রাইয়তদের সঙ্গে বিবাদ করে, তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্ম্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, "নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।"

গোপী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ; কর্ম্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেতে গমন করে

এবং খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে ; কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইলে শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে[18] অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রানন্দন[19] নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজনের ধান্যক্ষেত্র ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না। আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে। শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, খাতকদিগের সম্বৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয় ; বৎসরান্তে তামাক, ইক্ষু, তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে, অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া-বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে, তাহাতে তিন চারি মাস ঘর-খরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিম্বা খাতকেব অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিম্বা ধান্য বাকী পড়ে, তাহা বকেয়া বাকী বলিয়া নূতন খাতায় লিখিত হয় ; বকেয়া বাকী ক্রমে ক্রমে উসুল পড়িতে থাকে ; মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না ; সুতরাং যাহা বাকী পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় ; এই জন্য মহাজনেরা কখন কখন মাঠে যায়, ধানের কারকিত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজনা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে, তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন কোন অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্ব্বদাই ঋণে বিব্রত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমাম্‌দো" হইয়া যায় না—(জিব কাটিয়া)—ধর্ম্মাবতার, এই নেড়ে[20] হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ? নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস্ কেন? বজ্জাৎ, ইন্সেসচিউয়স ব্রুট!

গোপী। ধর্ম্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার[21] খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা ; কুঠীতে ডিসপেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা ; খুনগুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন,

মজুমদারের মোকদ্দমায় আমার অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য্য করিতে বলি, শালা অমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে; আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি, তুমি শালা না-লায়েক আছ। নবীন বোসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না?

গোপী। আপনি গরীবের মা বাপ, গরীব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বোসকে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপ্‌রাও, ইউ ব্যাষ্টার্ড অব্ হোরস বিচ্। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা?—শালা কাউয়ার্ড কায়েৎবাচ্ছা। (পদাঘাতে গোপীনাথের ভূমিতে পতন) কমিশনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্ব্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিস নিগার! (আর দুই পদাঘাত)—এই মুখে তোম্ ক্যাওট্‌কা মাফিক কাম ডেগা? শালা কায়েট, কালকো কাম ডেক্‌কে টোমকো আপসে জেলমে ভেজ ডেগা। (উড এবং উমেদারের প্রস্থান)

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া) সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন ক'রে? কি পদাঘাতই করেছে, বাপ! বেটা যেন আমার কালেজ-আউট বাবুদের গোঁপপরা মাগ।[২২] (নেপথ্যে। দেওয়ান, দেওয়ান!)

গোপী। বান্দা বাজির। এবার কার পালা—"প্রেমসিন্ধু-নীরে বহে নানা তরঙ্গ।" (গোপীর প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর। (আদুরী,—বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা! হা! কনে যাব? পরাণ ফেটে বা'র হলো, এমন করেও ম্যারেচে কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মাঠাকুরুণ দে'খে বুক ফ্যাটে ম'রে যাবে। কুটী ধ'রে নিয়ে গিয়েছে ভেবে তানারা গাচতলায় আঁচড়ি ক'রে কানতি নেগেচেন, কোলে ক'রে যে মোদের বাড়ী পানে আনলে, তা দেখতে পালেন না। (নেপথ্যে। আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব?)

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নাই।

(মূর্চ্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করত সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ)

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায় ?

আদুরী। তানারা গাছতলায় দেঁড়িয়ে দেখতি নেগেচেন, (তোরাপকে দেখাইয়া) ইনি যখন নে পেলিয়ে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম কুটী নিয়ে গ্যাল, তানারা গাচতলায় আঁচড়া-পিচড়ি কত্তি নেগলো, মুই নোক ডাকতি বাড়ী আলাম।—মরা ছেলে দে'খে মাঠাকরুণ কি বাঁচবে ? তোমরা একটু দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকি আনি। (আদুরীর প্রস্থান)। (পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। হা বিধাতঃ ! এমন লোককেও নিপাত করিলে ! এত লোকের অন্ন রহিত হইল ? বড় বাবু যে আর গাত্রোত্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মানুষকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথী তীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুরোধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আর দুর্দ্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না ; তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন ?

সাধু। বড়বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে কয়েক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কূয়ার জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড়বাবু বলিলেন, "আমি পঞ্চাশ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না !" এই স্থির করিয়া বড়বাবু আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর ! আমি আপনাকে পঞ্চাশ টাকা সেলামী দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গরীব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্য্যন্ত বুনন রহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে ; এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বেটা বল্লে, "যবনের[২৩] জেলে চোর-ডাকাতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্ত টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত প্রদান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু চক্রবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ হয়ে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুঠীর জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশ জন সড়কীওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল; ইহাদিগকে বড়বাবু একবার ডাকাতি মোকদ্দমা হইতে বাঁচাইয়াছেন; বেটারা বড়বাবুকে মারিতে একটু চক্ষু লজ্জা বোধ করিল। বড়সাহেব উঠিয়া জমাদারকে একটা ঘুষি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল। বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন; আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতর যাইতে পারিলাম না; তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়বাবুকে ঘেরাও করিতে একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ ক'রে বড়বাবুকে কোলে লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এটটু তফাৎ থাক, জানি কি, ধরা পাকড়া ক'রে নে যাবে; মোর উপর সুমুন্দিগার বড় গোসা, মারামারি হবে জানলি মুই কি নুকিয়ে থাকি? এটটু আগে যাতে পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচিয়ে আনতে পারতাম, আর দুই সুমুন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড়বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মধ্যি গেল, তা সুমুন্দিগার মারবো কখন?—আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি য্যাকবার বাঁচাতে পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি?

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বামহস্ত কাটিয়া যায়, বড়বাবুর বুকে একটু খোচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাম্।"[২৪]

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে ব'সে রোদন করিতেছে। আহা! —গরীব খেটে

খেগো লোক ; হস্তখানি একেবারে কাটিয়া গিয়াছে।—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল ?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরলে বেজী যেমন কাঁচম্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে তেম্নি বড় সাহেবের নাক কামড়ে লইয়া পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাঁটি[২৫] গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দেখাবো। এই দেখ—(ছিন্ন নাসিকা দেখান)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, স্মুন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম্ম আছেন, সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল ;[২৬] বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না ?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি লুকিয়ে থাকি, নাত করে পেলিয়ে যাব। স্মুন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেটিয়ে[২৭] দেবে।

(নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া তোরাপের প্রস্থান।)

সাধু। কর্ত্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না ; আপনি একবার ডাকুন দিকি।

পুরো। বড়বাবু, বড়বাবু, নবীনমাধব,—(সজল নয়নে)—প্রজাপালক, অন্নদাতা,—চক্ষু নাড়িতেছেন।—আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধন—বার্ত্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশ দিবস পাপ-পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না ; অদ্য পঞ্চম দিবস ; প্রত্যূষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং কহিলেন, "মাতঃ! যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনজনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা! রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পারিতাম। এখন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল, এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দু মাধবের মুখ চেয়ে

'আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব; তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেলো না।'—বলিয়া নবীনকে পঞ্চমবর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। (নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি) আসিতেছেন।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীগণের প্রবেশ) ভয় নাই, জীবিত আছেন,—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব, বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার কোথায়, কোথায়, কোথায়? উহুহু—

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সৈরিন্ধ্রী। (রোদন করিতে করিতে) ছোট বউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভ'রে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্ট)।

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিব্রতা সুলক্ষণা ভার্য্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়;—চক্ষু নাড়িতেছেন;—নির্ভয়ে সেবা কর!—সাধু, কর্ত্রীঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাক। (প্রস্থান)

সাধু। মাঠাকুরাণীর নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে কিন্তু মাথা দিয়া এমন আগুন বাহির হইতেছে যে, আমার গলা পুড়ে যাচ্ছে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন না কি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই। (প্রস্থান)

সৈরিন্ধ্রী। আহা! আহা! প্রাণনাথ! যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকট মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না?—(সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎস-হারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।—প্রাণনাথ! একবার নয়ন মেলে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী ব'লে ডেকে কর্ণকুহরে পরিতৃপ্ত কর; মধ্যাহ্ন সময় আমার সুখসূর্য্য

অস্তগত হইল ; আমার বিপিনের উপায় কি হবে ? (রোদন করিতে করিতে নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন ।)

সর । ওগো, তোমরা দিদিকে কোলে ক'রে ধর ।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম। আহা ! এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুঠীতে ধ'রে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না, নীলকুঠী তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমার, আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয় ; মামারা আমাকে মানুষ করেন। আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর ক'রে তুলে নিয়ে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন ; আমি জনকজননীর শোক ভুলে গিয়াছিলাম ; প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন ;—(দীর্ঘ-নিঃশ্বাস)। আমার সকল শোক নূতন হইতেছে। আহা! সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে পামি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব। (ভূতলে পতন)।

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি ? উতলা হও কেন ? মা, বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আনতে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরিন্ধ্রী। সেজো ঠাকুরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম ; আল্পনায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, "যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই ;" সেজো ঠাকুরুণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন ; আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী, অবিরল অমৃতমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী, স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন, বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশদিক আলোকরা শ্বশুর ; শারদ-কৌমুদী-বিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখিতেছি,—আমি এখনও জীবিত আছি—রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণ শ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যেই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো!

তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হ'তে ডেকে এনে দাও, আমি এক বার (সাশ্রুনয়নে) —বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি। (মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা।

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না। (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাকৃতো, তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মরতেন।

সৈরি। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন, এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাকবে। প্রাণনাথ! তুমি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দীনপালক; তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত, দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা আহা মরি, মরি, এ কি সর্ব্বনাশ।
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস॥
কি করিব কোথা যাব, কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ-বান্ধব কর, বিপদে বিধান॥
রক্ষ রক্ষ রমানাথ রমণীবিভব।
নীলানলে হয় নাশ, নবীনমাধব॥
কোথা নাথ দীননাথ! প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়॥
(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস)
পরিহরি পরিজন, পরমেশ-পায়।
লয় গতি, দিয়ে পতি বিপদে বিদায়॥
দয়ার পয়োধি তুমি পতিত-পাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ, জীবন-জীবন॥

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখবিকৃতি করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপনয়নে কখন তো দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা! আহা! ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভালবাসেন যে, অজ্ঞানতাবশতঃ একটু রুষ্টচক্ষে চাহিয়া সরলতা চাঁপাফুল বালির খোলায়

ফেলিয়া দিয়াছেন।—দিদি, কেঁদো না ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে, তোমায় আবার চুম্বন করবেন এবং আদরে পাগলীর মেয়ে বলবেন।

সাবিত্রী। (গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে) প্রসব-বেদনার মত আর বেদনা নাই; কিন্তু যে অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে করিতে) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিঠি লিখে কর্ত্তারে না মারতো, তবে সোনার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাততালি)

সকলে আহা! আহা! পাগল হয়েছেন।

সাবিত্রী। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ, ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কর্ত্তার নাম ক'রে খোকার মুখে একবার চুমো খাই।—(নবীনের মুখচুম্বন)

সৈরি। মা, আমি যে তোমার বড় বউ; মা, দেখতে পাচ্চ না? তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে রয়েছেন, কথা কহিতে পাচ্চেন না।

সাবিত্রী। ভাতের সময় কথা ফুটবে।—আহা! হা! কর্ত্তা থাকলে আজ কত আনন্দ, কত বাজনা বাজতো—(ক্রন্দন)।

সৈরি। সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ! ঠাকুরুণ পাগল হলেন।

সর। দিদি, জননীকে বিছানা-ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবিত্রী। এমন চিটিও লিখেছিলে—এত আহ্লাদের দিন বাজনা হলো না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সরলতার নিকট গিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, বিবি ঠাকুরুণ আর একখানা চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কর্ত্তারে ফিরে এনে দাও; তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো! তুমি আমাকে জননী অপেক্ষা স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যম-যন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম! (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দে'খে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবিত্রী। খানকী বিটি, পাজী বিটি, মেলোচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি?—(হস্ত ছাড়ায়ন)।

সর। মা গো! আমি তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিয়া) মা! আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবিত্রী। খুব হয়েচে, গস্তানি বিটি ম'রে গিয়েছে, কর্ত্তা আমার স্বর্গে গিয়েচেন, তুই আবাগী নরকে যাবি,—(হাস্য করিতে করিতে করতালি)।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহা! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শ্বাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে! (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এসো।

সাবিত্রী। দাইবউ, ছেলে একা রেখে এলে বাছা, আমি যাই।

(দৌড়ে নবীনের নিকটে উপবেশন।)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগো মা, তুমি যে ব'লে থাক, ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোট বউরি না খেবিয়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোট বউরি খানকি ব'লে গাল দিলে? হ্যাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোনচো না, মোরা তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবিত্রী। আমার ছেলের আটকৌড়ের[২৮] দিন আসিস, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উঠবে, তুমি পাগল হইও না।

সাবিত্রী। তুমি জানলে কেমন ক'রে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, 'বউমার ছেলে হ'লে 'নবীনমাধব' নাম রাখবো।" আমি খোকা পেয়েছি, ঐ নাম রাখবো। কর্ত্তা বলতেন, "কবে খোকা হবে, 'নবীনমাধব' ব'লে ডাকবো" (ক্রন্দন)। যদি বেঁচে থাকতেন, আজ সে সাধ পূরতো। (নেপথ্যে শব্দ) ঐ বাজনা এয়েচে,—(হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ, উঠে ও ঘরে যাও।

(কবিরাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ। সরলতা, রেবতী ও প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান। সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা)

সাধু। এই যে মাঠাকুরুণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবিত্রী। (রোদন করিয়া) আমার কর্ত্তা নেই ব'লে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল বাড়ী রেখে এলে?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞান আচে, উনি য্যাকবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ মরা হালদারোর বলচেন, "মোর কচি ছেলে," ছোট হালদার্ণিকে বিবি হ'লে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্ণি কেঁদে ককাতি

নেগলো। তোমাদের বলচেন, বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

কবি। (নবীনের নিকটে উপস্থিত হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসিনী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা, সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক—কর্ত্রীঠাকুরুণ, হস্ত দেন—(হাত বাড়াইয়া)

সাবিত্রী। তুই আঁটকুড়ীর ব্যাটা, কুটীর নোক, তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস কেন? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখানা চেলীর শাড়ী দেব। (প্রস্থান)

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হাত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যমাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারা অন্য বিষয়ে গো-বৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল, ব্যয়বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্ত্তব্য।

সাধু। ছোটবাবুকে ডাক্তার সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে। (চারি জন জ্ঞাতির প্রবেশ)

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময় কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে। কি দুর্দ্দৈব! অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুই শত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার মার করিতেছে এবং "হা বড়বাবু, হা বড়বাবু" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহাদিগের স্ব স্ব গৃহে যাইতে কহিলাম। যেহেতু, একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ টার্পিন তৈল লেপন কর, পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা বাধ্যাধিক্যের মূল; কোনরূপ কথাবার্ত্তা এখানে না হয়।

(কবিরাজ, সাধুচরণ ও জ্ঞাতিগণের একদিকে এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান। সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর। ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি—এক দিকে সাধুচরণ অপর দিকে রেবতী উপবিষ্ট।

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছানা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমনধারা কেন কচ্চো মা? বিছানা ঝেড়ে দিইচি মা, বিছেনায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের কাঁ্যাতার উপরে তোমার কাকীমারা যে নেপ দিয়েছে, তাই তো পেড়ে দিয়েছি মা!

ক্ষেত্র। সাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, ম'রে গ্যালাম, আরে মলাম রে; বাবার দিগি ফিরয়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরাইয়া, স্বগত) শয্যাকণ্টকি মরণের পূর্ব্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনেচি মা; তোমার যে চুহুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি তো আহ্লাদ করিলে না মা!

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে—সেমোন্তোনের সমে মোরে সাঁকৃতির [২৯] মালা দিতি হবে। আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েচে, করবো কি; বাপো রে বাপো ঃ! (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া) সোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েছে,—দেখ দেখ মার চকির মণি কনে গ্যাল!

সাধু। ক্ষেত্রমণি! ক্ষেত্রমণি! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ না মা!

ক্ষেত্র। খোস্তা, কুড়ুল, মা। বাবা! আঃ! (পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাকবে— (অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত)

সাধু। কোলে তুলিস্ নে, টাল যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম! আহা হা! হারাণ যে মোর মউরচড়া[৩০] কার্ত্তিক, মুই হারাণের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন ক'রে! বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এলো না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখ থেকে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁট-কুড়ীর ব্যাটা, এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খ'সে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দোউত্রো[৩১] হয়েলো; রক্তোর দলা, তবু সব

গড়ন দেয়েলো। আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড়সাহেব বড়বাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না!

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে, দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব?

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ—হু—হু হু—

রেবতী। নমীর আৎ[৩২] বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি? মোরে মা ব'লে ডাকবে কেডা?' এই কত্তি নিয়ে এইলে— (সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ কর, এখন কাঁদিস্‌নে, টাল যাবে।

(রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ)

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই, যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল, তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে। এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি। বোধ হইতেছে, চরম কালের পূর্ব্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে; এত পুরু ক'রে বিছানা করে দেলাম, তবু মা মোর ছটফট কচ্চেন, আর একটু ভাল ওষদ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর বড় সাধের কুটুম্ব গো! (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ। "ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান; পিতামাতার শেষ পর্য্যন্ত আশ্বাস, দেখুন, যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক। পূর্ণমাত্রা সূচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্য বউরাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়। (রাইচরণের প্রস্থান)

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো[৩৩] কি চেতন আছেন, তা আপনি আলোচাল হাতে ক'রে মোর ক্ষেত্রমণিরি দেকৃত্তি আসবেন? মোর কপাল হতেই মাঠাকুরুণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ; ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতোছ; বোধ হয়, কর্ত্রীঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অন্ত কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর-নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড় বাবু স্বীয় পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্ব্বাপিত করিলেন। কমিশনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করিতে পারি, ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদুরিকাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারেরে হৈ-হৈ শব্দে নির্দ্দয় ডাকাইতেরা সুশীল সুবিদ্বান একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমা সুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাস গর্ভবতী সহধর্ম্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সপ্তপুরুষার্জ্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণ পূর্ব্বক আমার চক্ষু তলোয়ার ফলাকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুঠি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি; দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল মুখে দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদগতির উপায়ানুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সাংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল; বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, "বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোর কাছে কিছু লইতে পারি না। আমি যে বেহারায়[৩৪] আসিয়াছি, সেই বেহারায় যাইব, তাহাদের তোমায় কিছু দিতে হবে না।" দুঃশাসন ডাক্তার হ'লে কর্ত্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত, বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্ম্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে ক'রে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর-অত্যাচারে অন্নাভাব দেখে ক্ষেত্রমণির নাম ক'রে ডাক্তারবাবু আমারে দুই টাকা দিয়ে গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হ'লে, হাত না ধ'রে বলতো, বাঁচবে না. আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্ব্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচিয়ে দেয়। (চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ।

কবি। চালগুলি প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিও না।—এ বাটিটি অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেছেন, গাল্ চেপড়ে মরেন ব'লে হাত দুটো দড়ী দিয়ে বেঁদে একেচে!

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

(ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না. চক্ষের ভাব দেখুন দিকি—রাইচরণ, এ দিকে আয়।

রেবতী। ও মা! মোর কপালে কি হলো! ও মা! হারাণের রূপ ভোলবো কেমন ক'রে? বাপো! বাপো! ও ক্ষেত্র! ও ক্ষেত্র! ক্ষেত্রমণি, মা! আর কি কথা কবা না! মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো! (ক্রন্দন)

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্ ধর্।

(সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বাহিরে লইয়া যাওন)

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেসিয়ে দিতি পারবো না। মা রে, মুই কনে যাব রে? সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে। মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে! হো, হো, হো!

কবি। মরি! মরি! মরি! জননীর কি পরিতাপ। সন্তান না হওয়াই ভাল। (প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান।

(নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবিত্রী। আয় রে আমার যাদুমণির ঘুম আয়! গোপাল আমার বুকজুড়ানো ধন; সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে—

(মুখচুম্বন)। বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে। (মস্তকে হস্তার্পণ) আহা মরি! মরি! মশায় কামড়ে করেচে কি? গর্ম্মি হয় ব'লে কি করবো, আর মশারি না খাটিয়ে শোব না—(বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) ম'রে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কাম্‌ড়েচে বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফটে বেরুচ্চো বাছার বিছানাটা কেউ ক'রে দেয় না; গোপালেরে শোয়াই কেমন ক'রে? আমার কি আর কেউ আচে, কত্তার সঙ্গে সব গিয়েচে (রোদন)। ছেলে কোলে ক'রে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি! (নবীনের মুখাবলোকন করিয়া) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখচুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখে আমি সব দুঃখ ভূলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না। (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও গোপাল আমার, মাই খাও।—গস্তানি[৩৫] বিটির পায় ধরলাম, তবু কর্ত্তারে একবার এনে দিলে না, গোপালের দুধ যোগান ক'রে দিয়ে আবার যেতেন; বিটির সঙ্গে যে ভাব, বিটি লিখলিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার হাতে রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়ে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না। চীৎকার ক'রে কাঁদিতে লাগিলাম, তবু আমারে শাঁখা পরিয়ে দিলে। প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়ে গহনা পরা সাজেও না; হাতে ফোস্কা হয়েচে, (রোদন)। আমার শাঁখা পরা যে ঘুচিয়েচে, তার হাতের শাঁখা যেন তেরাত্রের মধ্যে নামে—(মাটীতে অঙ্গুলি মটকান) আপনি বিছানা করি—(মনে মনে বিছানা পাতন মাদুরটো কাচা হয় নাই; (হস্ত বাড়াইয়া) বালিসটে নাগাল পাইনে; কাঁতাখান ময়লা হয়েচে। (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই! (আস্তে আস্তে নবীনের মৃতশরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা? স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাক; থুতকুড়ি দিয়ে যাই—(বুকে থুথু দেওন) বিবি বেটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেলবো, বাছারে চোখ ছাড়া করবো না। আমি গণ্ডী দিয়ে যাই।—(অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃতশরীর বেড়িয়া ঘরের মেজেয় দাগ দিতে দিতে মন্ত্রপঠন)

সাপের ফেনা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চড়োক পাক॥
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুতরো ফুল॥
নীলের বীচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া॥

হয়ে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডী॥

(সরলতার প্রবেশ)

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন?—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন! বোধ করি, প্রাণকান্ত পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তি বশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে! তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবাকে সধবা কর; বিদেশীকে দেশে আন; তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খলচ্ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি; তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই; তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃত-পুত্রকে কিরূপে আনিলেন? জীবিতনাথ পিতা-ভ্রাতা-বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি; আমি কি এত অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে, অবনী আবৃত; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত; প্রাণীমাত্রেই কালনিদ্রাস্বরূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকলি নীরব; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল, তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুকুরগণের ভীষণ শব্দ। এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে, জননী, তুমি কিরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃতপুত্রকে আনয়ন করিলে?

(মৃতশরীরের নিকট গমন)

সাবিত্রী। আমি গণ্ডী দিইচি, গণ্ডীর ভিতরে এলি?

সর। আহা! এমন দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকিবে না। (ক্রন্দন)

সাবিত্রী। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস্? ও সর্ব্বনাশি, রাঁড়ি, আঁটকুড়ীর মেয়ে! তোর ভাতার মরুক; বার্ হ, এখান থেহে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার করবো।

সর। আহা! আমার শশুর-শাশুড়ীর এমন সুবর্ণ-ষড়ানন জলের মধ্যে গেল।

সাবিত্রী। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্‌নে, তোরে বারণ কচ্চি, ভাতারখাগি[৩৬]! তোর মরণ ঘুনিয়ে এয়েচে দেখচি। (কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন

সর। আহা, কৃতান্তের-করাল কর কি নিষ্ঠুর! আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবিত্রী। আবার ডাকচিস্‌, আবার ডাকচিস্‌। (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপিয়া ধরিয়া ভূমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি! এই তোরে পেড়ে ফেলি - (গলায় পা দিয়া দণ্ডায়মান)। আমার কর্ত্তারে খেয়েচো, আবার আমার দুধের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাকচো। মর্‌ মর্‌ মর্‌ মর্‌—(গলার উপর নৃত্য)

সর। গ্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ! (সরলতার মৃত্যু)

(বিন্দুমাধবের প্রবেশ)।

বিন্দু। এই যে এখানে পড়িয়া রহিয়াছে। ও মা! ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে? জননি! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(রোদনানন্ত সরলতার মুখচুম্বন)।

সাবিত্রী। কামড়ে মেরে ফেল্‌ নচ্ছার বিটিকে; আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছিল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলেচি।

বিন্দু। হে মাতঃ! জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া, নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাতবিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম[৩৭] হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না? জ্ঞান সঞ্চার আর না হওয়াই ভাল। আহা! মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর প্রাচীরে বেষ্টিত; শোক-শার্দ্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম।- মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবিত্রী। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে, জননি! পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবিত্রী। কি? নবীন আমার নেই?—নবীন আমার নেই? মরি মরি! বাবা আমার, সোনার বিন্দুমাধব আমার! আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি? ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়ে মেরে ফেলেচি? (সরলতার মৃতশরীর অঙ্কে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন) আহা হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়েও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ ক'রে আমার বুক ফেটে গেল, হো, ও, মা।

(সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভূতলে পতনানন্তর মৃত্যু)

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম, তাহাই ঘটিল! মাতার জ্ঞানসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল! কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়ে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল? (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধূলি মস্তকে দি—(চরণের ধূলি মস্তকে দেওন)।—জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন[৩৮] করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি—

(চরণের ধূলি ভক্ষণ) (সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ)

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরম সুখে থাকবে। এ কি, এ কি! শাশুড়ী ব'য়ে এরূপ প'ড়ে কেন?

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করেছেন, তৎপরে সহসা জ্ঞানসঞ্চার হওয়াতে আপনি সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন ক'রে! কি সর্ব্বনাশ! কি হলো, কি হলো,! আহা আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ী তুমি যে আজো খোঁপায় দেওনি। আহা, আহা! আর তুমি দিদি ব'লে ডাকবে না (রোদন) —ঠাকরুণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে আমায় যেতে দিলে না। ও মা! তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে এক দিনও মনে করি নি।

(আদুরীর প্রবেশ)

আদুরী। বিপিন ডরিয়ে উটেচে, বড় হালদার্ণি শীগ্‌গির এস।

সৈরি! তুই সেইখান হ'তে ডাকতে পারিস নি, একা রেকে এইচিস্?

(আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান)

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুবনক্ষত্র।—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ

নবীন দুর্ব্বাদলাবৃত ক্ষেত্র ; অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুহ ; কোথায় সন্তোষ-সঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটির বিরাজমান ; কোথাও নবদুর্ব্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা ; আহা ! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিততানে এবং প্রস্ফুটিত-বন-প্রসূন-সৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেথার স্বরূপ চিড়-দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহ কূল ভগ্ন হইয়া গভীর নিম্নে নিমগ্ন ! কি পরিতাপ ! স্বরপুরনিবাসী বসুকুল নীলকীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল ! আহা—নীলের কি করাল কর !

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ,
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত দুখ ;
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন,
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন ;
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী,
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী ;
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার,
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার,
শোকশূলে মাখা হলো বিষ-বিড়ম্বনা,
তখনি মলেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা।
কোথা পিতা, কোথা পিতা, ডাকি অনিবার,
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।
জননী জননী ব'লে চারিদিকে চাই,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই ;
মা ব'লে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে,
বাছা ব'লে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে ;
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা,
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা, ;
সুখাবহ সহোদর, জীবনের ভাই,
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই ;
নয়ন মেলিয়া দাদা, দেখ একবার,
বাড়ী আসিয়াছে, বিন্দুমাধব তোমার।
আহা ! আহা ! মরি মরি বুক ফেটে যায়,

প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায় ;
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা,
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না,
সহাস-বদনে সতী, সুমধুর স্বরে,
বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধ'রে ;
অমৃত-পঠনে মম হতো বিমোহিত,
বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ-সঙ্গীত ;
সরলা সরোজকান্তি, কিবা মনোহর !
আলো করেছিল মম দেহ-সরোবর ;
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়,
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময় ;
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার,
পিতামাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

আহা ! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল ? —তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়।—আহা ! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর !

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকম্ ।

পরিশিষ্ট

নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১) এবং তার আগেও নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে বহু গান রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের নীল চাষীরা দল বেঁধে এই সব গান গাইতো। রেভারেণ্ড জেমস লং নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের বীভৎস রূপ উদ্‌ঘাটিত করে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকাতেও বহু গান সন্নিবিষ্ট ছিল। এখানে নমুনা স্বরূপ তিনটি গান উদ্ধৃত করা হলো।

(গান। কবির সুর)

১। বলতে দুখে বুক বিদরে, ওয়েলস্ অবিচার ক'রে,
নির্দোষী লংকে[১] ধোরে, একটি মাস ম্যাদ দিয়েছে।
ওয়েলস, পিকক, জাকাসনে,[২] বসিয়া বিচারাসনে,
…হাজার টাকা ফাইন[৩] (কোরেছে)॥
নিদারুণ সেনটেন্স শুনে, সিংহবাবু[৪] দয়াগুণে,
হাজার টাকা দিলেন গুণে, ওয়ালটার ব্রেট তায় তাক হয়েছে।
ইংলণ্ডেশ্বরি শুন, পিউনির সকল গুণ,
আইনে যে সুনিপুণ, এবার তো বেরিয়ে পড়েছে।
যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এই বিধাতা,
সেই অবধি দেখি মাতা, রেস হেট্রেড খুব চেগেছে॥
বেঞ্চে বাতুলের মত, লম্ফ-ঝম্প করে কত,
আবার বলে আমার মত, কেবা জাজা হেথা এসেছে।
কিন্তু পিল সিটন আদি, এক এক বুদ্ধির কাঁদি,
তাদের লাগি আজো কাঁদি, হায় কি বিচার কোরে গেছে॥
মহারাণী তোমা প্রতি, এইক্ষণে এই মিনতি,
ওয়েল্‌স পাপে দেও মুকতি, ধীরাজ এই বলিতেছে॥ (ধীরাজকৃত)

২। নীল-বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ[৫] মলো লংএর হলো কারাগার॥
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।
রাম সীতার কারণে সুগ্রীবে মিতালী ক'রে বধে রাবণে,
যত সওদাগররা সহায় এদের…দুটো এডিটার।[৬]
এখন স্পষ্ট লেখা ঘুচে গ্যালো, জাজা সাহেব এক অবতার।
যত…রাজত্ব হলো সাধুর পক্ষে গঙ্গাপার॥ (বিদ্যাভূনীকৃত)

রাগ সুরট-মল্লার—তাল আড়া-ঠেকা।

৩। নীলদর্পণে লং সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে।
নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেচে ॥
কারো···কার, তাদের উপর অত্যাচার,
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে ॥
ইডন, গ্রাণ্ট মহামতি, ন্যায়বান উভয়ে অতি,
করিতে প্রজার গতি, কত চেষ্টা পাইতেছে ॥
ইণ্ডিগো রিপোর্ট পোড়ে, কে না অন্তরে পোড়ে,
তবু নীলিরা নোড়ে চোড়ে পোড়ার মুখ দেখাইতেছে ॥

১। রেভারেণ্ড জেমস লং। ২ এবং ৩। ওয়েলস, পিকক, জ্যাকসনকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ লং-এর এক মাস জেল এবং এক হাজার টাকা জরিমানা করে। ৪। কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করেন। ৫। হরিশ মুখার্জী (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) ৬। দু'টো এডিটর বলতে Englishman এবং Hurkara পত্রিকার সম্পাদকদের বোঝানো হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। গাঁতি—জমিদারের অধীনে জোতজমা; ছোট তালুক (গ্রন্থন শব্দর)। ২। পত্তনী—নির্দিষ্ট খাজনা বা মেয়াদে বন্দোবস্ত করা জমিদারির অংশ। ৩। দামড়া—বলদ। ৪। আসধান—আউস ধান। ৫। সাহকুঠির জল খাওয়াইবে—ধরে নিয়ে গিয়ে কুঠিতে আটক করবে এবং তারপর এক কুঠি থেকে অন্য কুঠিতে চালান করতে থাকবে। ৬। প্যায়দায়—পেয়াদায়। ৭। অবধান—প্রণাম; প্রণিধান।

প্রথম অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৮। মুমুন্দি—সম্বন্ধী। এখানে গালাগাল—শালা। ৯। বাগ—বাঘ। ১০। রোক্—আক্রোশ, তেজ। ১১। খালে—খেলো। ১২। দাগ মারলে—দাগ দিল অর্থাৎ চিহ্নিত করলো। নীল করেরা বাছা বাছা উর্বরা জমি নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করতো। ঐ সব জমিতে নীল চাষ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৩। কুড়ো—বিঘা। ১৪। কাটা—কাঠা (পূর্বের হিসাব অনুযায়ী ২৫ সেরে এক কাঠা চাল হতো। বর্তমানের ১ কিলো = ১ সের ৬ তোলার মত)। ১৫ খাতি—খেতে। ১৬। গোড়চার = শুয়োটার (গালাগালি)। ১৭। নোনা—নোনা জল নোনা ফেলা আছে—নোনা জল ঢুকে নষ্ট হয়ে আছে। ১৮। কারকিত—চাষের কাজ। ১৯। বিদেকাটি—ক্ষেতের আগাছা নষ্ট করে দেবার জন্য ব্যবহৃত লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠ। ২০। শেসিয়ে = শাসিয়ে ২১। কুটি—কুঠি, অর্থাৎ নীলকুঠি।

প্রথম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

২২। না-লায়েক—(আরবি লা'য়ক শব্দজাত লায়েক) নাবালক, অনুপযুক্ত। ২৩। শ্যামচাঁদ—রায় তদের ওপর অত্যাচারের জন্যে বিশেষ ধরনের চামড়ার তৈরী চাবুক। ২৪। বেগোর-ব্যতীত

২৫। দোরস্ত—(ফারসী দুরুসত্‌ জাত) দোরস্ত বা দুরস্ত অর্থ—সিধে; সোজা। ২৬। কায়েটকা—কায়স্থের। ২৭। ক্যাওটকো—কৈবর্তকে। দেওয়ানি কাম · কাম দেগা—দেওয়ানির কাজ আর কোনও কায়স্থকে দিয়ে হবে না. তোমাকে জুতো মেরে বের করে দিয়ে আমি একজন কৈবর্তকে এই কাজ দেবো। ২৮। কেন্তারে ..লেয়—কিভাবে টাকা নেয়। ২৯। মাইন্দার—ক্ষেতমজুর। ৩০। যা ম্যাকে নিতি চাচ্চে—যা লিখে নিতে চাইছে। ৩১। দাদন—(ফারসী দাদনী শব্দ) কোন জিনিস প্রস্তুত বা উৎপাদন করে সরবরাহ করার অঙ্গীকারে দত্ত অগ্রিম অর্থ। নীলচাষ করার জন্য এমনি দাদন দেওয়া হতো। দাদন দেওয়া হতো জোর করে। অগ্রিম অর্থ দিয়ে চিহ্নিত জমিতে চাষ করতে চাষীরা বাধ্য হতো।

প্রথম অঙ্ক / চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

৩২। মুই ..মরবো—আমি এখন কোথায় খুঁজে মরবো। ৩৩। খামাতে—খামার থেকে। ৩৪। মোইখান—মইখানা। ৩৫। ডান—ডাইনি। ৩৬। .বতাল—বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প। ৩৭। সাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ৩৮। নাড়ের বিয়ে—রাঁড়ের বা বিধবার বিয়ে। ৩৯। আজাদের—রাজাদের। রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮২-১৮৬৭) বিখ্যাত পণ্ডিত ও 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত অভিধানের সংকলক। তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজের মুখপাত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্রের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ৪০। বাউ—বাউটি (এক প্রকার গহনা)। ৪১। কসবীদের—বেশ্যাদের। ৪২। নাম লেখলেই হয়—থানায় গণিকা হিসেবে নাম রেজেষ্ট্রী করে প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি করলেই হয়। ৪৩। গস্তানি—কুলটা। ৪৪। কুটির কামরাঙ্গার—কুঠির কামরায়। ৪৫। প্যাঞ্জির—পেঁয়াজের। ৪৬। নেটেলা—লাঠিয়াল। ৪৭। য়্যাকিই—একেতেই। ৪৮। কুটেল—কুঠিয়াল। ৪৯। ম্যাচেরটক—ম্যাজিষ্ট্রেট। ৫০। ম্যাদ- মেয়াদ। ৫১। পিল—আপিল। ৫২। জ্যালার—জেলার। ৫৩। নাজা-পাকড়ি - লাল পাগড়ি। ৫৪। তেরোয়াল—তরবারি।

দ্বিতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। কুঁদির মুখে বাঁক্ থাকবে না—কুঁদোর ওপরে রেখে কাঠের জিনিস চেঁছে সোজা করা হয়। ২। চকি—চোখে। ৩। আগদিনি—দেখ দেখিনি। ৪। তবাদি—পর্যন্ত। ৫। অক্ত—রক্ত। ৬। ঝোজানি দিয়ে পড়ছে—গড়িয়ে পড়েছে। ৭। প্যারেকের—লোহার পেরেকের। ৮। লৌ—রক্ত। ৯। মাটে—মাঠে। ১০। থাপ্‌পোড়—চড়। ১১। চাবালিডে—চোয়ালটা। ১২। সেমন ভনের—সীমন্তোন্নয়ন (গর্ভিণীর সংস্কার বিশেষ) ১৩। সমে—সময়। ১৪। নড়্‌ই বেদলো—লড়াই বাধলো। ১৫। ইকমুল—আটক। ১৬। ঘোঁটা—আলোড়ন; ঘোঁটা...বেগেচে—তোলপাড় শুরু করেছে। ১৭। গাংপার—নদী পার; .এক্ষেত্রে বদলি। ১৮। কোমেট—কমিটি। ১৯। গাঁতবার—গাঁথবার; এক্ষেত্রে দলে টানবার। ২০। ছাবাল—ছেলে। ২১। মামদো—(মহম্মদীয়) মুসলমান ভূত (তুলনীয় ব্রাহ্ম+ভূত=ব্রহ্মদৈত্য)। ২২। অস্তেরা—খবর। ২৩। এগোনের গারনাল—আগেকার গভর্ণর। ২৪। আইবুড়ো ভাত—পুত্র কন্যারবিয়ের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিশেষভাবে পরিতোষ করে খাওয়ানো। এখানে—আদর যত্নের ভোজ বোঝাচ্ছে। ২৫। খাম্রির—অশ্লীল গালাগালি। ২৬। নচা কথা—রচা কথা অর্থাৎ কাল্পনিক গল্প। ২৭। সোমোজ—বুঝ। ২৮। অয়পুরুষ—অপরূপ। ২৯। গজেন্দ্রগামিনী—

হবির মতো চলমান নারী। এখানে উপবিষ্ট পুরুষের সঙ্গে এই উপমা দান মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৩০। কুড়ো—জমির মাপ; দশ হাজার বর্গগজ পরিমিত জমি। ৩১। আদাখ্যাচড়া—অর্ধেক শেষ অর্ধেক বাকি রেখে কাজ করা। ৩২। ব্যাত্রম—অপমান। ৩৩। মার্গ—মার্ক। মার্গ মারালে—দাগ দিতে বাধ্য করলো। ৩৪। হিরভিতি—কারসাজি। ৩৫। আম—গ্রাম। ৩৬। রামকান্ত—শ্যামচাঁদের মতো এক রকম চাবুক। ৩৭। নাদনা—মোটা লাঠি। ৩৮। মাজী—মাজি বাউরা—পাগল। ৪০। প্যাজ—পয়জার ....হলো—পরিশ্রমের মূল্য তো পাওয়াই গেল না, বরং অপমানিত হতে হলো। ৪১। ভাবরার—গরম জলীয় বাষ্পপূর্ণ ঘর।

দ্বিতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৪২। বঙ্গভাষায় সেক্সপীয়রের কথা—এখানে সে যুগের কলেজে পড়া ছেলেদের রুচি, সংস্কৃতির পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে সেক্সপীয়রের কথা এসেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে সময় দীনবন্ধু তাঁর নাটক লেখেন তার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই সেক্সপীয়রের রচনাবলী বাংলা ভাষায় গল্পাকারে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫২-এ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ Lamb's Tales From Shakespeare অনুবাদ করে 'অপূর্বোপাখ্যান' নামে প্রকাশ করেন। এরও আগে ১৮৪৮-এ গুরুদাস হাজরা 'রোমিও জুলিয়েটের মনোহার উপাখ্যান' প্রকাশ করেন। ১৮৫৩-এ Edward Roer-এর "ল্যাম্বস কৃত নাটকের মর্মানুবাদ" (অর্থাৎ Lamb's Tales from Shakespeare-এর মর্মানুবাদ) প্রকাশিত হয়। ১৮৫২-এ প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষ-এর নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' Shakespeare-এর Merchant of Venice-এর মর্মানুবাদ। সুতরাং এই সব বইগুলিই নীল দর্পণ রচনার (১৮৬০) পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই সেক্সপীয়র সম্পর্কে সে যুগের কলেজের ছাত্র এবং আলোকপ্রাপ্তা নারীদের মধ্যে যে ঔৎসুক্য থাকবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

দ্বিতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৪৩। যেঁটে—লগুড়। ৪৪। নয়ান—নয়ন। ৪৫। দুটো—দু'টি। ৪৬। বকনা—বাছুর। ৪৭। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা—গ্রাম্য প্রবাদ—ধোপারা ভ্যালার আঠা দিয়ে কাপড়ে যে দাগ দেয় তা আর ওঠে না। তেমনি নীলকররা দাদন দিয়ে জমিতে দাগ দিলে তাতে নীল চাষ না করে উপায় নেই। ৪৮। পুটঠাকুরকে—পুরুত ঠাকুরকে। ৪৯। অম্বিংস্ত .. কৃত: এই নির্গুণ গাত্রে সন্তান জন্মানো শ্রেয় নয়। পদ্মরাগ মণি আকরে অর্থাৎ খনিতেই জন্মায়, কাঁচের গাদায় নয়।

তৃতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। নীলকর সংঘ (Planters' Assoiation)-এর আবেদন অনুসারে ১৮৬০-এর ৩১ মার্চ নতুন আইন পাশ হয়। এই আইনে প্রজারা শর্তের চুক্তি ভঙ্গ করলে সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা হয়। ২। খবরের কাগজে—ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের দেশীয় সংবাদপত্রে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮২২-এর সমাচার দর্পণ, ১৮৫৩-এ প্রকাশিত Hindoo Patriot-এ নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হয়। ৩। আপনাদের কাগজে—অর্থাৎ ইউরোপীয়ানদের পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রে। এখানে Englishman প্রমুখ পত্রিকার কথা বলা হয়েছে। ৪। বাটনেকা—বৈঠকখানা; বসবার ঘর।

তৃতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৫। কত্তে—কোথা থেকে। ৬। রোকা—(আরবী রুক্‌আ থেকে) ক্ষুদ্র পত্র। ৭। হে লেপ-টেনান্ট গভর্ণর—ঐ সময়ে লেপটেনান্ট গভর্ণর ছিলেন স্যার পিটার গ্র্যান্ট। ১৮৬০-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি একটি মন্তব্যে (Minute) লেখেন : "আমি জলপথে ষ্টীমারে কুমার ও কালীগঙ্গা নদী দিয়ে নদীয়া, যশোহর এবং পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে নদীর দুই ধারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬০।৭০ মাইল কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে রায়তেরা প্রার্থনা করতে লাগলো, তাদের যেন আর নীল চাষ করতে বাধ্য করা না হয়। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুও ছিল। এই সব লোক দু'ধারের বহু দূর দূরান্তরের গ্রাম থেকে এসেছিল।"

স্যার পিটার গ্র্যান্ট এই দৃশ্য দেখে খুবই বিচলিত হন। এর পরেই তিনি এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে রায়তদের জানান যে ভবিষ্যতে এমন ব্যবস্থা হবে যাতে তারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষ করতে বাধ্য না হয়। এই জন্যই নবীনমাধব স্যার গ্র্যান্ট-এর উদ্দেশ্যে এই রকম উক্তি করেছেন। ৮। নেটালেতে—লাঠিয়ালে।

তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৯। এমান—ইমান ; ধর্মবিশ্বাস। ১০। চাবালি—চোয়াল। পোঁচা—করতল। ১১। জোয়ার বাড়ী—যমের বাড়ী। ১২। সেদের—সাধুর। ১৩। নছিবির—কপালের ; ভাগ্যের। ১৪। বোসগার—বোসেদের। ১৫। বেছাপ্‌পর—বাড়ি ছাড়া। ১৬। মেনিয়ে জুলিয়ে—মানিয়ে বুঝিয়ে। ১৭। জোব-জোয়াবত্তি—জোর জবরদস্তি। ১৮। নেরেৎ—রায়ত।

তৃতীয় অঙ্ক / চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

১৯। বামন—বামুন ; রান্নার ঠাকুর।

চতুর্থ অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। খোলসা—সবটা। ২। সোয়াল—সওয়াল ; প্রশ্ন। ৩। বেওরাওয়ারি—জোর করে। ৪। সরেজমিনে তদারক—ঘটনাস্থলে তদন্ত।

চতুর্থ অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৫। উড়াণী—চাদর ; উত্তরীয়। ৬। দুগদো—দুধ। ৭। হাড়ির ঝুড়ি—হাড়ি এক শ্রেণীর 'অস্পৃশ্য' জাতি। এরা বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করতো ; এখনও অনেকে করে।

পঞ্চম অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। পত্তিবাসী—প্রতিবেশী। ২। সারাখুন্তি—সারাক্ষণ। ৩। তেলপলাডা—তেল তুলবার লোহার গোল চামচ। ৪। সউরে—সহুরে। ৫। পত্যই—প্রত্যহই। ৬। ঝ্যাংরাজ—ইংরেজ। ৭। ক্যাকাৎ—মতন। ৮। আষ্ট—রাষ্ট্র ; জানাজানি। ৯। পিরতিমির—পৃথিবীর। ১০। একেচ—রেখেছ। ১১। খাপা হবেন না—রাগ করবেন না। ১২। ভোগোল—যে ভোগায়। ১৩। ভেমো—বোকা। ১৪। গিদ্ধরকী—শকুনের। ১৫। মোনাসেব—(আরবী মুনাসিব শব্দ) পছন্দ। ১৬। কাগজ-নিকাশ—হিসাব পরিষ্কার। ১৭। ডেডলি কমিশন—সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশী শাসকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ১৮৬০-এর ৩১ মার্চ নীল চাষ এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য 'নীল কমিশন'

(Indigo Commission) গঠিত হয়। সেন্ডলী সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনে একজন ছাড়া সবাই ছিলেন ইংরেজ। ঐ একজন ছিলেন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার (জমিদারদের সভা) মনোনীত সদস্য। কমিশন তিন মাস ধরে ১৩৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সরকারের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে নীলকরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সমূহের অধিকাংশ স্বীকার করে নেওয়া হয়। কমিশন স্পষ্ট ঘোষণা করেন "The whole system is vicious in theory, injurious in practice and radically unsound." ("নীলকরদের ব্যবসা পদ্ধতি উদ্দেশ্যত পাপজনক, কার্যতঃ ক্ষতিকারক এবং মূলত ভ্রমসঙ্কুল।"—'যশোহর খুলনার ইতিহাস', পৃঃ ৭৮৩) ১৮। শ্যাম চাঁদ-শক্তিশেলে—শ্যামচাঁদরূপ শক্তিশেল; এখানে নীলকরদের চামড়ার চাবুকের সঙ্গে রামায়ণের রাবণের শক্তিশেল বাণের তুলনা করা হয়েছে। ১৯। সুমিত্রা নন্দন—লক্ষ্মণ; লক্ষ্মণের ওপরই শক্তিশেল বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ২০। নেড়ে—মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি। ("মুসলমানরা অনেকে মস্তক মুণ্ডন করিত, বোধ হয় তাহা হইতে"—কাজী আবদুল ওদুদ, 'ব্যবহারিক শব্দ কোষ'।) ২১। পয়জার—(ফারসী পায়যা'র থেকে) চটি জুতো। ২২। কালেজ-আউট ..মাগ—কলেজগামী বাবুদের গাউন পরা স্ত্রী। নব আলোকপ্রাপ্তা এই সব স্ত্রীরা স্বামীদের খুব শাসনে রাখতেন, এই ধারণা থেকেই এই উক্তি করা হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

২৩। যবন—ম্লেচ্ছ; মুসলমান এবং খৃষ্টান দুই শ্রেণীকে বোঝাতেই 'যবন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না—এমন লোকদেরই 'যবন' বলা হতো। পরবর্তী কালে শব্দটি বিদ্বেষ ব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়ায়। ২৪। বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য···সারতাম—বিপদরূপ কষ্টিপাথরে যাচাই করে মানুষ নিজের স্বরূপ বুঝতে পারে; যেমন বন্ধু, স্ত্রী এবং ভৃত্যবর্গের বুদ্ধির যাচাইও হয় সেই সময়। ২৫। গাঁটি—গাঁট; ট্যাঁক। ২৬। সূর্পনখার ..... ত্রাণ পাইয়াছিল—সূর্পনখার নাসিকা ছেদন-এর জন্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে রাবণ সীতা হরণ করে। সীতাকে উদ্ধার করতে গিয়েই রামচন্দ্র রাবণকে বধ করেন। তার ফলে অত্যাচারী রাবণের হাত থেকে দেবতারা রেহাই পান। সুতরাং বড় সাহেবের নাসিকা কর্তন উপলক্ষে যদি নীলকরদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তবে নীলকর নিধনের মধ্য দিয়ে প্রজারা মুক্তি লাভ করতে পারবে। ২৭। পেটিয়ে—পাঠিয়ে। ২৮। আট-কৌড়ের—সন্তান জন্মের আট দিনের দিন বাচ্চাদের ডেকে আট রকমের ভাজা (চিঁড়া, মুড়ি, কলাই, বাদাম প্রভৃতি) খেতে দেওয়া হয়। বঙ্গদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে এই ধরণের অনুষ্ঠান করার প্রথা আছে।

পঞ্চম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

২৯। সাঁকতি--শাঁখ। ৩০। মউর চড়া—ময়ূরে চড়া। ৩১। দৌউত্রো—দৌহিত্র। ৩২। নবীর আত—নবমীর রাত। ৩৩। অন্নপুন্নো—অন্নপূর্ণা। ৩৪। বেহারায় আসিয়াছি—যে বেহারা (পাল্কীবাহক)দের বাহিত পাল্কীতে এসেছি।

পঞ্চম অঙ্ক / চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

৩৫। গত্তানি—(হিন্দী গত্তান জাত) কুলটা। ৩৬। ভাতারখাগি—স্বামীখাকি। ৩৭। অপগত—দূর হয়। ৩৮। তোজন—এখানে তোজন অর্থ জিহ্বায় স্পর্শ করা।

[প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র]

জমীদার দর্পণ

নাটক

——o——

শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন কর্ত্তৃক
প্রণীত

——o——

কলিকাতা
সিমুলীয়া ২০১ নং করন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট
মধ্যস্থ-যন্ত্রে
শ্রীরামসর্ব্বস্ব চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

——:::——

১২৭৯ বঙ্গাব্দ

উপহার

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মাহাম্মদ আলী সাহেব পূজ্যপাদেষু

আর্য্য! আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বল মণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণ খানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ
শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

পাঠকগণ সমীপে নিবেদন

নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালমন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় "জমীদার দর্পণ" সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।

কুষ্টীয়া, লাহিনী পাড়া
সন ১২৭৯ সাল, চৈত্র।

অনুগত
শ্রীমীর মশার্‌রাফ হোসেন

নাটকোক্ত পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	...	জমীদার
সিরাজ আলী	...	জমীদারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
আবুমোল্লা	...	অধীনস্থ প্রজা

আমাল প্রভৃতি...জমীদারের চাকরগণ। জিতুমোল্লা, হরিদাস .. সাক্ষীদ্বয়। আরজান বেপারী, জুরি, নট, সূত্রধর, মোসাহেব চারিজন, জজ, বারিষ্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর, কোর্ট-সব্ ইন্‌স্পেক্টর, উকীল, মোক্তার, পেস্কার, ম্যাজিষ্ট্রেট, কনষ্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নুরন্নেহার...আবুমোল্লার স্ত্রী আমিরণ...আবুমোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমণি (বৈষ্ণবী), নটী।

জমীদার দর্পণ

নাটক

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র। (পাদচারণ করিতে করিতে)

হা ধর্ম্ম! তোমার ধর্ম্ম লুকাল ভারতে;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিলে কলঙ্কে!
পাতকীয় কর্ম্ম দোষে হলে পাপভাগী,
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল;
রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্ত্তী সম,
জমীদার![1] রাজ-রূপে পালক প্রজায়,
সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।[2]
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবিহীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর,
নদ নদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়ে বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে যথা ঢাকা হুতাশন
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

(নটের প্রবেশ)

নট। একা একা পাগলের মত কি ব'লছেন?

সূত্র। কেন? অন্যায় কি ব'লেছি, সত্য ব'লতে ভয় কি?

নট। আমি সত্য অসত্যর কথা ব'লছিনে, ভয়ের কথাও ব'লছিনে বলি কথাটা কি?

সূত্র। কথা এমন কিছু নয়। কলিকালে[৩] প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে, এরি সন্ধান ক'চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্ব্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য ক'র্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট। কেন এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান। সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া। আজ কাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশী টান।

সূত্র। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে) আচ্ছা মফস্বলে এক রকম জানওয়ার[৪] আছে জানেন? তারা কেউ কেউ সহরেও বাস করে, সহরে কুকুর কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর![৫] সহরে তাদের কেউ জানে যে এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না! ব'লব কি, জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট। কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র। আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই—লেজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়। সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে, খোসামোদে কুকুরেরাও গদীর আশে পাশে ল্যাজ গুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হ'চ্ছে তাই ক'র্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্য্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলি অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নাই। দেখতে খাসা হাত, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়। কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট। দল আবার কেমন?

সূত্র। যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট। ঠিক বলেছ। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে যায়—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!!

সূত্র। এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট। থাক্ ও সকল কথা আর বলে কাজ নাই, কি জানি।—

সূত্র। কেন বলব না? আপনি তো বলেছিলেন যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা ব'লবো। আজ আমাদের সেই শুভদিন হয়েছে।

নট। কি ক'রে?

সূত্র। একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না?

নট। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া: তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য।

সূত্র। আর বিলম্বে কাজ নাই! আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ ক'রবো। যত কথা মনে আছে সকলি ব'লবো। এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত ক'র্ত্তেই হবে।

নট। তাই তো ভাব্‌ছি, কোন্ নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল ক'রে বেছে নিতে হবে?

সূত্র। আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটকে" যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়; অবিকল ছবি তুলেছে!

নট। তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান]

(পুষ্পাঞ্চলে করিয়া নটীর প্রবেশ।)

নটী। বেশ, ইনি তো মন্দ নন। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাত্‌কে ঠকাতে পাল্লে আর কসুর নেই। তা যাক্ আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারি নে। এই অবসরে মালাটা গেঁথে নেই।

(উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত)।

রাগিনী মল্লার—তাল আড়া।

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর ভিন্ন-ভাব অন্য মতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে
হাসি হাসি কতবোলে বলে,
মজায় অবলা জাতি॥
নিত্য নব রসে মন, রসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্‌ পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥
এই মালা নিয়ে আজ আমোদ ক'রবো।

(নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি, আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম। এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বা কি?

নটী। না, আমার আর কোনো কথা নাই; আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোন বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালা ছড়াটী গেঁথেছি, এই হাতে ঐ গলে পরাব ব'লে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

নট। (সহাস্যে) একবার তো পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী। (মৃদু হাস্যে) এও এক সুখ!

নট। প্রিয়ে! মালা তো পরালে এখন একটী গান গাও।

নটী। আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে আমি ব'লবো না।

নট। তাতে আর ক্ষতি কি?

(উভয়ের সঙ্গীত)

লক্ষ্ণৌয়ের সুর - তাল কাওয়ালি।

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার
কত জনে করে, করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে,
নাহি অন্য কেহ, দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে,
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদার ধরে, জরিবানা করে,
মনো সাধ পূরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার॥ (উভয়ের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ (নেপথ্যে সঙ্গীত)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

ওরে প্রাণ মিলন সলিলে কর দান।
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ,
বিনে প্রেম-বারি পান।
মন প্রাণ সঁপেছি হেরে ও বয়ান,
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয়ে বিষ বাণ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন

হায়। দেখেছো?

প্র, মো। হুজুর দেখেছি।

হায়। কেমন?

প্র, মো। সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটী নাই।

হায়। কিন্তু ভারি চালাক, কিছুতেই পড়ছে[১] না!

হায়। তোমরা বোধকর সামান্য; কিন্তু আমি বেড়িয়ে চেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব-চরিত্র যতদূর জেনেছি তাতে বোধহয় সেটী অসামান্য!

প্র, মো! অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন?

হায়। টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না।

প্র, মো। ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী নয় যে, তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায়। না তাই বা কি করে? আবুমোল্লা নব কার্ত্তিক। বিধির নির্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়? "হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।"

প্র, মো। (ক্রোধে) কি আর বলবো! যদি আমার হাতে পড়তো, তবে দেখতে পেতেন, কি কৌশলে হাত কর্ত্তুম! শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধল্লেও হয় না, হওয়ার আরো উপায় আছে; একদিন—

হায়। আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ, তাতো জানতেই পাচ্ছো, তাই যদি বলপূর্ব্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে, কি অন্য কোন কৌশলে হলে সকল দিকেই বজায় থাকে, আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি[২] এঁচেছি, সেটা পরক্[৩] ক'রে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায় –

প্র, মো। কি এঁচেছেন হুজুর।

হায়। একটা ভাণ করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আরম্ভ করে, ওদিকে কুঙ্কমণিকে পাঠিয়ে দিই। সে গিয়ে বলুক, তুমি

আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র, মো। বেশ যুক্তি হোয়েছে, হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে! এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হোলে আজ রাত্রেই—

হায়। আজ রাত্রেই?

প্র, মো। রাত্রেই—এখনি -

হায়। যেদিন তারে দেখেছি, সেদিন হোতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান,—যে উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

(সর্দ্দার বেশে জামালের প্রবেশ)

জামাল। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান) হুজুর

হায়। আর সকলে কোথায়?

জামাল। (যোড়হস্তে) সকলেই দেউড়িতে[৪] হুজুর!

হায়। পাঁচ আদমী যাও, আবুকে পাকাড় লাও[৫] আবি লাও।

জামাল। যো হুকুম। [সেলাম করিয়া প্রস্থান]।

হায়। দেখা যাক, ফাঁদ তো পাতলেম, এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, তবে যা তাই! [মৃদুস্বরে] সাবেক আমল হলেও কোনদিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ![৬] মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল, তা দেখি, যদি এতেও না হয়, তবে -

প্র, মো। বোধহয় এই বারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা কর্ত্তে হবে না, এইবারেই হবে।

হায়। কৈ তা হয়? ক'মাস হোল কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটাহাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)।

প্র, মো। অধঃপাতে গেছেন। আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষের মতন তেজ থাকলে এতদিনে কবে হয়ে যেত।

হায়। ওহে আমাদের তেজ না আছে এমন নয়; আমরা যে কিছু কর্ত্তে না পারি তাও নয়, তবে সে এতকাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা।

প্র, মো। সে রোজাও[৭] এদেশে নাই।

হায়। এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মপস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্য্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন ল'র[৮] মার প্যাঁচ বোঝে।

প্র. মো। হুজুর যে ফন্দি এঁটেছেন এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন -

(নেপথ্যে আজানদান, নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে)

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আসহাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদো আন্না, মহামদ্দার রছুলল্লা আসহাদ আন্না মহামদ্দার রছুলল্লা। হাইয়ে আলাস্‌সলা, হাইয়ে আলাসসলা হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা। আল্লাহো আকবার। আল্লাহো আকবার। লা এলাহা এল্‌লেল্লা।[৯]"

হায়। নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ প'ড়ে আসি। ততক্ষণ হারামজাদাকে ধ'রে আনুক [গাত্রোত্থান]।

(নেপথ্যে গান)

রাগিনী সিন্ধু—তাল ষৎ

কুবাসনা যার মনে, তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে স্নধু হরি বলে ফল কি?
মধু-মাখা-বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন চদ্ম-বেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন হরিবারে করে পণ,[১০]
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?

[উভয়ের প্রস্থান]

(পটক্ষেপণ)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার বাহির বাটীর ঘর।

(সর্দ্দারগণ বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবুমোল্লা)

আবু। (কাতরস্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন; চাদরখানা নিয়ে আসি, মনিব ডেকেছেন না গিয়ে বাঁচতে পারি?

জামাল। নেওয়াতী[১১] রাখ, রাখ তোর নেওয়াতী রাখ, মান রাখতে পারিস, একটু দাঁড়াই। নৈলে চল। (গলাধাক্কা)

আবু। (সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের, চাদরখানি আনি। আমি কোমর খোলাই[১২] দিচ্ছি।

জামাল। দিচ্ছি কি? ক'টাকা দিবি? আগে টাকা আন, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো? তেরা বাত সে বায়ঠেকা? চল্। (গলাধাক্কা)

আবু। দিচ্ছি এখুনি দিচ্ছি।

জামাল। আন পাঁচজনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন, বলছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান ম'লতে ম'লতে কাছারি মুখো করবো (ঘাড় ধারণ)

আবু। দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বেইজ্জত করবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামাল। টাকা দিচ্ছি দিচ্ছি তো কতবারই বল্লি, টাকা আন না।

আবু। আমি নিতান্ত গরীব। (কোচার মুড়া হইতে এক টাকা এবং কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই দুই টাকা।

জামাল। [মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ] বেটা কি টাকা দেনেওলা। আমরা ভিক্ষে কর্ত্তে এইছি? দু'টো টাকা নেব? চল। [ঘাড়ে হাত দিয়ে পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাঁচটি মুষ্টি প্রহার]

আবু। দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি। [নেপথ্যে—অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিন টাকা।) দ্যাও, আর কি করবে যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু। (হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচ টাকাই নেন।

জামাল। (টাকা হাতে উপবেশন ও সঙ্গীদের প্রতি) ব'সো হে ব'সো।

আবু। (তামাক সাজিতে সাজিতে আমি তো কোন অপরাধ করিনি, তবে এ জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সবই আমার নসীবে[১৩] দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাই নে, কোন হের ফের বুঝি নে (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বললে কি দু'ঘা মারলেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের দোষ [ভাবা হুকায় কলিকা চড়াইয়া টান] একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাটি দিতে কেউ রেয়াত[১৪] করে না। আমি ভাল জানিনে, মন্দ জানিনে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ। (গাত্রোত্থান এবং যোড় করে পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা তুই জানিস্ আমি কারো মন্দ

করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি কে নাকে যাচ্ছেন? মাষ্টায় হাকিমের কুনজরে পল্লে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর না দি"। আপনারা বসুন, আমি চাদরখানা নিয়ে আসি।

জামাল। না, কখনোই হবে না—এইভাবেই কাছারী নে যাব। যেমন আছ তেমনি চল। হুকুম মত কাজ কর্ত্তে হয়, এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ, তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন!

আবু। এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামাল। আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে চল। (সকলের গাত্রোত্থান)

আবু। তবে চল, কপালে যা থাকে তাই হবে। (সকলের প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান।)

[রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ তাল আড়াঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ॥
ক্ষমতা হোল না আর করি পদ অগ্রসর
দেখে আসি একবার প্রেয়সী বদন॥
দুজন দুহাত ধরে লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে মারে অকারণ
দেখিলে চক্ষের পরে, কেমন প্রভুত্ব করে,
আনিতে দিল না মোরে আমারি বসন॥

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদিগের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব এক দিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে

হায়। (তাস দেখিতে দেখিতে) বিন্তি পাই?

দ্বি, মো। প্রত্যেক হাতেই যে বিবী বড়? আপনার নিকটে বিবীর বড় বাড়াবাড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছি! বিবী যে আর ছাড়ে না!

হায়। বিবী ছাড়ে বৈ কি, সাএবই ছাড়ে না! খেল না। দেখুন দেখি সেই বিবীর জন্যে কত খানা হয়ে যাচ্ছে, কৈ একবারও সাএবের পানে ফিরেও তাকায় না! রঙের দশ আমার।

দ্বি. মো। আপনি তাকে যথার্থ ভাল বেসে থাকেন, সেও ভাল বাস্‌বে; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভাল বাসে সেও.তাকে ভাল বাসে।

হায়। সে যথার্থ, কিন্তু আমার ভাই কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য একেবারে আহার নিদ্রা ত্যাগ, পূর্ব্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। ব'ল্‌বো কি জিয়ন্তে[১৫] মরার যাতনা ভোগ ক'র্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুন্তে পারে না! কাবার বিন্তি।

দ্বি, মো। (তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেল হে দেখে খেল। গোচ বড় ভাল নয়।

প্র, মো। কাবার ইস্তক।

দ্বি, মো। তবে ঠ'ক্‌লেম।

তৃ, মো। কাজেই, ওঁদের পড়্‌তা পড়েছে, পড়্‌তা প'লে এই হয়। (গান) 'পড়্‌তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হত লো!' এই টেক্কা, হাতের পাঁচ আমার।

হায়। হাতের পাঁচ নিলে কি হবে, ওদিগে যে চা'র কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (প্রথম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখান কাগজ ধর। (তাস একত্র করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি, মো। (হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি. আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায়। কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি, মো। আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায়। ওহে! আমরা সাধে জিৎছি. আমাদের যাত্রা ভাল; ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি, মো। কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয়, পালিয়েছে।

হায়। পালাবে কোথায়? একটু ব'সো না, এখনই দেখতে পাবে।

তৃ, মো। দেখ্‌বে এই দেখ (তাস নিক্ষেপ হন্দর হয়েছে!

হায়। এমন সময় কাজ ক'লে? হাতে না তুল্‌তেই হন্দর—

প্র, মো। (দূরে সর্দ্দারগণকে দেখিয়া) ঐ আবুকে আন্‌ছে।

হায়। (তাস বাঁটিতে বাঁটিতে) চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এই বারে খেলাটা হয়ে যাক্।

(সর্দ্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু। [সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান]

জামা। হুজুর! আবু হাজির।

হায়। কাঁহা হায়? পঞ্চাশ! (হেঁট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস্, আমি তোর কি করতে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু। (ভয় কাতর স্বরে) হুজুর! আপনি সব কর্ত্তে পারেন; আপনি রাজা;—জান্-জাহানের মালিক; মাল্লেও মার্ত্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন।

হায়। তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অকৌশল? তুই ভেবেছিস্ কি? আমি তোকে সোজা ক'র্ব্বই ক'র্ব্ব। কাবার[১৬] পঞ্চাশ—জামাল। হারামজাদ্‌সে পচাশ রোপেয়া, জ'রবানা[১৭] আদা কর্।

জামা। যো হুকুম!

আবু। [যোড় করে] হুজুর! আমি কি ঘা'ট[১৮] করেছি?

হায়। চোপরাও হারামজাদা! আব্‌তাক্[১৯] হাম্‌রা সামনে মু'খোলকে বাৎ কাহতাহায়।[২০] আভি লেজাও! [ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে] ঘণ্টেকাদারমিয়ান[২১] রোপেয়া আদা কর্।

জামা। (মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্।

আবু। খোদাবন্দ, আমায় মাপ করুন।

হায়। মাপ ক্যা, এঁহা মাপ হায় নেই! জামাল! ওকে চোদ্দ পোয়া ক'রে[২২] মাথায় ইট চাপিয়ে দে—তা না হলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না।

জামা। (চোদ্দ পোয়া করণ)।

আবু। খাঁ সাহেব, আমার মাথায় ইটই দেন আর আমায় কবরেই, দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবেনা, বাড়ী ঘর ছেড়ে দিলুম, বেচে নিন্।

হায়। হারামজাদ্! আমি তোর ঘর বেচ্‌বো! তুই যেখান থেকে পারিস্ টাকা এনে দে। (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনে। [একজন সর্দ্দারের প্রস্থান]

আবু। হুজুর! আমি বড় গরীব, কুপুষ্যি গলায়, বিষয় আশয় হুজুরের

অজানা কি? এত টাকা কোত্থেকে জোটাই? দোহাই খোদাবন্দ্। মাপ্ করুন।

প্র, মো। কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি, মো। আরে, জান না ছোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবি তার এক পুষ্যিতেই একশ। নিত্যি নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আবদার।

প্র, মো। ওর বিবি বুঝি খুব খুপসুরৎ?[২৩]

দ্বি, মো উরির মধ্যে।

হায়। তবে অবিশ্যি টাকা দিতে পার্ব্বে। তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছ থেকেই হ'ক, টাকার আর অভাব কি?

[ইঁট লইয়া সর্দ্দারের প্রবেশ]

হায়। দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে।

[সর্দ্দার কর্ত্তৃক আবুর মাথায় ইঁট দেওন]

আবু। দোহাই সাহেব! আর সয়না আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী গে ঘটীবাটী যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি। হুজুর! কপালে যা ছিল তাই হ'ল। আমার কোনো পুরুষেও এমন অপমান হইনি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায়। চোপ্‌রাও, চোপ্‌রাও [মোসাহেবগণ প্রতি] কি বল আর খেলবে? না আর কাজ নেই (চ, মো সাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যা'ন।

চ, মো। (নিকটে গিয়া) বলুন?

হায়। (কানে কানে প্রকাশ) এখনই যা'ন, আর বিলম্ব কর্ব্বেন না গিয়েই পাঠিয়ে দিবেন।

চ, মো। যাচ্ছি।

হায়। যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভ'রে চিনি দেব।

আবু। (চতুর্থ মোসাহেবর প্রতি চুপে চুপে) কর্ত্তা! আমার জন্যে একটু—আমি আপনারে (পাঁচ অঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব।

চ, মো। (হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপে চুপে) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায়। (মৃদুস্বরে) আচ্ছা, আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন। আপনার আসা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্‌তে হুকুম দিচ্ছি।

চ, মো। দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে

অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এপ্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা আদায় হবে না। জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসুক।

হায়। তা হবে না; আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না; তবে আপনি ব'লছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক, সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই ক'র্ব্বো তখন আর কারোর উপ্‌রোধ শুন্‌বোনা।

চ, মো। আপনি সব কর্ত্তে পারেন। আমার কথায় যে এই ক'ল্লেন, এতেই কৃতার্থ হলাম। [প্রস্থান]

হায়। জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়ে রাখ্‌। —সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা ক'র্ত্তে হয় কর'বো। এখন দেউড়িতে নে যা।

[জামাল, আবুমোল্লা এবং সর্দ্দারগণের প্রস্থান]

ঘি. মো। আমি এ ধার ধোর কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নে—

"সীতা নাড়ে অঙ্গুলি, বানরে নাড়ে মাথা।

বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা।"

হায়। বুঝ্‌বে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

ঘি, মো। দুধ পড়ুক ক্ষতি নাই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে। তখন আর ঠারে ঠোরে[২৪] চলবে না।

"ঠারে ঠারে উনিশ বিশ দাদার কড়ী—

পাঁচ ঘটাতে সকলে পারে, কিন্তু ম্যাও ধর্‌বার সময় কেউ নাই।

হায়। [মুখের ওপর হাত নাড়া দিয়া] অধিকারী মহাশয় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না।

ঘি, মো। চুপ ক'ল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না, যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে ক'রবেন।

হায়। সে জন্যে আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি—চল আড্ডায় যাওয়া যাক্।

ঘি, মো। গুলীতে যে হাড় কালী হয়ে চল্লো।

হায়। চুপ কর হে চুপ কর, বেশী ব'কোনা মাথা ঘুরবে।

সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ী [নুরন্নেহার ও আমিরণ আসীন]

আমি। [কাঁথা সেলাই করিতে করিতে] আর কাঁদ্‌লে কি হবে, জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পার্বে না, টাকা দিতেই হবে।

নুর। পঞ্চাশ টাকা কোথা পাব? আজ যে করে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি, তা আর কি ব'লবো। আর একটি পয়সাও ফিক্বির নাই, জিনিসপত্র ঘর কয়েকখানা বেচ্‌লে কিছু টাকা হতে পারে, তা এই অবস্থায় কেই না কিনতে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো? এত টাকা কোথা পাব? তিনি কাছারিতে আটক রৈলেন, আমি মেয়ে লোক কোথা থেকে এত টাকা দেবো? গরিব ব'লেও কি তাঁর দয়া হোল না? পঞ্চাশ টাকা একসাথে তো আমরা কখনও চক্ষেও দেখি নাই। আজ আর কোথা হতে দেব?

আমি। না দিয়ে কি আর বাঁচবে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোন হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিও না।

নুর। পালাব! সে তো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁরে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মার্বে, কতবারই যে খাড়া ক'র্বে, আমার সেই কথাই মনে প'ড়ছে! তাঁর হাতে একটা পয়সাও নেই। (রোদন) টাকার জন্য তাঁকে মেরে মেরে একেবারে খুন ক'রে ফেলবে।

আমি। মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি ক'র্বে? তার নামে তো আর সাএবদের কাছে নালীস ক'র্ত্তে পা'র্বে না? নালীস ক'ল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা? সে কি না ক'র্ত্তে পারে?

নুর। পারেন বলেই কি একেবারে মেরে ফেলবেন? এই কি জমীদারের বিচের?[১] জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন প্রাণ মান রক্ষা কর্বেন। ওমা! তা গেল মাটী চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতী!

আমি। চুপ কর চুপ কর, ঐ কৃষ্ণমণি আস্‌ছে, যদি কিছু ওরে কানে গে থাকে, তবে এখনই ব'লে দেবে, মাগো, ও তো সামান্যি মেয়ে নয়।

নুর। তাই তো ও আবার আস্‌ছে কেন? ওকে দেখ্‌লেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়। [ঝোলা কক্ষে, ঘটী হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ]

কৃষ্ণ। "জয় রাধেকৃষ্ণ বল মন।" মা ভিক্ষে দেও গো! ওমা তোমায় আজ এমন দেখ্‌ছি কেন গা? কেঁদে কেঁদে দুটো চ'ক যে একেবারে রাঙা ক'রেছ, ওমা একি গো?

আমি। ও ম'রে গেছে, ওকি আর আছে! মোল্লাকে যে কাচারি ধ'রে নে গেছে, তুমি শোন নি?

কৃষ্ণ। তুই চ'কের ২ মাথা খাই মা, আমি কিছুই শুনিনি। ধরে নিয়ে গে'ছে? সে কি? কেন আবু তো দোষ কর্‌বার লোক নয়।

আমি। স্বদু ধ'রে নিয়ে গেছে! ধ'রে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিবানা হেঁকেছে, আরও কত অপমান কর্চ্ছে, টাকার জন্যে মাথায় ইঁট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোয় না, অত টাকা কোথা পাবে? এই কি হাকিমের বিচের?

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহা হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি ক'র্‌বে বাছা, জমীদার দণ্ড ক'ল্লে আর বাঁচবার উপায় নেই। টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধ'ল্লে আর এড়ান নেই। তবে তাকে ভয়ও ক'র্ত্তে হয়, তার কথাও শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

সুরু। দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে। এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস ক'রেও কাটাতে হয়, এতে যে, বিনি দোষে এত টাকা জরিবানা ক'ল্লেন, কোথাকে দেব? ঘর দোর ঘটীবাটী বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচের? হাকিমে এমন ক'রে অবিচার মা'ল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাক্‌তো তবে এর বিচের হোতো!

কৃষ্ণ। ওমা। হাকিম থাক্‌লে কর্ত্তে কি? জমীদারের হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না? জমীদার যখন মনে ক'র্ব্বে তখনই ধ'রে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় ক'র্ব্বে; মা! বেলা গেল আর থাকতে পারিনে, একমুটো ভিক্ষে দেও যাই, আর কি কর্ব্বে মা। (দীর্ঘনিশ্বাস)

সুর। (ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

সুর। (ভিক্ষা আনিয়া ভিখারিণীর ঘটীতে দান)

কৃষ্ণ। (ভিক্ষা লইতে লইতে চুপে চুপে) শুন মা, জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পা'র্ব্বে না, আমি শুনিছি তোমার জন্যে একেবারে পাগল।

দেখ মা একমাস হ'লো তোমার পাছেই নেগে আছে, তুমি মনে ক'রে সব মিটে যায়।

সুর। (সক্রন্দনে) আবার কি মনে কর্ব্বো।

কৃষ্ণ। আর এমন কিছু নয়, আজ্ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তাহলে যত রাগ দেখ্ছো একেবারে জল হয়ে যাবে। তুমি উল্টে আবার তার ডবল টাকা ঘরে আনতে পার্ব্বে।

সুর। আমি বৈঠকখানায় যাব মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি ব'লেই কি এমন অধর্ম্মের কাজ কর্ব্বেন? এই কি তঁরে ধর্ম্ম? এ বড় দারুণ কথা, আমা হতে এমন কর্ম্ম হবে না। তিনি যা করুন তা করুন প্রাণ থাকতে আমা হ'তে এমন কুকাজ হবে না আমি বৈঠকখানায় কখন যেতে পার্ব্বো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো।

কৃষ্ণ। (জিব কাটিয়া) সেও তো ভদ্র সন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জাস্তে পার্ব্বে না, জান্লেও কার দুটো মাথা একথা মুখে আনে মা। তুমি রাজার রাজরাণীর মত সুখে থাকবে। দেখ জমীদার সে কি না কর্ত্তে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তার ক্ষ্যামতা আছে। জবরাণ ক'ল্লেও তো কর্ত্তে পারে। সে যখন পণ ক'রেছে, তখন ছাড়বে না, কখনই তোমায় ছাড়বে না। তবে কেন অপমানে কুল্ মজাবে? মান্ থাক্তে আগেই গিয়ে তাঁর কাছে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে। তিনি যা বলেন তাইতে রাজী হওগে মা। তুমিই যে একা এ কাজ কচ্ছো তা তো নয়; জমীদারের নজরে পড়ে অনেক কনে বউ পজ্জন্ত[৩] এ কাজ করেছে; চৌধুরীদের কথা শোননি? ওমা। তারা আস্ত ডাকাত। পাড়াপড়শী জাত্ কুটুম, পের্জার[৪] ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার ওপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে? কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে, তার ভিটে মাটী একেবারে উল্কুড়[৫] উটিয়ে দিয়েছে। মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই ব'লছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জাস্তেই পাচ্ছো বুঝেছ—।

সুর। বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্ব্বো না, জান্ থাক্তে তো নয়। আগে আমায় খুন্ করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই কর্ব্বেন।

[ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্যতা]

কৃষ্ণ। দাঁড়াও না শু—

নুর। আমি শুনবো না। (আমিরণের নিকট গমন)

কৃষ্ণ। শুন্‌লে না শুন্‌লে না, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপনার যা শোনাতে হয়, তা হবে অকন। শেষে জানতে পার্ব্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি।" [সক্রোধে প্রস্থান]

আমি। কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বল্‌ছিল বউ?

নুর। তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আন্‌বো না, ছি, ছি বড় মানুষের এই আচরণ।

আমি। কি কথা, বল্‌না শুনি?

নুর। তবে শোন [কানে কানে প্রকাশ]

আমি। [গালে হাত দিয়া] এমন। তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত্। পর্যন্ত পার পায় না, তুমি আমি তো ছার কথা। ব'লতেও নজ্জা করে, ব'ন; শুনতেও নজ্জা। ওদের মেয়ে মানুষ দেখলেই চ'খ টাটায়, জমীদার হলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো, কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে। যেখানে যান সেখানেই মরেন, একদিনের জন্যেও ছেড়ে থাকতে পারেন না। বাই! বাই! বাই! বাই যই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড়লোক! সাএবদের কাছে ব'সতে পান্, কত খাতির হয়, তাতেও আরও ন্যাজ ফুলে ওঠে।" সৎকাজের বেলা এক পয়সা মা-বাপ। কিন্তু ওদিকে কল্পতরু। চুল পেকেছে, দাঁত প'ড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক্ এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিব লক্ লক্ করে। সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে কত নাঞ্ছনা দিয়ে যায় তবু নজ্জা নেই। কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালি দিয়ে চ'লে যায়, আবার বেদিনী, চাড়াল্‌নী কলুনী চা'র যেতের চা'র জনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড় বয়সে রঙ্গ ক'চ্ছেন; কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত, কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল্ কাটাচ্ছেন তা ব'ন্ এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই। তা ব'লে আর কি ক'র্ব্বে বল? যে পতিকে পারে তোমার মাথা খাবে তা এখন চল, ওদিকে—

নুর। ওদিকে আর তুমি কি ব'লবে ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ বুঝিছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর মিছি মিছি শিকারের

ছুতো করে বাড়ীর আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আজ সকলি বুঝিছি। আমি যা যা বলিছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ব'লবে। আমার কি হবে? আমি কোথায় পালাব? এখনই যদি আমাকে ধ'রে নিয়ে যায়, তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গেলে এ বিপদ থেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই? (পটক্ষেপণ)

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা)

আর, কে আছে আমার?
এ দুঃখ পাথারে কেবা হবে কর্ণধার?
যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি আমারি লাগি, প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দণ্ডধারী,
তবে, মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা।

[হায়ওয়ানআলী, মোসাহেব চারিজন, এবং একজন গুলিখোর[৮] আসীন]

হায়। ওহে ব'সো ব'সো, কেবলই টা'নছো, দু একটা গল্প চলুক।

দ্বি, মো। হুজুর! গৌরী[৯] নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র, মো। বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চ'লছে বটে, কিন্তু—

দ্বি, মো। [সক্রোধে] কিন্তু আবার কি?

প্র, মো। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] সে পুল টেঁকবে না; দুমাস পরেই হ'ক আর ছ'মাস পরেই হ'ক ভেঙ্গে পড়বেই প'ড়বে। যত ব্যাটারা গাড়ীর মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চ'লে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে। গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন।

হায়। নাহে না, ভাংবে না। শুনছি, ভারি ভারি লোহার থাম পুঁতেছে।

প্র, মো। হুজুর থাম পুঁতলে কি হবে? শুয়িছে যে, গোড়া নড় বড়ে—

হায়। নড়্ ব'ড়ে, কি রকম ?

প্র, মো। শুনিছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিস করেছিল যে, পুলের ভার আর সৈতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে, লেস্‌লী সাহেব পুল বেঁদে বেলাত মুখো হ'ন, আমি একদিন ভেঙ্গেচুরে একেবারে কুমারখালী গিয়ে ধ'র্ব্বো।

হায়। এতো শুনলেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদ্‌রি সাএবের কাছে গিয়ে প'ড়েছিল, তার কি হয়েছে ?

প্র, মো। হুজুর খৃষ্টান হওয়া মিছে মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয়। তবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে। ওদের দলের যিনি কর্ত্তা, তাঁর কোন মতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক। ভাল মানুষ হলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হতো না। দেখ্‌তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের মত দেখায়। মুসলমানের আবার আচার ব্যাভার ? ধর্ম্ম কিছুই নাই—ব'লতে কি ; তারা কোরান কেতাব কিছুই মানে না, কোন বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই ক'রে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দে ক'র্ত্তে মজবুদ।

হায়। আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্ত্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্তা।

প্র, মো। হুজুর। কুঠীর কর্ত্তা সাহেব একবার কর্ত্তার বড় কর্ত্তামী বা'র ক'রে ছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্য্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

"যখন দেখে আঁটা আঁটি,
তখন কেঁদে কেটে ভেজায় মাটী।"

তারপর অমনি চ'ক উল্টে ব'লে ফেলে, তো তো তুমি কেডা চে ?

হায়। সে কথা থাক্ আনন্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো ?

প্র, মো। সে কথা আর কি ব'লবো ? কলিকালে সকলই গেল। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা সাএবরা তস্‌বি[১০] টিপ্‌তে টিপ্‌তে হলফ প'ড়ে হাকিমের সাম্‌নে মিছে কথা কৈলেন, শুনে অবাক্ হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছুই নাই।

হায়। তা তো কৈলেন, তারপর ?

প্র, মো। (ঈষদ্ধাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয় ? ডিস্‌মিস্ হয়েছে।

হায়। বেশ হয়েছে। ভদ্রলোকের জাত্ বাঁচলো। শুনেছিলেম, এ মকদ্দমায় বড় জোগাড় হয়েছিল।

প্র, মো। জোগাড় ক'ল্লে কি হবে? অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হ'চ্ছে।

হায়। শুনিছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুদের মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তায় কাজ নাই, পাবনায় সেদিন রাঁড়্ ক'নে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিঁদুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল, ভাগ্যিস হরিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হলো। তবেই তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে।

প্র, মো। সে কথা থাক, এদিগের কি হোলো?

হায়। আজ যে যোগাড় করেছি, তাতো শুনিইছ।

প্র, মো। হুজুর আমি শুনিছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায়। নাহে না সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না। আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য মিছিমিছি একটা রটনা কর্চ্ছে, আমি তাইতেই প্রায় ভুলে গেলেম আর কি! এ কি ছেলের হাতের পিঠে।

প্র, মো। (হেঁটমুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই্ নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম সে সত্য সত্যই গর্ভবতী।

হায়। হ'ক্ তায় ক্ষতি কি? [চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

হায়। চাপাকদাস। খবর কি? গাল ভ'রে চিনি দেব, না দুটো ছিটে টান্‌বে?

চ, মো। (কুঁজ হইয়া অঙ্গুলি নাড়িয়া) ছিটেফোটা কাজ নয় (নিঃশ্বাস ত্যাগ) সব দফারফা—

হায়। সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপারখানা কি?

চ, মো। কোন মতেই না। সে হাত মুখ নেড়ে কত কি ব'ল্লে! আরো ব'ল্লে, এদের ওপর হাকিম থাক্তো তা হ'লে এর শোধ নিতেন। কি আশ্চর্য্য! মেয়েমানুষের এমন কথা। কৃষ্ণমণি আরও অনেক ব'ল্লে। সে কথা ব'লবো না, আর এক সময় শুনতে পাবেন।

হায়। কি? তার স্বামীকে এনে কানমলা, নাকমলা দিচ্ছি, খাড়া ক'রে রেখেছি আর তার এতবড় আস্পর্দ্ধা। মেয়ে মানুষের এত হেম্মত![১১] হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনি দিচ্ছি। আর ব'লতে হবে না আমি সব বুঝতে পেরেছি। আপনি সর্দ্দারদের ডাকুন।

[চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান]

প্র, মো। আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায়। এখনি তারে হাকিম দেখাচ্ছি। বড় সতী হয়েছে। সতীপনা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

[জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ]

জামাল। (সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায়। দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে, সব যাও। মোল্লাকো জরুকো[১২] পাকড় লাও, মোল্লাকে ছেড়ে দেও! আমি মোল্লাকে চাই না, নুরন্নেহারকে চাই!

জামাল। হুজুর আমরা চাকর, যে হুকুম কর্ব্বেন তামিল কর্ব্বোই। কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই।

হায়। তোমাদের কি? এর জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়- তাও স্বীকার। নুরন্নাহার কেমন সাচ্চা দেখবো। আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। মেয়ে মানুষের এত বড় কথা!

জামাল। হুজুরদের হুকুম, চ'ল্লেম!

[সেলাম পূর্ব্বক জামাল ও কামালের প্রস্থান]

হায়। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাব্‌লে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (চ, মোসাহেবের প্রতি) ওহে টান না?

চ, মো। (গুলি টানিতে আরম্ভ)

গু, খো। (আগুন দিতে অগ্রসর)

হায়। মুহু মুহু টান্! কেউ একটা গান ধর না -

চ, মো। আচ্ছা ছিটেটা ওড়াই।

গু খো। কর্ত্তা আমি সারাদিন কিছুই খাইনি।

হায়। কিছুই খাস্‌নি, এই যে এত ছিটে খেলি।

গু, খো। কর্ত্তা না, জলটুকুও মুখে দেই নি।

চ, মো। আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে বাজারে জলপান কিনে খেগে যা (দুটি পয়সা দান) [সেলাম পূর্ব্বক গুলিখোরের প্রস্থান।]

হায়। একটা গান ধরো না।

চ, মো। আচ্ছা। (মোচে[১৩] তা দিয়া একটু চাট্ খাইয়া) তবে একটা মধ্যমান গাই।

রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড় খেম্‌টা।

যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টান্‌লে পরে।
দু'গালে চার্‌ চড়্‌ লাগাই তার, দেখা পেলে রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়ছে তার নামের ধ্বজা,
মনে মনে হয় সে রাজা যখন, আড্ডায় এসে আড্ডা করে।,
দু চা'র ছিটে উড়িয়ে দিলে, চতুর্বর্গ ফল্‌টী ফলে,
নবাব জাদা কাছে এলে,
কে আর তারে কেয়ার করে?
নয়ন দুটী বুজে বুজে, চুলি যখন মাথায় গুঁজে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে।

(প্র, মোসাহেব ব্যতীত সকলের উচ্চৈস্বরে গান)

প্র, মো। এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান?

দ্বি, মো। নয়? তবে এটা কি? ভায়া ভারি কালোবাত।[১৪]

প্র, মো। ওরে তোর মাথা! এটা আড়খেম্‌টা, আর রাগিণী শঙ্করা।

দ্বি, মো। কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা।

হায়। (উষ্ণভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ্‌ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে! তোমরা কি পাগল হয়েছ? একটু চুপ কর না। (মোসাহেবগণ পূর্ব্বমত উচ্চরবে তাক্‌লাক্‌সিন খিনিতাক্‌)

হায়। (হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না, তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই। ওদিকে যে ভয়ানক গোল হ'চ্ছে। (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ)।

হায়। শুনেছ? বড়ই গোল হ'চ্ছে। চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্‌।

সকলে। চলুন, আপনি যাবেন আমরাও যাচ্ছি।

(উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা করিয়া সকলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে-উচ্চৈঃস্বরে—ছোট বিবি ম'লেম, আমায় নি চ'ল্লো, এইবারে গেলেম।)

(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে—এগোরে নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগোরে।)

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দ্দারগণ এবং হায়ওয়ান আলী নুরুন্নেহার হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নুরুন্নেহার হেঁট বদনে কম্পিতা)

হায়। কেমন? এখন তো হাতে প'ড়েছ। এখন আর কে রক্ষা কর্ব্বে? বাড়ীতে ব'সে ব'সে যে বলেছিলে ওঁর উপরে কি হাকিম নেই? কই কাকেও দেখ্তে পাইনে? তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখে না! এসে রক্ষা করে না! সতী-সতী ক'রে বড় ঢুলে প'ড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এত ভিরকুটী ক'লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাও তো দেখলে? আরও এখনি দেখতে পাবে জান্! এতদিন আমার জান্‌কে যে এত হয়রাণ করছে জান্! এস তার প্রতিফল দিই!

নুর। (সকরুণে) আপনি সব কর্ত্তে পারেন! আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত্, মান রক্ষা কর্ত্তেও আপনি প্রাণ রক্ষা কর্ত্তেও আপনি। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! (রোদন) আপনিই আমার জাত্‌কুল রক্ষা কর্ব্বেন!

হায়। এই যে তাই কর্চ্ছি! (নুরুন্নাহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)

নুর। (মাটীতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি—আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ। আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন!

হায়। (রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি।

নুর। (গোঙ্গাইতে গোঙ্গাইতে) পায়ে ধ—র'—আমা—

হায়। (মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজন হারামজাদীর পা ধরুন, আমি হাত ধ'রে টেনে নিচ্ছি।

[তু, এবং চ, বেগে পদ ধারণ এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক লম্বমানা নুরন্নেহারকে আকর্ষণ ও প্রস্থান]

ঝি, মো। (ক্ষণচিন্তার পর হুজুরের যে রাগ দেখতে পাচ্ছি এতে যে কি ক'রে বসেন তার নিশ্চয় কি? কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে!

জামা। দেখুন আমরা চাকর; হুকুম করলে আর অদুল[১৫] ক'র্ত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হ'চ্ছে। মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জবরাণ।[১৬] কাজটা বড় অন্যায় হ'চ্ছে! কি করি? এঁর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে. এঁর তো দিগবিদিগ কিছুই জ্ঞান নেই, ন্যায় হ'ক, অন্যায় হ'ক একটা ক'রে বসেন, যা ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার। আজ আবুমোল্লার যা দশা হ'লো কোনদিন বা আমাদেরই ঘটে। (হায়ওয়ান আলীর পুনঃপ্রবেশ)

হায়। ওহে তোমরা এখানে কি ক'র্চ্ছো? তোমরা বুঝি ভাগ চাও না? যাও না—এমন দিন আর কবে পাবে।

প্র. মো। আচ্ছা যাই (প্রস্থান)

হায়। (সর্দ্দারগণের প্রতি) তোমরা আমায় বড় খুসি ক'রেছ, আমি মনের মত খুসি ক'র্ব্বো।

জামা। হুজুর! আমরা—হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে. তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে ডুবে না মরি। সময় বড় খারাপ। সাবেক আমল হলে এত ভাবতেম না।

হায়। তার জন্য ভয় কি? মকদ্দমা আছে—মামলা আছে, আমি আছি। যত টাকা লাগে, বেপরওয়া,[১৭] জান কবুল।[১৮] জামাল ওকে কি করে ধল্লে?

জামা। আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। কোন মতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পর কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম, যাও চাঁদনির রাত ভয় কি? তার পরেই দেখি যে নুরুন্নেহার বাইরে এয়েছে। তখন একেবারে লাফিয়ে ধ'রে শূন্যে শূন্যে আন্তে লাগলুম। ও কেবল মুখে ব'ল্লো ছোট বিবি ম'লেম। তার পরেই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে ভাবে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন। হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই।

হায়। তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা। হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরিব সেইটি যেন মনে থাকে।

হায়। মনের মত বক্‌সিস কর্ব্বো। (প্র. মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র, মো। হুজুর, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

হায়। কি হোলো?

প্র, মো। আর কি দেখছেন, নুরন্নেহার কেমন কর্চ্ছে বুঝি বাঁচে না!

হায়। বটে। (ত্রস্তে উঠিয়া)

প্র, মো। তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না—

[উভয়ে প্রস্থান এবং জামাল কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দ্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।]

জামাল। অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।

[হায়ওয়ান আলী মোসাহেবদ্বয়ের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নুরুন্নেহারকে লইয়া প্রবেশ]

হায়। (মাটিতে রাখিয়া) যথার্থই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ্ ক'রে রয়েছে!

দ্বি, মো। না, না, দেখুন যথার্থই গর্ভবতী ছিল, ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় করছে।

হায়। (নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থই গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তলপেট অত নড়ে কেন?

নুর। (মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিল? নারীকুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যে কি আমার জন্ম হয়েছিল, জন্মেই কেন মরে গেলুম না! তা হোলে এত যন্ত্রণা সইতে হতো না। না! কুলেও খোঁটা হতো না। কি করি উপায় নেই, এ দুঃখ কাকে জানাব? এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলেম না! প্রতিবাসীরা আমাকে দেখতে পেলে না! (দীর্ঘনিশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল? জমিদার হয়ে এমন কাজ ক'ল্লে? ধর্ম্মের দিকে চাইলে না। এত কষ্ট কি আর এক প্রাণে সয়? হায় হায় এদের দমন কর্ত্তা কি আর কেউ নেই? এদের উপরে কি আর হাকিম নেই? হায় হায় জাত গেলো, দেশজুড়ে কলঙ্ক হোলো; প্রাণও গেল সুদ্ধ আমার প্রাণই যে গেলো, তা নয়, পেটে যে একটা ছিলো তারও গেলো! খাঁ সাহেব! আপনার মনে এই ছিল? এই কল্লেন? খোদায় আপনার বিচার কর্ব্বেন! শুনেছি যে মহারাণী সকলের উপরে বড়; আমরা যেমন তোমার প্রজা তুমিও তেমনি তাঁর প্রজা। তিনি কি এর বিচার ক'র্ব্বেন না। প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা! মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হ'চ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই তোমার প্রজা? আমরা

গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা—আ—মার—আ—মা—সয় না, মা—মা—মা আমি মেয়ে দয়া—কর তো—পা—য়—(মৃত্যু)

হায়। ওহে যথার্থই মলো। (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে। কই আর নড়ে না, বুঝি পেটেরটাও মলো। (বুকে হাত দিয়া) একেবারে ঠাণ্ডা হয়েছে, আর নাই (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এখন উপায়? (প্র, মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি, মো। আর উপায়! তখনই তো বলেছিলাম যা কর্ব্বেন আগে পিছে বিবেচনা করে করবেন। এখন তো খুনের দায়ে ঠেকতে হ'ল।

হায়। চুপ! চুপ! খুন খুন ক'রো না। যা হবার তা হোলো, এখন কি করা যায়? অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতে এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি, মো। আমার বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই। আমি একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়। জামাল! তোমার বিবেচনা কি হয়?

জামা। আপনি যে হুকুম করেন তাই কর্ব্বো। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্র, মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরাজ। আরে পাজিরে। এমন কাজ কল্লি? একবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ড জ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো? লক্ষ্মীছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি কর্ত্তে হয়? যত গোঁয়ার এক ঠাঁই জুটে এই কাজ ক'র্চ্ছে। পূর্ব্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হোয়েচিস? এখন আর কি বলবো? তোরে এ বুদ্ধি কে দিলে? (দ্বি, মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নেই। পাজিরা এখন যেন কেউ নয়। সর্ব্বনাশ কল্লি। জুটে পুটে মজালি। রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি, মোসাহেবকে মুষ্ট্যাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কল্লি। তোদের কু পরামর্শতেই হয়েছে।

দ্বি, মো। দোহাই আল্লার! কোরাণের কিরে। আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ ক'র্ব্বেন না। তা কি উনি শোনেন, উনি না একজন।

সিরাজ। জামাল তোরাই আমার সর্ব্বনাশ কল্লি। তুই কি এই বদমাইসের দলে মিশে গিছিস্।

জামা। আমি কি আর কর্ব্বো? হুকুম কল্লে তো আর অন্যথা কর্ত্তে পারি নে।

সিরা। আর সব বেটারা কোথায়?

জামা। সব পালিয়েছে।

সিরা। (উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হেঁটমুখে চিন্তা)

হায়। এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন কি আর সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হোতো না। পাজিরা শোনেও নাই। আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন। আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবিনে।

জামা। তা বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা। এক কাজ করা যাক, রাত্ শেষ হয়ে এল। আর উপায়ই এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ীর উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে, তাই হবে। ভোর হোলো নেও নেও—উঠ উঠ আর দেরী করো না।

দ্বি, মো। হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল, চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফর্সা হোয়ে এলো! (নেপথ্যে দুইবার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে আর রাত নেই, ধর ধর।

সিরা। জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে।

জামা। [কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে] তবে আর দেরী করা নয়, ভোর হয়েছে। এই সেই পাগল বৈরাগী ব্যাটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়ে মানুষকে নে যেতে আবার আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন।

[জামাল ও কামাল কর্তৃক শবদেহ লইয়া গমন, পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখ সকলের প্রস্থান]।

(পটক্ষেপণ)

নেপথ্যে গান

রাগিণী ললিত—তাল জলদ্ তেতাল

'চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘনায়ে এলো।
সারানিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল ॥

মায়াবিনী এই নিশি, আসল্ ঘুমপাড়ানী মাসী,
ভোগ দিয়ে সর্বনাশী, সার কথাটী ভুলিয়ে দিল !
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে ?
মনে রেখে সেই পদযুগে, যোগে ম'জে জেগেছিল।
দুষ্ট লোকে রেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবুমোল্লার খেজুরবাগান।

(কনষ্টেবলদ্বয় নুরন্নেহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র, কন। বাবু যে এতক্ষণও আসছেন না ?

দ্বি, কন। উটতে পাল্লেতো আসবেন !

প্র, কন। সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি, কন। তাতে আর কি নতুন পুরাণ আছে ; বেশী মাত্রা হোলেই দিন কাবার। আমার যে লক্ষ্মী কাঁদে ভর ক'রেছেন তিনি তো—জানই আর কি !

[কাস্তে বগলে তামাকু টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ]

প্র, চা। এ গায় বাস্তব্যি হয় না। ও গেল না, ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।— জমিদার বহুত আছে, অনেক জমিদারের নামও শুনেছি। এরা কেমন বাবা !

দ্বি, চা। মামুজি, কি নকমে মাল্লে ?

প্র, চা। আমি কি দেখ্‌তে গিছি ?

দ্বি, চা। বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাগোর বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরেই বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়। পাছ দুয়োর দিয়ে বাড়ীর মদ্দিও[১] আসে, বেটার চাল-চলন বড় খারাপ মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন[২] পাড়ার জোলা বড় হ্যাকমত[৩] ক'রে বলেছ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে বাড়ীর সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর দিনে মুনিব ব'লে মানবো, নাত্তিরে অজায়গায় দেখলি আর হাকিম ব'লে ন্যাত[৪] কর্ব্বো না।

(ইনিস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি, ওই সাএব (পলাইতে উদ্যত)

ইনি। খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায় ?

প্র, চা। (হুঁকা ফেলিয়া করযোড়ে) ; কর্ত্তা ! আমরা কিছু জানিনে।

ইনি। (শবের নিকট যাইয়া) এই মেয়েনোকটি কে ? কি হয়েছে ? এ রকম এখানে প'ড়ে কেন ?

প্র, চা। মরে গেছে, শুনিছি খুন হয়েছে।

আবু। ধর্ম্মাবতার আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ী হয়েছে। হজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল (সক্রন্দনে হায় আমার কি হবে ?

ইনি। (কনষ্টবলের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো ?

প্র, কন। এইভাবেই দেখেছি।

ইনি। লাস উল্টাও।

প্র,'কন। (ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইনি। কোথায়, কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র, কন। হুজুর এই পিঠে পাঁজরে গালে দাগ দেখা যাচ্ছে। আর অধোদশে ফুলো আর থান থান রক্ত।

আবু। হায়, হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ? (কপালে আঘাত করিয়া) হায় ! খোদা এই ক'রে এই দেখালে।

ইনি। দুজন কুলি বোলাও।

প্র, কন। ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইনি। আচ্ছা, লে আও। ডাক্তার সাহেবের কাছে লাস পাঠাতে হবে।

প্র, কন। (দুই চাষাকে ধৃত করিল) তোদের লাস নে জেলায় যেতে হবে।

প্র চা। কর্ত্তা আমরা মোসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পার্ব্বো না।

দ্বি, চা। আমাদের জাত যাবে, আমি পার্ব্বো না।

প্র, কন। কি পার্ব্বিনে পার্ত্তেই হবে (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পার্ব্বিনে, উঠাও লাস উঠাও।

দ্বি, চা। না বাবা। মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল আমরা পার্ব্বোনা, আমাদের জাত যাবে। এ কাম আমাদের নয়।

প্র, কন। (মুষ্ট্যাঘাত করিয়া) নে বাঞ্চত লাস নে।

দ্বি, চা। এই নিচ্ছি। [চাষাদ্বয়ের লাস লইয়া প্রস্থান]

ইনি। জমিদারের পক্ষের লোক কোথায় ?

প্র, কন। হুজুর, তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে— চলুন।

ইনি। আচ্ছা চল— [সকলের প্রস্থান] (পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারি।

(ম্যাজিষ্ট্রেট, কোর্ট ইনিস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবুমোল্লা এবং উকীল মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত।)

ম্যাজি। হামি[৫] আর সাক্ষী চাই নে।

কোর্ট, ইনঃ। (নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

ম্যাজি। নেই, সাবুদ[৬] হুয়া (ফরিয়াদির মোক্তারের প্রতি) টোম্‌রা কুচ সওয়াল[৭] হায়?

মোক্তা। ধর্ম্মাবতার (গাত্রোত্থান)

উকি। (আসামীর পক্ষে) ধর্ম্মাবতার—

ম্যাজি। ও হ'টে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তৃতা শেষে হ'টে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি, টোমার আর কি আছে?

মোক্তার। (স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্ম্মাবতার! এই মোকদ্দমার বাদী আবু মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা, বলাৎকার করিতে থাকা ও তদ্‌হেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইয়াছে। আর সেই জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালিয়েছে তার সন্ধানমাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্ম্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া থুবড়ি) হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার। মপস্বলে প্রজার হর্ত্তাকর্ত্তা জমীদার। তাদের আদালত ফৌজদারী জমীদারই নিষ্পত্ত্য করিয়া থাকে—প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্ত্য হ'ক্ বা না হ'ক আপনি নজরের টাকা হলেই হল। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই, জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া তার ভিটেমাটী একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি। চুপ, চুপ আসল কথা বল—

মোক্তার। খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতার! এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়, তবে যে হুজুর এতদূর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বলেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শন) ইতিপূর্ব্বে সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরাণে[৮] ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন, সে আমি বলতে চাই নে। ধর্ম্মাবতার ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে। (উপবেশন।)

উকীল। ধর্ম্মাবতার মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ ব'কে গেলেন এ মকদ্দমা সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করে—জমীদার প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছুমাত্র সংশ্রব নাই; হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষতঃ বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ, বয়স এ পর্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া কখনই সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালীশ উপস্থিত হয়েছে, কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নুরন্নেহার আওরতকে জবরাণ বলাৎকার করেছেন, আর সেই বলাৎকারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, ফরিয়াদী আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ।[৯]

আবু। (গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্ম্মাবতার আমি নিতান্ত গরীব, আমার সাধ্য কি যে, জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি? হুজুর সে—

ম্যাজি। চুপ চুপ—(কোর্টসব-ইনিস্পেক্টরের প্রতি) দারগার রিপোর্ট পড়।

কোর্ট ইঃ। (রিপোর্ট-পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নুরন্নেহার আওরতের[১০] মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জোবানবন্দীতে ও তমিজদ্দীন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের[১১] মর্ম্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্য ভ্রাতা সিরাজ আলী সহিত গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতল মারিয়া নিবাসী লাল বিহারী সাহার জমাজমী লইয়া বিবাদ ও মনবাদ[১২] হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁদিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি লম্পট ও দুষ্ট স্বভাবের মনুষ্য বিশেষ উক্ত

মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কু প্রবৃত্তির সাধন জন্য আপন চাকর ও অনুগত ২ হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুক তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২ নং আসামী বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজুকুরার মুখাদি বন্দ করিয়া হতাসাক্সে শূন্যভাবে আপন বাহির বাটীর পূর্ব দ্বারি বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখ বদ্ধ করিয়া বলাৎকার করা ও নানা মত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যাকরা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২ নং হইতে ১০ নং আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২। ৩৫৪। ৩০২। ৩৭৬ ধারার অপরাধ ক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে ১ নং প্রধান আসামী ও ১১ হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তলাসে এ যাবত তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া (এ) ফারাম সহ আবশ্যকায় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠানো হইল। আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধে করা প্রকাশ ও যে জন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট প্রচার হওয়ার জন্য কোর্ট ইনিস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদির্লেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন
তারিখ মাস

ম্যাজি। ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায়?

কোর্ট ইঃ। নথিতেই আছে।

ম্যাজি। (নথি উল্‌টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কোর্ট ইঃ। হুকুম হইল যে গড়হাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয়, আর হাজিরা চালানী আসামীগণকে দায়রা সোপর্দ্দ করা গেল।

সন তারিখ মাস

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

[দায়রা বিচার]

(জজ, উকীল, ব্যারিষ্টার,—আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ)

পেস্কা। (জজের নিকট গিয়া) হুজুর, জুরির সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই একজন গরহাজির।

জজ। ডেকে আনতে পার।

পেস্কা। (দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সংকেতে ডাকিল) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শ। (নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা। আপনি জুরি হ'বে পারেন?

জজ। আপনি কে আছে?

দর্শ। খোদাবন্দ আমি আমি (যোড় হাত) না না খোদাবন্দ কিছু কসুর নাই, আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়েমুড়কী পতন)

জজ। নেই টোমার জুরি হ'তে হবে।

দর্শ। দোহাই ধর্ম্মাবতার আমার কোন কসুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই; আমি কোষ্টা[১৩] কিন্তে যাচ্ছি। পথে শুনলেম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনি বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি, ধর্ম্মাবতার ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম্ম—

জজ। নেই, নেই হাম টুমকো জুরী করে গা, টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শিশ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শ। (সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই ক'র্ত্তে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ। (ব্যঙ্গ ভঙ্গীতে) তোমার নাম ক্যা হ্যায়?

দর্শ। (সরোদনে করযোড়ে) আবজান বেপারী হুজুর। খোদাবন্দ—

জজ। টোম ঐ চেয়ারমে বয়ঠো।

আব। (বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ। পাকড়ো—পাকড়ো। (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসন)

আ!ব। (চেয়ারের একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছুই জানি না সকলকে জিজ্ঞাসা করুন আমি কিছু জানি না।

জজ। চুপরাও!

আব। এইবাবই গেলুম! (নিস্তব্ধ)(বিচার আরম্ভ।)

পেস্কার। [জজসাহেবের নিকট করযোড়ে] হুজুর, ছাপাই সাক্ষী আরও দুজন আছে।

জজ। লে আও—

পেস্কা। (আরদালীর প্রতি) জিতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালত রীতিমত আরদালীব দ্বারা তিনবার ফোক্‌রানো)[১৪]

[ঢিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ী, তসবি গলায়, হাতে যষ্টি, বৃদ্ধ জিতু মোল্লা প্রবেশ এবং হলফ পাঠ]

জিতু। আমার নাম জিতু মোল্লা, বাপের নাম ফেড়ু মোল্লা, বয়স ৬০।৭০ বৎসর মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ। মোল্লাকি কি?

জিতু। কোরাণ প'ড়ে আমরা মুবিদকে[১৫] শোনাই, দুটো আখেরেব কথা কই যাতে দীনদুনিয়াব ভালাই হবে! বিয়ে সাদীর কলমা[১৬] পড়াই। মানিকপীরের সিন্নি ফয়তা[১৭] দেই, আর মুরগী জবাই করি, হুজুর এই সকল কাজ আমার—

জজ। (গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জিতু। আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত হয়েছে, আমি সেদিন আবু মোল্লার খলিফা ঘরে[১৮] বসে সারারাতি আল্লা আল্লা ক'রে জেহীব[১৯] করেছি; আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ। টুমি ঘুম পাড়ো না, তবে কি কর?

জিতু। সারারাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিট্‌না[২০] করি।

ব্যারি। নেই, ও বাত নেই, টুম কুচ্ গোলমাল শোনা হ্যায়?

পেস্কা। হাকিম জিজ্ঞেস কর্চ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে?

জিতু। সে রাত্রে কোন গোলমাল হয় নাই, এ সকল কেবল মিছে করে আবুমোল্লা এদের বাদিয়েছে।

ব্যারি। টুমি মক্কামে গেয়া?

জিতু। জোনাব! গেছলাম। আমি চারবার আজ[২১] করেছি।

ব্যারি। মোল্লার জরু কি করে মরেছে, টুমি তার কিছু জানে?

জিতু। জানবে না ক্যা? আবুই মারতে মারতে একেবারে খুন করেছে।

ব্যারি। আবু কেঁও মারা?

জিতু। ও নাহি কার সঙ্গে কথা কৈল।

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে—

জিতু। (তসবিতে কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দিনদার, বড় দাতা; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা[২২] দেয়।

ব্যারি। হায়ওয়ান আলী নুরন্নেহারকে মারিয়াছে?

জিতু। (দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা![২৩] সে কি এমন কাজ ক'র্ত্তে পারে তা কহনো হবার নয়!

ব্যারি। আচ্ছা তুমি যাও। [কলম ছুইয়া জিতুর প্রস্থান]

[নামাবলি গায়ে, কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুঁড়াজালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ এবং পূর্ব্বমত হলফ্ পাঠ]

হরি। আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস; বয়স ৪০।৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি। আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন ক'রেছে টুমি কিছু জানে?

হরি। (মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছু জানি না।

ব্যারি। কিছু শুনিয়াছে?

হরি। শুনেছি হুজুর।

ব্যারি। ক্যা শুনা হায়?

হরি। হরিবোল! হরিবোল! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে উঃ কি পাপিষ্ঠ!! হরিবোল হরিবোল!

ব্যারি। আবু মোল্লা কেমন লোক?

হরি। সে বড় ফরাববাজ,[২৪] একদিন আমি -

জজ। তুমি কি? ফেরব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ব্ববৎ ভুড়ি ও

শিশ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজী গান করিয়া দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি করতঃ হাস্যপূর্ব্বক উপবেশন) তুমি—একদিন তুমি কি ?

হরি। হুজুর! একদিন আমি, ভিক্ষে কর্ত্তে ওদের বাড়ীতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে ; শেষে ঝোলাটা পায়ে প'ড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা ফেরেববাজ! ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে মল। রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ!

ব্যারি। মোল্লার স্ত্রীর চরিত্র কেমন ছিল ?

ব্যারি। (দুই কানে হাত দিয়ে) রাধেগোবিন্দ। আমার মুখ দিয়া সে কথা বেরুবে না—(দীর্ঘনিশ্বাস মেরে ফেলেছে কি জন্য—দীনবন্ধু!

ব্যারি। এই আসামীরা কেমন লোক ?

হরি। বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক, বড় ধার্ম্মিক। গরিব লোকদের প্রতি তার ভারি দয়া। আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড়, টাকা, পয়সা, চাল দয়া ক'রে দিয়ে থাকেন!

বা, উ। তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি ?

হার। কৃষ্ণমণী।

বা, উ। হুজুর সেই কৃষ্ণমণী।

জজ। হাঁ, হাঁ, আমি জানে।

(ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ। How are you ?

ডাক্তার। Thanks! Quite well.

জজ। Please take your seat. How is Mrs. CUNINGHAM ? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

ডাক্তার। Thanks! She is in delicate state and this is the seventh month.

জজ। Oh ; (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দন্তাঘাত) Do you like to go soon ?

ডাক্তার। Yes, she is alone.

জজ। (আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) DR. CUNINGHAM is in hurry and I think it is better to take his deposition first.

ব্যারি। Yes, I have no objection.

বা, উ। (দণ্ডায়মানপূর্ব্বক) হুজুর হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে ?

জজ। Wait, wait (ঈষৎক্রোধে) Baboo, can't you wait (মৃদুস্বরে) natives! Let me take DR. CUNINGHAM's deposition first.

(বাদীর উকিল নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন)

(ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তার। (বাইবেল চুম্বনপূর্ব্বক) My name is F. B. CUNINGHAM; aged 72 years. I am the G. Surgeon of Bensaff district. I made the port-mortem examination of the body of Nooren-nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmoshala police station. No marks of external violence except on the genetal profuse discharge of blood from the said part; the lungs highly conjected on digesting away the skin of throat extravasation of blood observed, all other organs found healthy, (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguinous apoplexy of the brain.

জজ। (মৃদুস্বরে) Must be brain disease. (বাদীর উকীলের প্রতি) টোমার কুছ সওয়াল আছে ?

বা, উ। ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্ম্মের নীচে রক্ত জমা হইয়াছিল ঐ কারণে কি ব্রেন ডিজিজে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ?

জজ। হাঁ, কেন হবে না? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন; হোবে, হোবে।

বা, উ। হুজুর ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ। (বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট্। (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the Vegina and extravasation of blood beneath the skin of the throat, produced sanguineous apoplexy of the brain ?

ডাক্তার। (উচ্চহাস্যপূর্ব্বক) হা হা হা! If fever can produce

enlargement of spleen then why not the soft blood will produce sanguineous apoplexy of the brain ?

জজ। আর কিছু সওয়াল আছে ?

বা উ। হুজুর, আমরা মেডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই। (উপবেশন)

জজ। (ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. CUNINGHAM ?

ব্যারি। (সাশ্চর্য্যে) To whom ? To DR. CUNINGHAM ?

জজ। Yes.

ব্যারি। Certainly not ; he is perfectly right.

জজ। (ডাক্তারের প্রতি) Then you can go ; give my compliments to Mrs. CUNINGHAM.

ডাক্তার। Thanks. (প্রস্থান)

ব্যারি। (হরিদাসের প্রতি) টুমি কোন কোন তীর্থ দেখেছ ?

হরি। গয়া, কাশী, পেঁড়ো আর কত তার নামও জানিনে।

জজ। (ঈষৎ হাস্যপূর্বক) টুমি লেখাপড়া জানে ?

হরি। নাম সই কর্ত্তে পারি।

জজ। আচ্ছা, দস্তখত কর। [নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান]

জজ। (বাদীর উকীলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

[পাঁচ মিনিটকাল উকীলের বাঙ্গালা বক্তৃতা]

[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরাজী বক্তৃতা]

আবু। দোহাই ধর্ম্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি। টুম চোপরাও।

আবু। আমার বাড়ীঘর সব গিয়েছে জাত্‌ও গেছে হুজুর ; আমার কিছুই নাই ; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ। চুপ্‌রাও।

আবু। দোহাই ধর্ম্ম অবতার। আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—আমি নিতান্ত গরীব।

জজ। চুপ্‌রাও। (কিঞ্চিৎ পরে জুরীগণের প্রতি) Is the case guilty or not ?

জুরি। (যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি। (হো হো শব্দে হাস্যপূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তেকরণ এবং জজের একটু খোসামোদ)

জজ। (রায় লিখিতে আরম্ভ, ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিস্‌মিস্‌—আসামীগণ খালাস। (হাতে তুড়ী দিয়া নৃত্য।

ব্যারি। (হাস্য করিয়া) সেক্‌হেণ্ড। (পটক্ষেপণ)

(নটীর প্রবেশ)

নটী। (স্বগত) হায়, হায় এ কি হলো? হা ভগবান তুমি কোথায়? হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল।

'হায়রে পাতকি অর্থ! তোর লাগি ভবে—
স্বধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত!
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্ম্মতি পাপ পাষণ্ড বর্ব্বর
জমীদার! ধর্ম্মাসনে হলো না বিচার!
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা? শোকসিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা?
দুজন জিজ্ঞাসা-পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্ব্ব নেত্রবান্‌,
সর্ব্বদর্শী মহেশ্বর, জগত-কারণ,
সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্তা বিভু,
ত্রৈলোক্য ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম্ম যার সদা আজ্ঞাবহ,
তাঁরে বিজ্ঞাপিব শোক মনে যত আছে—
এইভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব,
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?
আরো বিজ্ঞাপিব শোক কান্দি তাঁর কাছে,
ঈশ্বর-প্রসাদে যিনি ভারত-ঈশ্বরী,
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার,
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার।

সঙ্গীত। রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।
কাতরে ডাকিমা তোরে শুনমা ভারতেশ্বরী।
অবহিত অবিচার-আর বাঁচিনে মরি মরি ॥
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি।
অবলা সরলা সতী, তাহে ছিল গর্ভবতী
সে সতীর এ দুর্গতি, উহু মরি মরি!
সবল দুর্ব্বল পরে, হেন অত্যাচার করে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণ ধরি ॥
দয়া মমতা পালিনী, প্রজার দুঃখ বিমোচিনী,
দীন দুঃখ-নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী ;—
জননী বলিয়ে ডাকি, শুন সিন্ধু পারে থাকি,
করুণা কটাক্ষ রাখি, তার মা ভারতেশ্বরী। (নটের প্রবেশ)

নট। প্রিয়ে! আর দুঃখ কর্লে কি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চ'খের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়! দিনদুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধন মান প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, তার প্রতিশোধ কিছুই হলো না। (ক্ষণকাল চিন্তা যাক্ আমাদের আর সে কথায় কাজ নাই। আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটী। বলেন কি? আমাদের এই কান্না কি কেউ শুনবে না। গরিবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবু মোল্লার প্রবেশ।]

নট। আবার কি হয়েছে? উঃ কি ভয়ানক।

আবু। আমার সর্ব্বনাশ ত হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমা জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে খানে ওয়ারাণ[২৯] ক'রে ফেলেছে। আমার আর দাঁড়াবার লক্ষ[৩০] নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধন মান প্রাণ সকলি গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলি লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্ন বস্ত্র কিছুই নাই। (ক্রন্দন)

নট। কি নির্দয়!! কি নিষ্ঠুর!!!

নট নটী। (উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত) রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।
কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী।
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি ॥

কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর,
নাশিবেন তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার ছবি ?
ওহে বিপদ বারণ, কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি :—
তুমি দেব সর্ব্বময়, কাতরে করুণাময়,
নাশ করি দীন ভয়, শ্রীপদ কমল ধরি ॥

যবনিকা পতন।

প্রস্তাবনা

১। জমীদার—জমির মালিক হিসেবে প্রজার কাছ থেকে যিনি রাজস্ব সংগ্রহ করেন। রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী রাজপ্রতিনিধি হিসেবে যাঁকে দেখা হয়। ২। পদবী—উপাধি।

৩। কলিকালে—পুরাণবর্ণিত চতুর্থ যুগ। ৪। জানওয়ার—(ফারসী জান্‌বর) পশু—এ ক্ষেত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন বা মনুষ্যত্বহীন। ৫। সহরে…ঠাকুর—সহরে এদের খাতির করে না, কিন্তু মফঃস্বলে এরা সম্মান লাভ করে।

প্রথম অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। পড়ছে না—বাগে আসছে না। ২। কারিকুরি—ফন্দী। ৩। পরক—পরখ। ৪। দেউড়িতে—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বার। ৫। পাকাড় লাও—ধরে নিয়ে এস। ৬। এখনকার…খারাপ—এই ইংরেজ আমলের নিয়ম কানুন ভাল নয়; অর্থাৎ হারওয়াম আলী শ্রেণীর অনুকূল নয়। ৭। রোজা—ওঝা—যে মন্ত্রাদি পড়িয়া সাপের বিষ নামায়। ৮। কমন ল'র—সর্বসাধারণের জন্য যে আইন। ৯। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসুল। নামাজে উপস্থিত হও, নামাজে উপস্থিত হও। মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও, মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নেই। ১০। অন্তঃকালে—মৃত্যুর সময়ে।

প্রথম অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

১১। মেওয়াতী—নিয়মবদ্ধ ১২। কোমর খোলাই—এক ধরণের উৎকোচ। ১৩। নসীবে—(আরবী নসীব) কপালে। ১৪। রেয়াত—(আরবী রিআ'য়ত থেকে) খাতির।

প্রথম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১৫। জিয়ন্তে—বেঁচে থেকে। ১৬। কাবার—(পর্তুগীজ acaber) শেষ। ১৭। পচাশ রোপেয়া জ'রবানা—পঞ্চাশ টাকা জরিমানা। ১৮। ঘাট—অন্যায়। ১৯। আবতাক্—এখন পর্যন্ত। ২০। মু খোলকে…কহতা হায়—মুখ খুলে কথা বলছে। ২১। ঘণ্টেকাদরমিয়ান—

এক ঘণ্টার মধ্যে। ২২। চৌদ্দ পোয়া করে—এক পা উঁচু করে। ২৩। খুপসুরৎ—(ফারসী শব্দ) খুব সুন্দর। ২৪। ঠারে ঠোরে—ইশারা ইঙ্গিতে।

দ্বিতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। বিচের—বিচার। ২। চ'কের—চোখের। ৩। পজ্জন্ত—পর্য্যন্ত। ৪। পের্জার—প্রজার। ৫। উলকুড়—উলুখড়। ৬। গ্যাজ...ওঠে—অহঙ্কার পড়ে। ৭। ভারতেশ্বরী—মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৮। গুলিখোর—চণ্ডুখোর (আফিম থেকে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য, গুলি পাকিয়ে খাওয়া হয়; তাই যারা এই মাদক দ্রব্য খায় তাদের 'গুলিখোর' বলে। ৯। গৌরী—গড়াই নদী নামে এখানে পরিচিত। এর ওপরে পুল আছে। ১০। তসবি—(আরবী তস্‌বীহ থেকে) মুসলমানী জপের মালা। ১১। হেম্মত—অর্থাৎ হিম্মত (আরবী হমৎ থেকে); সাহস, তেজ। ১২। জরুকো—স্ত্রীকে। ১৩। মোচে—গোঁফে। ১৪। কালোবাত—কালোয়াত।

দ্বিতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১৫। অদুল—অমান্য। ১৬। জবরাণ—(আরবী যবর থেকে) জবরদস্তি। ১৭। বেপোরোয়া—নিঃশঙ্ক। ১৮। কবুল—(আরবী ক'বুল থেকে) স্বীকৃতি; জান কবুল—প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তৃতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। মদ্ধিও—মধ্যেও। ২। দহিন—দক্ষিণ। ৩। হ্যাকমত—(আরবী হি'কমত থেকে) দক্ষতা; এখানে বাহাদুরী। ৪। হ্যাত—রেয়াত; ছেড়ে দেওয়া।

তৃতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৫। হামি—আমি। ৬। সাবুদ—(আরবী থ'বুত থেকে) প্রমাণ। ৭। সওয়াল—(আরবী সবাল থেকে) প্রশ্ন, বলার কিছু। ৮। জাবরাণে—জবরদস্তি করে। ৯। ফেরেববাজ—প্রবঞ্চক। ১০। আওরতের—মেয়ে মানুষের। ১১। জওয়াব—উত্তর। ১২। মনবাদ—মনোমালিন্য।

তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

১৩। কোষ্টা—পাট। ১৪। ফোক্‌রাণো—চীৎকার করে ডাকা। ১৫। মুরিদ—(আরবী মুরীদ থেকে) শিষ্য। ১৬। কলমা—(আরবী কল্‌মহ্‌ থেকে) মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস পরিজ্ঞাপক উক্তি (লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহম্মদ রসুলুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন আর কোনও উপাস্য নাই, মোহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ)। ১৭। ফয়তা—(আরবী ফাতিহা থেকে) মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ। ১৮। খলিফা ঘরে—এক্ষেত্রে বাইরের ঘরে। ১৯। জেহীর—অর্থাৎ জাহির; উচ্চৈস্বরে ডাকা। ২০। রোধা পিটুনা—কাঁদাকাটি। ২১। আজ—হজ্জ। ২২। টাহা—টাকা। ২৩। তোবা তোবা—(আরবী তওবা থেকে) পাপ কাজ পুনরায় না করার সংকল্প। ২৪। ফন্দারবাজ—প্রবঞ্চক। ২৯। খাবে ওয়ারাণ—ছন্ন ছাড়া। ৩০। লব্‌জা—এ ক্ষেত্রে স্থান।

[প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্র]

THE MIRROR OF A TEA PLANTER

OR

চা-কর দর্পণ নাটক

শ্রীদক্ষিণা চরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

"HONI. SOIT. QUI. MAL. Y. PENSE" *

কলিকাতা

৫৩ সীতারাম ঘোষের ইষ্ট্রীটস্থ

সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৮১। পৌষ।

*এই ফরাসী কথাটির অর্থ—'গৃহিণীরা ভেবে দেখুন, অত বাড়াবড়ি ভাল কিনা।'

ভূমিকা

চা কর দর্পণ পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে উল্লেখ করিয়া ইহা লিখিত হয় নাই; কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ এই নাটকের চরিত্র কল্পিত হইয়াছে। তবে যদি কোন মহাত্মা গায় পাতিয়া লইয়া আপনাকে উল্লিখিত মনে করেন, তবে নাচার। আমার বাস্তব উদ্দেশ্য বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না; সহৃদয় পাঠকবৃন্দ দোষগুণের বিবেচনা করিবেন। যদি আমি তাহাদিগের কথঞ্চিৎ চিত্তভুষ্টি সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

১৯ পৌষ। ১২৮১। গ্রন্থকার

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সারদা	...	রাইয়ত।
বরদা	...	সারদার ভাই, রাইয়ত
কেশব	...	ডিপো কণ্ট্রাক্টর।
হরিদাস চক্রবর্ত্তী	...	কেশবের সরকার।
সাধু	...	চাকর।
ভোলানাথ	...	একজন ডিপো দর্শক।
মাধব	...	একজন কুলি।
ম্যাক্লিন সাহেব	...	চা-কর।
নিধুরাম	...	সাহেবের দেওয়ান।

স্ত্রী।

নৃত্যকালী	...	সারদার স্ত্রী।
সরমা	...	বরদার স্ত্রী।
শ্যামা		

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাধবপুর (মেটেঘরের দাওয়া)। সারদা ও বরদা আসীন

সারদা। আর ভাই মাথায় হাত দিয়ে পড়িচি, কি করে সংসার প্রতি-পালন কোরবো?

বরদা। তাইতো দাদা ধান জন্মাল না, মেয়েগুলো খাবে কি?

সারদা। সেই এক ভাবনা, তার উপর আবার জমিদারের খাজনা না দিলে গরু বাছুরগুল বিক্রি হয়ে যাবে।[১]

বরদা। আমাদের জমিদার বড় মন্দ লোক নয়। তবে কিনা নায়েব বেটা ভারি হারামজাদা।

সারদা। নায়েবদের জন্যই তো প্রজাদের এত ক্লেশ, তারা যদি জমিদারকে একটু বুঝিয়ে বলে, তাহলে কি জমিদার প্রজাদের একেবারে মেরে ফেলবে।

বরদা। দাদা তুমি বোঝনা, খাজনা আদায় না হলে নায়েব শালাদের লাভ হবে কিসে?

সারদা। বরদা এক কাজ কোরবি, এ বছর ধান জন্মায় নাই, আমরা জমিদারের কাছে কেঁদে পড়ি গিয়ে চল্।

বরদা। তাতে কিছুই হবে না। নায়েব গোমস্তা শালারা না মলে কোন ফল দেখবে না।

সারদা। তবে এখন ঠাওরালি কি?

বরদা। আর ঠাওরাবো কি? ভগবান কপালে যা লিখেছেন তাই হবে।

সারদা। আমি সেদিন শুনলুম ও গ্রামের জমিদার তার প্রজাদের নিকট এ বৎসরের খাজনা নেবেনা বোলেচে। আমরা এক কাজ করি আয়। ঘর-দ্বারগুল বিক্রি করে ও গ্রামে গিয়ে বাস করিগে চল্।

বরদা। ও বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে, আমাদের জমিদার তাহলে একেবারে প্রাণে মেরে ফেলবে।

সারদা। তা কি কত্তে পারে, কোম্পানীর মুল্লুক।[২]

বরদা। আরে নাও, জমিদারদের অসাধ্য কি আছে, তারা প্রজাদের মাত্তেও পারে, রাখ্‌তেও পারে।

সারদা। তবে এখন উপায় কি ?

বরদা। উপায় ভগবান। যদি আর এক পশলা বৃষ্টি হয়, তা হলেই ধানগুল বোনা যাবে।

সারদা। এবছর যেকালে এখনও বৃষ্টি হয় নাই, সেকালে আর বোধ হয় না যে হবে।

বরদা। আর বছর ভালরূপ জল হয়নি, এবছর না হলে সকলেই মারা যাবে।

সারদা। তা বইকি, ক বছরের জমিয়ে যে কয়খানি রূপোর গহনা গড়িয়েছিলুম, গেল বছর সবগুলি বিক্রি করেচি, এবছর গরুলাঙ্গলগুলি সব বিক্রি করে যতদিন খাওয়াতে পারি খাওয়াব।

বরদা। তাতে কয়দিন হবে ?

সারদা। যে কয়দিন হয়।

বরদ। তার চেয়ে আর এক কাজ করি এস দাদা।

সারদা। কি কাজ ?

বরদা। বাবুদের বাড়ি চাকরি করি গিয়ে চল।

সারদা। চাকরি করে কি এতগুলি পরিবার খাওয়াতে পারব ?

বরদা। তা হবে।

সারদা। চাকরিই বা আমাদের দেবে কে ?

বরদা। কেন ও গ্রামের চৌধুরীমশাইদের বাড়িতে।

সারদা। শুনিচি তারা চাকরদের বড় মারধর করে।

বরদা। তা না হলে আর এক জায়গায় থাকবো।

সারদা। তাই যা হয় করা যাবে। ঐ কে একজন এদিকে আসচে না ?

বরদা। হ্যাঁ চক্রবর্ত্তী মশায় আসচেন। (হরিদাস চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

সারদা চক্রবর্ত্তী মশায় প্রণাম হই। (প্রণাম)

হরি। কল্যাণ হোক। তোমরা কেমন আছ বাপু।

সারদা। আর মশায় কেমন আছি, বাড়িঘর বেচে পালাবার যোগাড় কচ্চি।

হরি। সে কেমন।

সারদা। দেখচেন না মশায় জল হয়নি, এ বৎসর লাঙ্গল দিতে পাল্লুম না, পরিবারগুলকে খাওয়াব কেমন করে, তাই ভেবেই অস্থির হয়েচি।

হরি। এই কথা, তার উপায় আছে।

বরদা। (শশব্যস্তে) তার উপায় কি আছে ?

হরি। আরে তুমি ওরূপ ব্যস্ত হলে চোলবে কেন ? তোমরা এখন ঠাউরেছ কি ?

সারদা। ঠাউরেছি আমাদের পোড়া কপাল! ভাই আমার বোলছিলেন চাকরি কত্তে।

হরি। সেতো মন্দ কথা নয়। তোমরা কোরবে ?

বরদা। কোথায় মশায় ?

হরি। আরে বাপু সে এদেশে নয়, অনেক দূর।

বরদা। হলুই বা, কতদূর ?

হরি। কাছাড়, সিলেট![৩] তোমরা যেতে পারবে ?

বরদা। কেন পারবো না, মোটা মাইনে দিলেই যেতে পারি, কি কাজ কত্তে হবে ?

হরি। আরে সে বড় সোজা কাজ, আজকাল মেয়ে মদ্দে সকলেই যাইতেছে।

বরদা। তবু কাজটা কি ?

হরি। চা গাছ শুনিছিস, তারির পাতা তুলতে হবে।

বরদা। এই কাজ ? তা আমরা পারবোনা কেন ?

হরি। তবে তোমরা রাজি হওতো তোমাদের পাঠিয়ে দিই।

বরদা। মাসে কত করে মাইনে দেবে ?

হরি। (স্বগত) মাইনের কথাটা বেশি করে নাবলে বেটারা যাবে না দেখচি, তবে তাই বলি (প্রকাশ্যে) মাইনে মাসে দশ টাকা আর খোরাক পোষাক দেবে।

বরদা। তবে মন্দই বা কি, দাদা কি বল যাবে ?

সারদা। আমার যাবার ইচ্ছে হয়েছে। পরিবারগুল খেতে পোরতে পাবে।

বরদা। তবে চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের যাবার ইচ্ছে আছে, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আমাদের যোগাড় করে দিন।

হরি। আরে বাপু তোদের ভালবাসি বলে তাই এই খপরটা দিতে এলুম, অন্য লোক হলে কি বোলতুম।

বরদা। হ্যাঁ আপনি আমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, অন্য লোক হলে কি চাকরি বাকরির কথা বলে ?

হরি। দশ টাকা করে মাইনে কিছু নিতান্ত অল্প নয়, আজ কাল যারা পাস[৪] করেচে, তারাও পেলে ছুটে যায়। তোরা তো চাষা কিছুই জানিস নে।

সারদা। আজ্ঞে হঁ্যা। আচ্ছা মশায়, কতগুলি লোকের দরকার হবে?

হরি। লোক আমরা ফিরাইনে, যত লোক আসুক, আমরা সকলকেই কাজে লাগিয়ে দিই।

বরদা। তবেই ভাল, আমরা মনে করেছিলুম বুঝি দু চারিজনের দরকার। আচ্ছা ওপাড়ার দু পাঁচজনকে নিয়ে গেলে হয় না?

হরি। বেশতো, বেশতো। কয়জন যাবে?

বরদা। বোধকরি আমরা গেলে, আরো দুই দশজন যেতে পারে।

হরি। তবে তাদের চেষ্টা দেখ। আমি তবে এখন চল্লুম।

সারদা। কিসে করে যেতে হবে?

হরি। জাহাজে করে, তা কোন ভয় নেই।

সারদা। বাবা, জাহাজে কেমন করে যাব।

বরদা। ভয় কি দাদা, লোকয় যেমন করে যায়, এতেও তেমনি কবে যাব।

সারদা। না ভাই আমার বড় ভয় লাগে।

হরি। আরে বাপু এর তো বড় ভয় দেখতে পাই, এত লোক যাচ্চে আসচে, কটা লোক মরেচে?

সারদা। বলি তা নয়, তবে কিনা কখন তো জাহাজে উঠিনে তাইতো ভয় করে।

হরি। ভয় কি? তবে অন্য যারা যাবে তাদের যোগাড় দেখো।

সারদা। বসুন না তামুক খান। ওরে বরদা, চক্রবর্ত্তী মশায়কে তামুক খাওয়া।

হরি। না আমি এখন তামাক খাবো না চল্লুম। (প্রস্থান)

বরদা ও সারদা। প্রণাম হই, (উভয়ের প্রণাম)।

বরদা। দাদা এ বড় মন্দ কথা নয়, চাকরি করা যাক্ এস, তারপরে যখন ধান জন্মাবে, তখন চাকরি নাই কল্লুম।

সারদা। এ বড় মন্দ কথা নয়। ওরে দৌড়ে গিয়ে চক্রবর্ত্তী মশায়কে জিজ্ঞাসা করে আয় দিখিন কবে আসবে? (বরদার প্রস্থান)

সারদা। ভাই আমার একেবারে খেপে উঠেচেন, এখন মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করি, তারা কি বলে। (বরদার প্রবেশ)

বরদা। দাদা চক্রবর্ত্তী মশায় কাল আসবে।

সারদা। আচ্ছা তবে এখন আমরা যাই চল, বেলা অনেক হলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশববাবুর বৈঠকখানা

হরি। (স্বগতঃ) আজ বাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা না বার কল্লে আর চলে না। আর তিনি এই সুখপরটা শুনেও বড় সন্তুষ্ট হবেন, আমারও বাবুর কাছে এক মাসের মাইনে পাওনা হয়েছে। কেবল যে এক মাসের মাইনে পাওনা হয়েছে এমন নয়, এই যে লোক কয়টাকে হাত করে এসেছি, তার হিসাবেও পাওনা আছে। আজ অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন, আমাকে যেমন রোজ বোলতেন যে চক্রবর্ত্তী কোন কাজের লোক নয়, আজ তেমনি দশবারো বেটাকে হাত করেছি। তাঁর তো এত সরকার রয়েছে, আমার মত একদিনে দশবারো জনকে হাত কত্তে কেউ পেরেছে? যাই বাবু কোথায় গেল একবার দেখি (গাত্রোত্থান করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন) না একটু বসি এখনই আসবেন এখন। আজ পেট ভরে খাব, টাকা নেব, তবে এখান থেকে যাব।

(কেশবের প্রবেশ)

কেশব। কি হে চক্রবর্ত্তী, এত সকাল সকাল এসে যে বসে আছ?

হরি। আর বসে আছি, ঘুরে ঘুরেই প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

কেশব। ঘুরে ঘুরে তো বড় কাজ করে এলে, এ মাস কাবার হয়ে যায়, একটা মানুষ যোগাড় কত্তে পাল্লে না। তোমা হতে কোন কাজ হয় না, বরং আমার অন্য সরকারগুল যশোহর জেলা, নদীয়া জেলা থেকে দুই পাঁচজন মানুষ হাত করে আনতে পারে। তোমায় যে আমার মাইনে দিতে হয়, সেটী কেবল বৃথা। তা বাবু তোমাকে আমি এই বেলা বোলচি, তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম্ম কর তবে থাক, আর তা নইলে অন্যস্থানে যাও।

হরি। তবে আমার মাইনে কড়ি চুকিয়ে দাও, আমি তোমার কাজ কত্তে চাই না। আমি যে লোকগুল যোগাড় করে এসেছিলুম তাদের নিষেধ করে আসি। (গমনোদ্যত)

কেশব। বলি রাগ কর কেন? লোক যোগাড়ের কথা কি বোলছিলে?

হরি। আমি কাল মাধবপুর গিয়েছিলেম, সেখানে দশ বারো জন লোকের ঠিক করে এসেছি, তারা যেতে স্বীকার হয়েছে।

কেশব। বলি তাই আগে বোলতে হয়, তবে তারা কয়জন যাবে বল্লে? (সহাস্যে)

হরি। বোধ করি দশ বারোজন যাবে।

কেশব। বোধকরি ছেড়ে দাও, ঠিক কয়জন যাবে?

হরি। তাদের যাবার কথা নিশ্চয় হয়েছে।

কেশব। বেশ বেশ, আজ আমারও ডান চোকের পাতাটা নাচতেছিল। তবু যা হোক এ মাসের কতকটা খরচ চোলবে।

হরি। এতে আর কত হবে?

কেশব। তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। মাসে আড়াইশত তিনশত লোক না পাঠাতে পারলে দশ টাকাও পাওয়া যায় না।

হরি। তা নাহলে খরচ পোষাবে কোথা থেকে। আট দশজন সরকার, পেয়াদা, বেহারা রয়েছে, আবার বাবুর নিজ খরচও আছে।

কেশব। আরে বাপু আমার খরচ চাইনে, তোমাদের দশজনকে প্রতিপালন কত্তে পারলেই আমার পরমলাভ।

হরি। পরোপকারী ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, ঈশ্বর আপনার ভাল কোরবেন।

কেশব। আরে বাপু তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদই আমার সব। এখন এই আশীর্ব্বাদ কর যে; মানে মানে কাটিয়ে যেতে পারলেই হয়।

হরি। মানি লোকের মান ঈশ্বর রক্ষা করেন।

কেশব। সে যাহা হউক, হ্যাঁ দেখ চক্রবর্ত্তী মশায়, এদেশে আর বড় কিছু হবার যো নাই, এখানকার লোকেরা সব বুঝেচে।

হরি। ঠিক বলেছেন; আমি এতস্থানে ঘুরে বেড়াই কেউ আর যেতে চায় না। আমি যদি পাড়া দিয়ে যাই, তাহলে পাড়ার ছোঁড়াগুল বলে কি ঐ মানুষ ধরা যাচ্ছে। আমার শুনে বড় লজ্জা হয়।

কেশব। বাস্তবিক আমারও মনে এক এক সময় ঘৃণা হয়। মনে করি, আহা কত লোককে এদেশ থেকে আসাম, কাছাড়ে পাঠালুম, কতলোক স্ত্রীপুত্র ফেলে চলে গেল, কত স্ত্রীলোক স্বামীপুত্র কন্যা ত্যাগ করে গেল। এখানে কিছু বলুক আর নাই বলুক সে দেশে গিয়ে আমাকে কত গালাগাল দেয়। আর তাদেরই বা দোষ কি? এ জন্মের মত তাদের এদেশ থেকে তাড়ালুম

লেখেচ চক্রবর্ত্তী মশায় সেইজন্য আমার একটা ছেলে বাঁচেনা।

হরি। ওসব বোঝবার ভ্রম। আমাদের শাস্ত্রে বলে "নিয়তি কেন বাধ্যতে" নিয়তি কি কেহ খণ্ডাতে পারে?

কেশব। তা মিছে নয়। সে বেটাদের অদৃষ্টে লেখা আছে আসাম কাছাড়ে যাবে, চা-করদের জুতা নাত্তি খাবে। তাতে তোমারই বা দোষ কি, আর আমারই বা দোষ কি?

হরি। এ কথা যা বোলেচেন, তা মানি। বিধাতা যা কপালে লিখেচেন, তা তিনিই খণ্ডাতে পারেন না।

কেশব। ওহে তাই কেন দেখ না, এখানকার লোকেরা সে দেশে যাবে কেন? আর সেখানে তো সুখ বড়, দিবারাত্র চা গাছের চাষ কত্তে হবে, চা-করেরা দিনের মধ্যে বিশ বার বিশ ঘা জুতো মারবে আর এক এক মুঠো খেতে দেবে, তাতে বাঁচ আর মর। এ অদৃষ্টের লিখন ভিন্ন কি তোমার আমার দ্বারা হয়ে থাকে?

হরি। তাতো বটেই মশায়। আচ্ছা তবে এখন কি উপায় করা যাক্ বলুন্ দেখি?

কেশব। কোন্ বিষয়ের? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ও হো বুঝেছি, লোক পাঠাবার কথা বোলচো? তা এদেশে না হয়, পাহাড়ী দেশ থেকে আনতে হবে।

হরি। বেশ বোলেচেন, এদেশের গরীব দুঃখী কোন লোকেই আর যেতে চায় না, পাহাড়ী বেটাদের ভুলিয়ে আনতে পারলেই ঠিক হবে। কিন্তু তাতে বেশি খরচ পোড়বে না?

কেশব। খরচ পড়ে পোড়বে, সেতো আমার বাবারও যাবেনা আর তোমারও যাবে না, যাবে সেই চা-কর বেটাদের, তা গেল গেলই, আমাদের তাতে ক্ষতি কি?

হরি। তা মিছে নয়, সে বেটারা পয়সা খরচ কোর্ত্তে কাতর হয় না।

কেশব। ওহে কাতর হয়না জানি। আমিও যদি অত লাভ কোত্তুম; তাহলে শর্ম্মাও পয়সা খরচ কোত্তে কাতর হোতেন না।

হরি। ঠিক বোলেচেন, বেটাদের লাভ তো অল্প টাকা নয়। চাকরগুলদের কেবল পেট-ভাতা দিয়ে সমস্ত দিনরাত্র খাটিয়ে নেয়।

কেশব। আমারও লাভ হলে, আমিও তোমাদের খুব থ্যাট দিতে পাত্তুম।

হরি। মশায় বা অল্প লাভ কোরেচেন কি? আগে টাকার আণ্ডিল করে নিয়েছিলেন।

কেশব। ওহে তখন এক দিন কাল ছিল, এদেশের লোকেরা অতশত বুঝতো না, চাকরি কোরবি, তাহলেই তারা বোলতো কোরবো, আমি অমনি পাঠিয়ে দিতেম। তখন ভগবানের ইচ্ছে দুপয়সা রোজকার করেছি।

হরি। তানা হলে মশায় যেরূপ দিনকাল পোড়েচে এতে চোলতো কেমন করে?

কেশব। তা মিছে কি বাপু। সেধো বেটা গেল কোথায়, তারে একবার ডাকি। (উচ্চেস্বরে) ওরে সেধো তামাক দিয়ে যা।

নেপথ্যে। আজ্ঞা যাই। (সাধুর তামাক লইয়া প্রবেশ)

সাধু। বাবুমশায় আপনার আহার প্রস্তুত হয়েছে আসুন। (সাধুর প্রস্থান)

হরি। তবে এখন পাহাড়ী লোকদের আনবার চেষ্টা করা যাক, কি বলেন?

কেশব। আগে এই দেশে দেখ।

হরি। আর একটা বড় সুবিধা হয়েছে, এদেশে এ বৎসর ধান জন্মায় নাই চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে। তাদের ভুলিয়ে পাঠাতে পারলেই ঠিক হবে।

কেশব। তা মিছে নয়।

হরি। আরে মশায় তা জানেন না বুঝি, সেদিন আমি রাস্তা দিয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলুম—মনে কল্লুম এই চাষাদের বাড়ি হয়ে যাই। তারপরে সেখানে গিয়ে একটু বোস্‌লুম, তারা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদচে, আমাকে বল্লে চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের কোনখানে কাজ করে দিতে পারেন, আমি অমনি যোগাড় পেলেম। তাদের গড়ে পিটে ঠিক করে রেখে এসেছি, তারা আসাম ও শিলেটে যেতে ইচ্ছুক হয়েছে।

কেশব। বটে তবে যেন তারা হাত ছাড়া হয় না দেখো দেখো। ভাঙচি দেবার লোক অনেক আছে, এই যে কতকগুল খপরের কাগজওলা হয়েচে সেই বেটারাই সকলের চোক কান ফুটিয়ে দিচ্চে, আমাদেরও অন্ন মাচ্চেন, অধঃপাতে যাবেন।

হরি। সে কথা আপনাকে আমায় বোল্‌তে হবে কেন? আচ্ছা তবে চল্লুম।

কেশব। আমিও যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মাধবপুর (অন্তঃপুরের গৃহ)। নৃত্যকালী উপবিষ্টা।

নৃত্য। পরমেশ্বরের ইচ্ছেয় কয় বছর দিব্যি ধান জন্মেছিল, আমারও দুই পাঁচখানা করে গহনা হয়েছিল, কিন্তু পোড়া আকাল হয়ে আমার রাঁড় হাত হয়েছে। কেবল যে আমার গয়নাই গেল এমন নয় হাল লাঙল পর্য্যন্ত পোড়া পেটের দায়ে বিক্রি হলো। কর্ত্তাটি কপাল চাপড়ে বেড়াচ্ছেন, কি কোরবেন, ভেবে স্থির কর্ত্তে পাচ্চেন না। ঠাকুর-পোও হাহা করে বেড়াচ্চে। ভগবান কি এমনি দিনই রাখ্‌বেন। (সরমার প্রবেশ)

সরমা। দিদি বসে কি কচ্চো?

নৃত্য। বসে আর কি কোরবো, ভগবানকে ডাক্‌চি।

সরমা। ভগবানকে ডাক আর যাই কর। পরশ্ব থেকে উপবাস করে মারা যেতে হবে।

নৃত্য। তা আমি জানি। আমার আর কি আছে যে দিব? যে কখানা গহনা ছিল, সবগুলি বিক্রি করে পেট পূজো হয়েছে। এখন আর কি আছে? কেবল যে আমাদের পেটটি তাতো নয়, এ ছাড়া গরু ও চাকর রয়েছে। আমরা খাব আর তাদের যে উপবাস করিয়ে রাখবো এতো হতে পারে না।

সরমা। দিদি আমি বোলচি কি, এদের সব চাকরি কর্ত্তে বলো। তাহলে খেয়ে বাঁচা যাবে, ভাতের জন্য এমন করে ভেবে আকুল হতে হবে না। আবার জমিদার বাবুদের বাড়ীতে ধার রয়েছে, তাঁরা আজিও কিছু বোলচেন না, যেদিন ধোরবেন, সেদিন গলায় কাপড় দিয়ে আদায় কোরে নেবেন। শেষকালে আর কি আছে, ঘরদোরগুল বেচে কিনে নেবে।

নৃত্য। আমি বোন কত বলেছিলুম, ওঁরা দুই ভাই চাকরি কর্ত্তে চাননা, যদি চাকরির কথা শুনেন, তাহলে অমনি ফোঁস করে উঠেন। ঠাকুরপোর যদিও চাকরি বাকরি করবার ইচ্ছে আছে, কর্ত্তাটির তো চাকরির নামে বাঘ বোধ হয়। তাঁকে চাকরির কথা বল্লেই বলেন কি, খেপি চাকরি কল্লে হবে কি, পেট চোল্‌বে না, তার চেয়ে জমিগুল চাষ কর্ত্তে পারলে সম্বচ্ছর দেখে পরে আরো সঞ্চয় হবে। তা বোন কিছু মিছে কথা নয়। ওঁরা চাকরি করলে আমাদের পেট চলা ভার হয়ে পোড়বে। আর

ওঁরা এমনই বা কি কাজ জানেন, যে দশবারো টাকা মাইনে হবে। এই আকালের বছরে হদ্দ মেরে কেটে ওঁদের দেড় টাকা না হয় দুই টাকা মাইনে হতে পারে।

সরমা। তাই তো দিদি উপায় হবে কি? গেল বছর ধান জন্মায় নাই, তবু মরায়ে যে ধানটি ছিল, তাইতে সম্বচ্ছর চল্লো। এ বছরে পোড়া আকাশে বৃষ্টি নেই, ধান বোনাই হলো না, তা জন্মাবে কি?

নৃত্য। তুই বোন আজ ঠাকুরপোকে চাকরি করবার জন্ম বলিস্, আমিও এঁকে আজ বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবো। (সারদার প্রবেশ)

সারদা। হ্যাদে আজ একটা বড় সুখপর আছে। চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের বাড়ি এসে একটা কথা বলে গিয়েছে।

সরমা। দিদি আমি যাই। (গমনোদ্যত)

সারদা। বউমা এখানে একটু বসো, আমি গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা কোরবো?

নৃত্য। বোসনা, কি বোলবেন শুন।

সারদা। আজ চক্রবর্ত্তী মশায় এসেছিলেন, তিনি আমাদের দুই জনের কর্ম্মের যোগাড় করেচেন, আর তোমরা গেলেও সেখানে কাজ করতে পারবে।

নৃত্য। (সহাস্যে) কি কাজ?

সারদা। কি বলে আসাম কাছাড় নাম শুনেচ কি? সেখানে চা-র বাগানে কাজ কর্ত্তে হবে। বেশ মোটা মাইনেও পাওয়া যাবে। এ দেশে তো ধান জন্মাচ্চেনা, পেটের ভাতের জন্ম কার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াব?

নৃত্য। চা-র বাগান কি? আর কি কাজ কর্ত্তে হবে?

সারদা। আমি তো চার বাগান কখন দেখিনি, তবে লোকের কাছে শুনিচি চা নামে গাছ আছে, তারির পাতা তুলে শুখাতে হবে আর তারির আবাদও কর্ত্তে হবে।

নৃত্য। সে দেশ কতদূর?

সারদা। সে এ মুলুক নয়, জাহাজে করে যেতে হবে।

নৃত্য। না বাবু তাতে আর কাজ নেই। এমন চাকরি করবার দরকার নেই।

সারদা। আমারও আগে ভয় হয়েছিল, তারপর শুনলেম নৌকার মত জাহাজে চড়ে যেতে হয়। জাহাজে চোড়লে বোধহয় যেন ঘরে বসে আছি, কি মাঠে বসে ধান কাটছি।

নৃত্য। জাহাজে চড়ে যেতে বড় ভয় কোরবে, আর মনে কল্লেই কি দেশে আসতে পারবো ?

সারদা। তা আমি জানিনা। চক্রবর্ত্তী মশায় কাল আসবে বলে গিয়েছে, এ কথাটি জিজ্ঞাসা কোরবো। আমাদের চাকরি কর্ত্তে ইচ্ছে না হলেই চলে আসবো। আমাদের তো ধরে রাখতে পারবে না।

নৃত্য। মাইনে কত করে দেবে ?

সারদা। আমাদের দুই ভাইকে দশ টাকা করে দেবে আর মেয়ে লোকদের ছয়টাকা করে দেবে বলেচে। তা মন্দ কি ? আমরা কয়জনে যদি সেখানে চাকরি করি, তাহলে দশ বছরের ভিতর দেশে ফিরে এসে ঘরবাড়ি কোরবো, জায়গা জমি কিন্‌বো, মেলা লাঙ্গল গরু কিন্‌বো ; কিছুরই ভাবনা থাকবে না।

নৃত্য। ভাল বটে, কিন্তু কোন্ মুল্লুক যেতে হবে। আপনার জন্মভূমি ছেড়ে, কোন মুসলমানের মুল্লুকে গিয়ে মোরবো।

সরমা। তুমি আর বাগড়া দিওনা।

নৃত্য। কি লো তোর যাবার ইচ্ছে হয়েছে ? এখন ঠাকুরপোর মত হলে হয়।

সারদা। বরদা মত করেছে, এখন তোমাদের মতের জন্যই বাকি আছে।

নৃত্য। আমাদের অনিচ্ছা নাই ; মন্দই বা কি, সোনাদানা হবে, দশ টাকা রোজকারও হবে।

সারদা। তাইতো আমিও সেই কথাই বলি।

নৃত্য। একটা কথা হচ্ছে। দেশের মায়াটা একেবারে ছেড়ে যেতে পারা যাবে না।

সারদা। দেশ ছাড়বো কেন ? দুই বছর থেকে পাঁচ বছর হোক, দশ বছর বাদে হোক কতকগুল টাকা করে দেশে চলে আসবো। তবে এখন চল্লুম। (সারদার প্রস্থান)

সরমা। দিদি আমরা যে পরামর্শ করছিলুম, তাই হয়েচে। এখন ভগবান করেন, শিগগির যেন যাওয়া হয়।

নৃত্য। আমার কিন্তু ভয় হচ্চে।

সরমা। ভয় কি ? আমরা সকলেই একসঙ্গে থাক্‌বো। এখন কাজ করিগে চল। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক
প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা। কেশববাবুর ডিপো। (কেশববাবু উপবিষ্ট)

কেশব। (স্বগতঃ) এ বৎসরটা কি দুর্ব্বৎসরই পড়েচে, সেদিন্ আচার্য্য ঠাকুরকে কুষ্ঠিখানা দেখালেম তিনি বোল্লেন এ বৎসর আমার শনির দশা যাচ্চে। তা বাস্তবিকই আমারও ঠিক মিলেচে, অন্য বৎসর এমন সময় কত লোক পাঠাতেম, কত টাকা আমার লভ্য থাকতো, এ বৎসর দুর্গা পূজাটা পর্য্যন্ত কর্ত্তে পাল্লেমনা, কত টাকা কর্জ্জ করেছি, কিসেই বা পরিশোধ হবে, কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। যার মনে যা আছে, তাহাই হবে। আহা পূর্ব্বে আমি কতটাকা উপার্জন করেছিলেম, সেগুলি যদি সঞ্চয় করে রাখতেম, তাহলে কি আমার এত কষ্ট হতো। এখন ভগবানের মনে যা আছে তাহাই হবে, আমি ভেবেচিন্তে আর কি কোরবো। আজ দক্ষিণ দিকের চক্ষুটা স্পন্দন হচ্ছে কেন?[১] লভ্য হবে, তা বোধ হয় শনির দশায় কখনই হবে না। আমি আজ বেলা দশটা না বাজতে বাজতে অফিস খুলেছি, কিন্তু এখনও "কাকস্য পরিবেদনা" কাহাকেও দেখতে পাচ্ছি না। (হরিদাসের প্রবেশ)

হরি। (স্বগতঃ) তাইতো বাবু আজ বিষণ্ণ মনে কি ভাবচেন, এত ভাবনা কিসের, চার চাল মাথায় ভেঙে পড়েচে নাকি? (প্রকাশ্যে) বাবু আমি এসেছি।

কেশব। কে-ও হরিদাস এসেছ, এস, এস। প্রণাম হই (মস্তক অবনত করত করযোড়ে প্রণাম)

হরি। (হস্তোত্তলন পূর্ব্বক) জয়স্তু।

কেশব। সংবাদ কি বল দিখিন? কিছু যোগাড় হয়েছে? আমি তোমার জন্য ভেবে অস্থির হয়েছিলেম। তুমি দশটা এগারোটার সময় আসবে বলে গিয়েছিলে, এত বিলম্ব হলো কেন?

হরি। আজ্ঞে আমি বলে গিয়েছিলেম বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে করে আস্তে বিলম্ব হয়ে গেল।

কেশব। তাদের এনেছ তো, তবে বিলম্ব হয়েছে হয়েছে, তাতে বড় ক্ষতি নাই। তোমার উপর আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম, দেখ দিখিন আজ প্রায় দুই তিন মাস হলো বসে বসে মাহিনা দিতেছিলুম, তোমার দ্বারা কোন কাজ পাই নাই।

হরি। কাজ পাবেন কি মশায়, আমার পেট ভরে না তা কাজ করবো কিসের জোরে ?

কেশব। আচ্ছা, আচ্ছা তোমায় বোলতে হবে না, আমি তোমার মাহিনা বাড়িয়ে দিব। এখন যাদের নিয়ে এসেছ, তাদের আফিস-ঘরে একবার আন দিখিন, রেজেষ্টারিটা একবার করিয়ে লওয়া যাক্।

হরি। হাঁ্যা মশায় বেশ বলেছেন, রেজেষ্টারিটা শীঘ্র করাই ভাল। তা নাহলে আবার পাঁচ জনে ভাঙচি দিবে। আমি এদেশ ওদেশ কত ঘুরে ঘুরে মাধবপুর থেকে এদের এনেছি, এখান থেকে যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার স্থান থাকবে না। তার পরে রেজেষ্টারি হয়ে গেলে লোকে ভাঙচি দিক, চা-করদের অত্যাচারের কথা বলুক, যা খুসি তাই করুক, তখন আর এড়াবার যো থাকবে না, একবার ধরে বেঁধে টোপ গেলাতে পারলে হয়।

কেশব। তুমি আর বিলম্ব কোরোনা, শীঘ্র তাদের আন

হরি। তা আনচি, এখন আমার প্রতি কি বিবেচনাটা হয়। মশায় আমি বড় নেঙ্গারে[২] পড়িচি, আমার প্রতি সদয় হবেন। (প্রস্থান)

কেশব। (স্বগতঃ) দক্ষিণ চক্ষুটি যে স্পন্দন হতেছিল, যা হোক তার কিছু ফল পেয়েছি। এখন ভগবানের ইচ্ছায় শীঘ্র করে রেজেষ্টারিটা[৩] করাতে পাল্লে যা হোক কিছু হবে এখন। মা কি এমন দিনই রাখবেন।

(হরিদাসের সহিত সারদা, বরদা, নৃত্যকালী ও সরমার প্রবেশ।

হরি। বাবু এই এরা এসেছে। তোরা বাবুকে নমস্কার কর্। বাবু এরপর তোদের ভাল করে দেবেন ভয় কি ?

(সারদা, বরদা নৃত্যকালী ও সরমার নমস্কার)

সারদা। মশায় আমরা চাষাভূষ লোক, ক-বছর খ্যাতে ধান জন্মায় নি বলে আমরা মারা যেতে বসেছি। যে দুই একখানা রূপার গহনা গড়িয়েছিলেম, সেগুলি বিক্রি করিচি, এই পোড়া পেটের দায়ে লাঙ্গল গরু পর্য্যন্ত বেচে ফেলেচি! মশায় বলবো কি ? আমরা না খেতে পেয়ে মর্ত্তে মর্ত্তে বেঁচেচি। এই চক্রবর্ত্তী মশায় মোদের বড় অনুগ্র করেন, ইনি বল্লেন তোদের ভয় নেই, কল্‌কেতায় নিয়ে গিয়ে চাকরি করে দিব। তাই আমরা এসেচি।

বরদা। (করযোড়ে) মশায়, আমরা চাষা জাতি, আমাদের কখন এত কষ্ট হয় না, আমরা ধান তয়ের করি বলে বাবু লোকেরা খেয়ে বাঁচেন, কিন্তু এ বছর আমাদের ঘরেই ধান নেই। আমাদের যে কি ক্লেশ হয়েচে, তা

আপনাকে কি জানাব। এই দেখুন আমার বউকে আর দাদার বউকে সঙ্গে নিয়ে এসেচি। তা এখন আপনার অনুগ্রহ।

হরি। ওরে বাপু তোদের কিছুই বলতে হবে না, আমাদের বাবু বড় দয়ালু, ইনি পরের কষ্ট দেখতে পারেন না, তোদের অধিক বলতে হবে কেন?

কেশব। আমি সব বুঝিচি, তোমাদের অধিক কিছু বলিবার আবশুক নাই, আমি মাসের মধ্যে দুই তিন শত লোককে চাকরি করে দিই, তাতে তোমাদের ভয় কি? তোমরা চারিজন এসেছ বই তো নয়, তোমরা বদি পঞ্চাশজন আসতে, তাহা হইলেও আমি তোমাদের যোগাড় করে দিতে পারতাম।

সারদা। মশায়! গরীব কাঙ্গালের বাপ মা, আপনি না করে দিলে আর কে দেবে?

কেশব। হরিদাস তুমি রেজিষ্টারি ফরমখানা নিয়ে এস তো।

হরি। আজ্ঞে এই নেন।

কেশব। (সারদাকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার নাম তোমার পিতার নাম, কোন ডিষ্ট্রিক্‌টে যাইবার ইচ্ছা আছে বল।

সারদা। আমার নাম সারদা, আমার বাপের নাম গোবিন্দ; মশায়ের যেখানে ইচ্ছে সেইখানে যাইব।

কেশব। আচ্ছা তোমাদের আসামে পাঠাইব। তবে লিখি। (রেজিষ্টারি ফরমে লিখন) ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫৩৭, নাম সারদা চাষা, পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিষ্ট্রিকট, হরিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা আনান হয়, রেজিষ্টারি হইল, কেশব বাবুর ডিপো হইতে পাঠান হইল।

বরদা। মশায় আমার নামটাও লিখে নেন।

কেশব। তোমার নাম বল।

বরদা। আমার নাম বরদা, বাপের নাম গোবিন্দ, আর সব মশায় লিখুন।

কেশব। আচ্ছা আমি লিখে নিতেছি। (লিখন) একবার তোমরা শুনবে? ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৪ সাল, রেজিষ্টারি নম্বর ৫৩৮, নাম বরদা চাষা, পিতার নাম গোবিন্দ, আসাম ডিষ্ট্রিকট, হরিদাস চক্রবর্তীর দ্বারা আনয়ন এবং রেজিষ্টারি হইল, কেশব বাবুর ডিপো।

সারদা। এই দুই বউয়ের নাম লিখুন।

কেশব। লিখিব বই কি? (জনান্তিকে) তোমাদের নাম কি বল বাছা?

নৃত্য। আমার নাম নৃত্যকালী, বাপের নাম যদু।

সরমা। আমার নাম সরমা, বাপের নাম গিরিশ, আমাদের বাড়ী গোবিন্দপুর।

কেশব। আচ্ছা আর তোমাদের বলতে হবে না, আমি সমস্ত লিখিয়া নিতেছি। (লিখন)

হরি। মহাশয় এই লোকগুলি বড় ভাল, এরা পরের কথা শুনে না। গরীব লোক পেটের দায়ে চাকরী কর্ত্তে এসেছে।

কেশব। আমি সব বুঝেছি। আচ্ছা এদের অবশ্য ভাল করে দেব। এখন এদের রেজিষ্টারী হয়ে গেল। তারপরে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে সহি করাইয়া লইলেই হইয়া যাইবে। কেমন তোমাদের যাইবার ইচ্ছা আছে তো?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেশব। তোমাদের শীঘ্রই পাঠাইব। দুই এক দিবসের মধ্যে যে জাহাজ যাইবে, তাহাতেই তোমাদের যাইতে হইবে।

সকলে। যে আজ্ঞে।

কেশব! দেখ হরিদাস, যে কয়দিন ইহাদের যাওয়া না হয়, সেই কয় দিন ভাল করিয়া যত্ন করিবে, যাহাতে ইহাদের আহারাদির কোন রূপ কষ্ট না হয়, তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। আমার ইহাদের উপর বড় দয়া হয়েছে, আচ্ছা তবে এখন তোমরা হরিদাসের সঙ্গে যাও।

সকলে। যে আজ্ঞে (মস্তক অবনত পূর্বক নমস্কার)

হরি। সকলে আমার সঙ্গে এস। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ডিপোর অপর পার্শ্বের ঘর

সারদা। ভাই বরদা, বাবু কেমন উত্তম লোক, চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের এখানে আনিবামাত্রই বাবু আমাদের কাজ করে দিলে। আহা! বাবুর মন যেমন ভগবান যেন তাঁর ভাল করেন। বাবু একজন মস্ত হিন্দু, নাকে তিলক কাটা, ঠিক যেন কৃষ্ণ বলরামের মত। এই আকালের বচ্ছর; ভাগ্যিস আমাদের চাকরি হলো তাইতো রক্ষা, না হ'লে উপবাস করে মারা পড়তাম।

বরদা। তাই তো দাদা, চক্রবর্ত্তী মশায় কিন্তু আমাদের বড় ভালবাসে। ভাগ্যি আমাদের চাকরির খপরটা দিয়েছিল, তাইতো হলো, তা নাহলে কি

হতো? আমাদের দেশের লোকেরা চাকরির খপর শুন্‌লে কখন কাহাকে বলে না।

সারদা। আমার কিন্তু প্রাণটা কেমন কেমন কচ্চে, আপনার দেশটা ছেড়ে যেতে মনটা কাঁদে, এখানে খাই আর না খাই, তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে ভাল থাকি। আপনার দেশের বড় গুণ, খাই না খাই লোকে তো বোল্‌বে আমাদের দেশের লোক। এ যে কোথাকার গাঁয়ে যাব, তার ঠিক নেই। এতক্ষণ আমার আহ্লাদ হয়েছিল, এখন কিন্তু বুকের ভিতর গুর গুর কচ্চে, আমি বোধ করি আর এদেশে ফিরতে হবে না (ক্রন্দন)

বরদা। কাঁদ কেন দাদা আমরা পুরুষ বাচ্ছা কিছু টাকা হাতে করে মনে কল্লেই চলে আসবো। আমরা টাকা রোজকার কর্ত্তে যাচ্ছি, আমরা তো সেখানে প্রাণ হারাতে যাচ্ছি না। ভয় কি? শুনেচি সেখানে আজ কাল হাজার হাজার লোক যাচ্ছে।

সারদা। সে কি আমি জানি না তা নয়, তবে কিনা দেশটা ছেড়ে যাওয়া বড় দুঃখের কথা। (ভোলানাথের প্রবেশ)

বরদা। কে গা তুমি?

ভোলা। আমার নাথ ভোলানাথ, আমার এই কলকেতাতেই বাড়ি, অনেকদিন এদিকে আসি নাই, আজ একবার এই ডিপোটা দেখতে এলেম্‌। কত হতভাগার কপাল ভেঙেচে একবার দেখে যাই।

সারদা। কেন মশায় কি হয়েচে, বলুন না?

ভোলা। না বাপু, আর বলে কি হবে? তোমাদের বাড়ি কোথায়?

সারদা। আমাদের বাড়ি মাধবপুর, আমরা চাষা জাত, আজ কয় বচ্ছর খেতে ধান জন্মায় নাই বলে আমরা চাকরি কর্ত্তে যাচ্ছি।

ভোলা। কোন চুলয় চাকরি কর্ত্তে যাবে?

সারদা। কেন মশায়, এমন কথা বল্লে কেন?

ভোলা। না তাই বল্‌ছিলুম।

সারদা। আমরা আসাম মুল্লুকে চাকরি কর্ত্তে যাব, সেখানে মোটামোটা মাইনে দেয়, ভাল খেতে দেয়, কোন দুঃখ থাকবে না।

ভোলা। চাকরি যমের বাড়ি গিয়ে একেবারে করবে, আর কি ফিরতে হবে ঠাউরেছ?

বরদা। কেন মশায়, তুমি আমাদের গরীব পেয়ে গালি দাও কেন? আমরা কি তোমার জমিদারিতে ঘর করি, না তোমার রাইয়ত আমরা?

ভোলা। ওরে বাপু আমি তোমাদের গালি দিচ্চি না, ভাল কথাই বল্‌চি। তোমরা এত রাগ কর কেন?

সারদা। মশায় আমরা রাগ করি না, তুমি সব বল।

ভোলা। তোমাদের বাড়ি কোথায়?

সারদা। আমাদেব দেশ মাধবপুর; আমরা চাষা।

ভোলা। তোমাদের কে এনেচে?

সারদা। চক্রবর্ত্তী মশায় আমাদের চাকরি করে দেবে বলে এনেচে, আমরা চক্রবর্ত্তী মশায়কে কত খোসামোদ করেছিলুম, তাই তিনি এনেছেন।

ভোলা। ঐ মোটা বামন ব্যাটা?

সারদা। হ্যাঁ; তুমি কেমন লোক গা; ব্রাহ্মণকে গালাগালি দাও কেন?

ভোলা। ব্রাহ্মণকে কি গালাগালি দিই? যে বেটারা পাজি নচ্ছার, যাহারা সকল লোকের মাথা খায়, যাহারা এ দেশ থেকে লোকগুলোকে ধরে পাকড়ে কোন্ দেশে পাঠায়, তাহাদের আর কি বোল্‌বো।

সারদা। কেন গা ভেঙে চুরে বল না?

ভোলা। আর তোদের বলে কি হবে, তোদের নাম লিখে নিয়েছে?

সারদা। হ্যাঁ আমাদের নাম, আমাদের বাপের নাম সব লিখে নিয়েছে, এক সাহেবের সাক্ষাতে আমাদের জিজ্ঞাসা কল্লে তোদের যাবার ইচ্ছে আছে, আমরা বল্লুম হ্যাঁ।

ভোলা। তবে তো ব্যাটা, তোরা আপনার পায়ে আপনারা কুড়ুল মেরেছিস, আর তোদের বলেই বা কি হবে, আর না বলেই বা কি হবে?

বরদা। না মশায় একবার বল।

ভোলা। আর বাপু তোমরা বলতে বলছ তবে বলি। আসাম, কাছাড় এবং সিলেট এই তিন স্থানে চা-কর সাহেবদের চা-র বাগান আছে, এদেশ থেকে সব কুলি ধরে নিয়ে যায়, আর সেখানে পেটভাতায় রাখে, হলো সময়ে সময়েও বা কিছু কিছু করে দেয়। আর তাদের বুকে হাঁটু দিয়ে খাটায়, যারা এদেশ থেকে যায়, তাদের প্রায় আর কাহাকে ফিরে আসতে হয় না।

বরদা। বলো কি মশায়, তবে আমাদের কি উপায় হবে? আমরা এই দুই ভাই, আর আমাদের দুই বউ; চারিজনে যাচ্ছি, আমরা এ মুল্লুকে ফিরে আসতে পারবো না? (ক্রন্দন)

ভোলা। নারে বাপু, তোদের আর বলে কি হবে? আমি চল্লুম।

বরদা। মশায় তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের একটা উপায় করে দিয়ে যাও।

ভোলা। এখন আর কি উপায় হবে, তোদের যেকালে নাম রেজিষ্টারি হয়ে গেছে, সেকালে আর পালাবার যো নাই।

সারদা। মশায় গো শেষকালে কি আমাদের অদৃষ্টে এই ছিল, আমরা চাষালোক, দশ টাকা রোজকার হবার জন্য অন্য মুল্লুকে চাকরি কর্ত্তে যাচ্ছি, যদি ফিরেই না আসতে পারবো তবে যাবারই বা দরকার কি? (ক্রন্দন)

ভোলা। দেখ বাপু! তোমরা এক কাজ কর, জাহাজ যাবার এখনও দুই এক দিবস বিলম্ব আছে, তোমরা আজ রাত্রে এখান থেকে পলায়ন কর। খপদ্দার খপদ্দার সেখানে যাইও না, তাহলে আর এজন্মে ফিরে আসতে হবে না। আমি এখন চল্লুম। (প্রস্থান)

সারদা। ভাই বরদা আমার প্রাণটি এরই জন্য ধরফড় কচ্ছিলো। আমার এদেশ ছেড়ে যাবার ইচ্ছে করে না।

বরদা। ভাগ্যিস্ দাদা এই মানুষটা এসেছিল, তাই তো সব কথা শুনা গেল, তা না হলে তো একবার জাহাজে আমাদের তুল্লে আর ফিরে আস্তে পারতুম না। ভগবান আছেন কিনা।

সারদা। সে যাহা হউক, আজ রাত্রে যাতে পালান যায়, তার যোগাড় করা যাক এস।

বরদা। ভয় কি? আমরা না গেলে তো আর ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। আমরা যাব না, তা হলে আর কি করবে? আমি এই খপরটা বড় বউ ও ছোট বউকে দিইগে। (প্রস্থান)

সারদা। কি কু-ক্ষণেই আমরা চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সঙ্গে এসেছিলুম। বেটা আমাদের যোগাড় করে এদেশ ছাড়া করবে। তাতো আমরা কখনই যাব না। যদি আমাদের্ ধরে বেঁধে নিয়ে যায়, তাহলে দুই ভেয়ে পড়ে তার পা ভেঙ্গে দিব। (হরিদাস চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

হরি। কিরে তোরা কেমন আছিস?

সারদা। আমরা কেমন আছি, উনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতে এলেন। আমাদের দেশ ছাড়া করবার যোগাড় করেছ? আমরা তো কখন যাব না। এখন ভাল চাও তো রেখে এস! ব্রাহ্মণ বড় না আমাদের কাছে টাকা চেয়েছিলে টাকা দিব, এই কলাটি দিব। (বুড়ো অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

হরি। কি বোকছিস্ মিছে? এত রাগ করছিস্ কেন?

সারদা। রাগ করবো কি? একজন বাবু এসেছিল সেই বলে গেল, সে মুল্লুক গেলে আর ফিরতে হবে না। তাই বুঝি ঠাকুর আমাদের চাকরি করে দেবে বলে ভুলিয়ে এনেছ। তোমার বাবু তিলক কেটে কৃষ্ণ ঠাকুরের মত বসে আছে, আর তুমি তার চেলা হয়ে কেবল লোক জুটিয়ে বেড়াও, তা আমরা তো কখন যাব না।

হরি। কি বোলছিস হারামজাদা, তুই যাবি না তোর বাবা যে সে যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে স্বীকার করিচিস এখন যাবি না বলচিস্? সাহেব দ্বারবান দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে। তোর জোরেই জোর।

সারদা। (উচ্চৈস্বরে) বরদা, বরদা, ও বরদা।

বরদা। যাই দাদা যাই।

সারদা। ডাক দিখিন তোর সাহেব বাবাকে, আমাদের কেমন ধরে নিয়ে যায়। (বরদার প্রবেশ)

বরদা। চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তুমি আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এসেছ। এখন ভাল চাও যদি তাহলে আমাদের দেশে রেখে এস। আমরা ঘর দ্বার ফেলে বউদের নিয়ে কোন মুল্লুকে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। তাই তুমি আমাদের বল্‌তে ভাল চাকরি করে দিব।

হরি। (স্বগতঃ) বাবা এদের নিয়ে তো বড় মুস্কিলেই পড়লুম এ বেটারা সব জান্তে পেরেছে, এখন উপায় কি? (প্রকাশ্যে) বলি তোরা এত রাগ করচিস কেন? কি হয়েছে? আমি কি জেনেশুনে তোদের কষ্ট দিব।

সারদা। ঠাকুর আর তোমার কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, তুমি আমাদের দেশে রেখে এস।

বরদা। আমরা এখন কলকেতায় আছি আমাদের ভয় কি? এখান থেকে আমাদের দেশ বড় কিছু অধিক দূর নয়, মনে কল্লেই চলে যাব। আজরাত্রে যাবার যোগাড় করবো। আমাদের কে ধরে একবার দেখবো।

হরি। (স্বগতঃ) বেটা তোমাদের এ কাটামর৺ মত যাওয়া আর নেই, তোমাদের পিণ্ডি আমিই দিয়েছি। বেটারা এখন আসামের চা-বাগানে গিয়ে হাড় মাটি কর, দেশে যাবে কি? চা-কর সাহেবরা জুতানাতি মারবে, আর কাজ নেবে, এখন এইতো সন্ধ্যা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা এখন তবে চল্লুম। (প্রস্থান)

সারদা। বরদা, চল একবার আমরা কল্‌কেতা সহরটা দেখে আসি।

বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—চা-বাগান

(সারদা, বরদা, মাধব, নৃত্যকালী, সরমা এবং শ্যামার প্রবেশ)

মাধব। তোমরা তো সেদিন এসেছ হে? আমি ছেলে বেলা থেকে এখানে হাড় মাটি কল্লুম, কতবছর এসেছি যে তা মনে পড়ে না। আমার বাপ, মা ভাই, বোন এদের কথা মনে পড়লে বুক কেটে যায়। আর এ জন্মে যে তাদের সঙ্গে দেখা হবে তাও বোধ হয় না।

সারদা। ভয় কি এক সঙ্গে যাব। তুই কোথা থেকে এসেছিস্?

মাধব। আমাদের বাড়ি কলকেতা থেকে বিশ ক্রোশ হবে।

সারদা। তোদের সব মেয়েছেলে আছে?

মাধব। আমার সব আছে, আমি একদিন বাড়িতে ঝগড়া করে কলকেতায় পালিয়ে আসি। কলকেতায় আমার চাকরি হলো না। শেষে শুনলেম, আসামে গেলে মোটা মাইনে হবে। আমি তাড়াতাড়ি নাম লেখালেম। তারপরে যে জাহাজ এলো, তাইতে করে এখানে এলেম।

বরদা। তোর ভাই মন কেমন করে না?

মাধব। মন কেমন করে আর কি করবো; পালাবার যো তো নাই। চা-কর সাহেবদের চারিদিকে লোক রয়েচে, পালাতে গেলে তারা সাহেবকে বলে দেবে, তা হলেই কয়েদ করবে। আর যদিও জাহাজে করে যাওয়া যায়, তা হলে ঢের টাকা খরচ হয়, সে টাকা কোথায় পাব?

সারদা। তুই এত বছর আছিস টাকা জমাতে পারিস্ নাই?

মাধব। আর ভাই টাকা জমাব, যা পাই, তা খেতেই কুলয় না।

বরদা। আচ্ছা ভাই সাহেবরা কেমন লোক?

মাধব। সাহেবরা কেমন লোক, এর মধ্যে টের পাবে না, এখন তোমরা নূতন এসেছ, দিন কতক হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।

বরদা। না না কি হয়েচে বল।

মাধব। চা-কর সাহেবদের অসাধারণ গুণ, না ভাই আর বলবো না, কোন বেটা কোন্ দিক থেকে এসে শুনবে তাহলে তারা সাহেবদের গিয়ে বলে দেবে, আমি তাহলে মারা যাব।

বরদা। সাহেবরা মারে নাকি?

মাধব। তা বুঝি জানিস না? কত বেটা মার খেয়ে একেবারে মরে গিয়েছে।

বরদা। বাবা! শুনলে গায়ে জ্বর আসে। আমরা মন জুগিয়ে চলবো, তাহলে আর কি করবা?

মাধব। তোরা কে কে এসেছিস্?

বরদা। আমি, আমার সারদাদাদা, সারদাদাদার বউ, আর আমার বউ।

মাধব। তবে তোদের মার ধর খেতে হবে না, তোরা অনায়াসেই মন যোগাতে পারবি।

বরদা। কেন ভাই?

মাধব। আবার কেন কি? আমার তো তিন কূলে কেউ নেই, তারির জন্য মারধর খেয়ে মরি।

বরদা। তা আমাদেরই বা সঙ্গে কে আছে?

মাধব। কেন তোরা দুই ভাই রয়েচিস, আবার তোদের সঙ্গে দুই বউ রয়েচে।

বরদা। তা এতে আর কি হবে?

মাধব। হবে আবার কি? তোরা অনেক টাকা রোজকার কর্ত্তে পারবি, সাহেব তোদের যথেষ্ট ভালবাসবে, এর চেয়ে আর সুখ কি হবে?

বরদা। কিসে ভাই বল না?

মাধব। তুই তো বড় বোকা লোক দেখতে পাই।

বরদা। আমরা চাষা লোক, আমরা বোকা নয় তো আর কি?

মাধব। এই তোদের বউরা সাহেবের পা টিপে দেবে, আর তোরা সাহেবের কথা শুনবি, তাহলেই অনেক টাকা রোজকার হবে।

সারদা। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমাদের বউরা সাহেবের কাছে যাবে, হিঁদু হয়ে সাহেব ছোবে? তুই কি জাত?

মাধব। আমি যে জাতই হইনা, এর পর বাবা টের পাবে।

সারদা। আর টের পাব কি? আমাদের মার ধর করে, এখান থেকে চলে যাব।

মাধব। চলে আর এ জন্মের মত যেতে হবে না।

বরদা। কেন? এরপর যদি বেঁচে থাকিস্, তো দেখবি।

মাধব। আমার অনেক দেখা আছে, আমি এখানে ছেলেবেলা থেকে এক

রকম বুড় হয়ে গেলুম, কত হাজার হাজার লোক এলো, কতহাত সাহেব এলো, আমরা কাকেও দেখতে বাকি নেই।

সারদা। তোর পিটে ঘা হয়েচে না কি?

মাধব। আর বাবা ঘা হয়েচে, এ ঘা হয় নাই, মারের ঘা, ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর না।

সারদা। কেন কেন কি হয়েচে বল?

মাধব। যদি এক কাজ কর্ত্তে পার তাহলে বলি।

সারদা। আমাদের ক্ষমতা হয়, অবিশ্যি করবো।

মাধব। তোমরা অনায়াসেই পারবে। তোমাদের ছোট বউটিকে যদি সাহেবের সাক্ষাতে আমার স্ত্রী বলে পরিচয় দাও।

সারদা। তাহলে কি হবে?

মাধব। তাহলে মারের হাত এড়াব[৬]।

সারদা। তা আমরা পারবোনা।

মাধব। এই তো বাবা, এই কাজটি কর্ত্তে পারলে না, তোমাদের সঙ্গে আমার একরকম বন্ধুত্ব হয়েচে। আমি কিছু তোমাদের স্ত্রীকে নিলুম না, যার স্ত্রী তারির রইলো। তবে কিনা আমি মারের হাত এড়ালুম।

(নিধুরাম ঘোষের বেত্রহস্তে প্রবেশ)

নিধু। শালারা এখানে বসে গল্প কচ্চ। জাননা যে নিধুরাম এখানে আস্‌বে। ফাঁকি দিয়ে মাইনে নেবে?

মাধব। না বাবা আমি কিছু করি নাই।

নিধু। তুই শালা যত নষ্টের কু। এই নূতন লোকগুন এসেছে, এদের ভাঙচি দিচ্চ। শালাকে আজ মেরে খুন কোরবো। (মারিতে উদ্যত)

মাধব। না বাবা। না বাবা, (দ্রুতবেগে প্রস্থান)

নিধু। তোমরা আজ কি কাজ করেছ হে?

সারদা। মুই এক কোঁচড়[৭] পাতা তুলেচি।

নিধু। তাতে কি হবে? রোজ দশ সের করে তুলে দিতে হবে তো। তোমার কি এইতে রোজ সই হলো?

সারদা। মশায় গাছ আর দেখতে পাইনা যে। সব গাছ মুড় হয়ে গেছে, পাতা আর খুঁজে পাবার যো নাই।

নিধু। পূর্বদিকের বাগানে যাও, অনেক পাবে।

বরদা। মশায়, আমার এই হয়েচে।

নিধু। ঐ গুলিতে তো আর হবে না। ভাল করে কাজ কর, সাহেবকে বলে তোমাদের ভাল করে দিব।

সারদা ও বরদা। যে আজ্ঞে আমরাও বাগানে চল্লুম। (উভয়ের প্রস্থান)

নিধু। (স্ত্রীলোক দিগকে দেখিয়া স্বগতঃ) আহা, এদিকের এটি কি সুন্দরী, কেমন গোলাল শরীরটী, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের মত, সদাই হাসিহাসি। এরে যদি হস্তগত করে সাহেবকে দিতে পারি, তাহলে অবশ্যই সাহেব আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হবেই হবে। আর আমার মাহিনাও বেড়ে যাবে। আর শুধু যে সাহেব একলা ভোগ দখল করবেন তাও হতে পারে না। আমারও বক্ষস্থল সুশীতল হবে। বাস্তবিক চাষাদের ঘরে কিন্তু এমন মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়না; এরা কি চাষা হবে, আমার বিশ্বাস হচ্চে না, আর এরা যদি ভদ্র কুলোদ্ভবা হয়, তাহলেই বা এ চা-বাগানে চা তুলতে আসবে কেন? (প্রকাশ্যে) তোমাদের কতদুর কাজ হয়েছে?

নৃত্য। আমি এক চুপড়ি তুলিচি।

সরমা। আমারও ঐ রকম হয়েছে।

নিধু। এ দিকে কে শ্যামা? হারামজাদী—গুখেগোর বেটী খানকি[৮]; তুমি এই ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছ। তুই এখানে কেন এসেছিস, এখানে বুঝি বসে বসে কেঁসে দেওয়া হচ্ছে, দেখি তোর কত কাজ হয়েছে?

শ্যামা। আমি বুঝি এখন পুরণ হলুম। আগে যে বলতে "তুই আমার বুক জুড়ান শ্যামা" এখন আমি হারামজাদী হলুম, এখন আমি ভদ্রলোকের মেয়েদের মজাতে এসেছি?

নিধু। না তো কি?

শ্যামা। আমি মজাতে এসেছি, না তুমি?

নিধু। (রাগান্ধ হইয়া) এখানে আবার তর্ক হচ্ছে।

শ্যামা। না তাই বলচি, একটা কথায় বলে কি—

নূতন হলে বাপের ঠাকুর।
পুরণ হলে ছেঁচের[১০] কুকুর॥

নিধু। হারামজাদী খানকি এখান থেকে চলে যা, মার না খেলে যাবি না বটে। (মারিতে উদ্যত)

শ্যামা। আমি যাচ্চি, আর মারতে হবে না। তাই বলছিলুম। কথায় বলে কি:—
নূতন হলে বাপের ঠাকুর।
পুরণ হলে ছেঁচের কুকুর॥

ওলো তোরা ভাই সাবধান, তোদের যেন এ মিনসে মজায় না। আমার তো শেষকালের দুর্দ্দশা এই দেখলি। (প্রস্থান)

নিধু। বেটি খানকি যত নষ্টের কুঃ, এত ছেনালিও[১১] জানে। হারামজাদীকে তোমাদের কাছে আসতে দিও না।

নৃত্য। মশায় আমরা কেমন করে জানবো?

নিধু। (সরমার দিকে যাইয়া) তোমার কতগুলি তোলা হয়েচে দেখি?

সরমা। (চুপড়ি দেখাইয়া) এই দেখুন।

নিধু। উঃ তোমরা তো ঢের কাজ করেছ, আজ আর তোমাদের কর্ত্তে হবে না। আবার হাত ব্যথা হবে।

নৃত্য। মশায়, আমরা গরীব লোক, আমরা কাজ না কল্লে চোল্‌বে কেন?

নিধু। তোমরা কিসের গরীব?

নৃত্য। নয়ই বা কিসে?

নিধু। বরদার বউ কোন্‌টি?

নৃত্য। (সরমাকে নির্দেশ করিয়া) এইটি ঠাকুরপোর বউ।

নিধু। বটে, বটে, ভাল ভাল। এটি দিব্য লক্ষ্মী মেয়ে।

নৃত্য। হঁ্যা বাবু তোমাদের আশীর্বাদে ওটি বড় লক্ষ্মী।

নিধু। তোমাদের আজ আর কিছু কর্ত্তে হবে না, হাতটাতে ব্যথা হবে। (স্বগতঃ) তোমার ঐ কোমল হস্ত আমার এই বক্ষস্থলেই রইলো, বেদনা হতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তবে আমি চল্লাম। (প্রস্থান)

নৃত্য ও সরমা। আমরাও চল্লুম। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আসাম—ম্যাক্‌লিন সাহেবের কুঠি। (ম্যাকলিন চেয়ারে উপবিষ্ট)

ম্যাক্। (স্বগতঃ) শালা নিধেকে জব্দ না কল্লে শাসিত হবে না, শালা মোর সাক্ষাতে বোলে কিনা কাজ হোচ্চে, লাভ হবে। তার মাথা হবে; **last year** (গত বৎসর) মোর **Nearly 50 fifty thousand rupees** (প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা) লোকসান হয়েছে। এ বছর কি হোবে তা কে বোলতে পারে, **only God knows** (কেবল ঈশ্বরই জানেন) যে বছর হইতে এই **tea garden** (চা-বাগান) কিনিয়াছি, সে সন হইতে মোর কেবল **one**

year (এক বৎসর) profit (লভ্য) হয়েছিল। মোর যে সাবেক দাওয়ান ছিল, সে মন্দ লোক না ছিল। তারে মুই কত love (ভালবাসতুম) করত, সে মোরে বড় obey (বাধ্য। মান্য) করত। এ শালা বড় না-লায়েক[২] আছে, এরে চাবুক না মারলে সিধা হোবে না। (নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। খোদাবন্দ সেলাম।

ম্যাক্। শালা তুমি আমার কাছে, কেন মিথ্যা কথা বল ?

নিধু। ধর্ম্মাবতার আমি কি মিথ্যা কথা বলিছি ?

ম্যাক্। You have fargotten now ? (তুমি ভুলিয়া গিয়াছ ?)

নিধু। (করযোড়ে) আমি ভুলি নাই, চেষ্টা করে তবে তো এনে দিব।

ম্যাক্। তোমায় মারিলে চেষ্টা হইবে।

নিধু। আপনি কথায় কথায় গালাগালি দেন, এমন কর্ম্ম নাই কল্লুম।

ম্যাক্। শালা তুমি আমার মেজাজ জান না ? নীলকর সাহেবদের শ্যামচাঁদ[৩] আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি সিধা হোবে না।

নিধু। (স্বগতঃ) বাবা আগে টাকার যোগাড় করি, তবে বোল্‌বো। (প্রকাশ্যে) অনেক টাকার দরকার।

ম্যাক্। শালা সেই কথা কেন টুমি আগে বল নাই, সাহেব লোক টাকার তরে কি ভাবনা করে। যেত্‌না টাকা দরকার হোয় তোম বোলো, হাম তোমকো দেগা।

নিধু। (স্বগতঃ) এখন বাবা পথে এস, তোমার ঘাড় ভাঙচি আমি। (প্রকাশ্যে) সে আপাততঃ একশত টাকা চাহে তারপর এখানে এলে দুইশত টাকা দিতে হবে।

ম্যাক্। শালা, একশ রোপেয়া লে যাও।

নিধু। (করযোড়ে) যো-হুকুম খোদাবন্দ।

ম্যাক্। নিধে আমি টোরে বড় love করি, তুই তা জানিস।

নিধু। (স্বগতঃ) এখন জানবো বৈকি, মন যোগাতে পাল্লে সকলেই সকলকে ভাল বাসে। (প্রকাশ্যে) তা জানি।

ম্যাক্। নিধে, এ বছর কেমন লাভ হবে বলতে পারিস, তুই তো সব দেখছিস্। এবার চা কেমন জন্মিয়াছে।

নিধু। এ বৎসর বিলক্ষণ জন্মিয়াছে, এবারে অনেক লভ্য হইবার সম্ভাবনা আছে। গত সনে যে টাকা ক্ষতি হইয়াছে, বোধহয় সে টাকা উঠিতে পারিবে।

ম্যাক্। আমি তোমার এই কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।

নিধু। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় হউক, আমরাও সুখে প্রতিপালন হই। কিন্তু ধর্ম্মাবতার আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে বেতন আপনার নিকট হইতে আমি পাই, তাহাতে আমার উপকার দর্শে না। আমার বিস্তর পরিবার।

ম্যাক্। কেন তোমাদের কুলান হয় না। আমি শুনিয়াছি বাঙালীদের ৪৲ চারি টাকা হইলে এক একজন লোক বেশ খাইতে পরিতে পারে।

নিধু। আজ্ঞা, বাঙালীদের খরচ অল্প সত্য, কিন্তু আমাদের পরিবার অনেক।

ম্যাক্। তোর কে কে আছে?

নিধু। আমার মা আছেন, দুইটা ছোট ভাই, তিনটা ভগ্নি, তাদের ছেলেপুলে, আবার ভাগ্নিপতিরাও কখন কখন আসেন, আমার পিসি ও খুড়ি আছেন।

ম্যাক্। আমি তো তোর মাকে দেখিয়াছি, তোর ভগ্নিদের কেন দেখাস্ নি।

নিধু। (স্বগতঃ) শালা বলে কি? আমরা প্রায় ওঁদের মতন কি না যে মা বোনদের রাস্তায় রাস্তায় নিয়ে বেড়াব? (প্রকাশ্যে) তারা কি বাড়ির বাহির হয়?

ম্যাক্। কেন হয় না? আমরা তো কত বাঙালী স্ত্রীলোকদের রাস্তায় দেখিতে পাই।

নিধু। সে সকল ভদ্রলোকের পরিবার না হবে।

ম্যাক্। কখন না, আমি তোর কথা বিশ্বাস যাই না, মোদের কেমন জাতি দেখ দেখিন, মোদের সব পরিবার রাস্তায় যাচ্চে। এতে কত মনের আনন্দ হয়।

নিধু। হয় বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারেরা রাস্তায় যাইতে লজ্জা বোধ করে।

ম্যাক্। আর এক মজার কথা শুনিয়াছিস, a few days ago (কিছুদিন গত হইল) আমি কলকেতা শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেম, সেখানে দেখলেম যে, বাঙালী বাবুরা তাহাদের পরিবারকে সাথে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্চে; আমার একজন friend (বন্ধু) বল্লে এরা বাঙালীবাবু। তবে তুই কেন ঝুট বাৎ বল্লি?

নিধু। ধর্ম্মাবতার! আমি মিথ্যা বলি নাই, সকল বাঙালী বাবুরা পরিবার নিয়ে যান না। তবে যাঁরা civilized (সভ্য) হইয়াছেন, তাঁহারাই এই করেন।

ম্যাক্। তুই কেন civilized হয় না?

নিধু। আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক, ও সকল করলে আমাদের দেশের লোকেরা গায়ে থুথু দিবে।

ম্যাক্। আচ্ছা তোর কত (পরিবার) আছে?

নিধু। আমার সর্বশুদ্ধ পনের জন পরিবার আছে, এ ছাড়া চাকর দুইজন আছে।

ম্যাক্। তোর এ তলবে হয় না?

নিধু। খোদাবন্দ! আমি মাসে পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পাই, আমার এতগুলি পরিবার? কিসে চলবে?

ম্যাক্। Very well from the next month you shall get 100 Rupees (আগামী মাস হইতে ১০০ টাকা পাইবে)

নিধু। খোদাবন্দ! আপনার অনুগ্রহতেই আমি এখানে রয়েছি, আমার বাপ নাই, আপনি আমার বাপ, আপনি কেন বিবেচনা করে দেখুন না, আপনি একলা মানুষ, তবু আপনার মাসে কত টাকা খরচ হয়।

ম্যাক্। আমার monthly not less than 500 Rupees (মাসিক ৫০০ শত টাকার ন্যূনে) হয় না।

নিধু। ধর্ম্মাবতার! আপনারা নবাবের[৪] জাতি, আপনাদের বিস্তর খরচ।

ম্যাক্। মোরা যা খাই, তোর বাবা তা কখন চকে[৫] দেখেচে কিনা বোলতে পারিনা।

নিধু। তা ঠিক কথাই তো, আমার বাবা কোথায় কি পাবে যে দেখবে।

ম্যাক্। আচ্ছা মোর tiffin (খানা) খাবার time (সময়) হলো। তোরে মুই যা বলিচি, তা করিস্।

নিধু। Good morning Sir (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—সারদা ও বরদার মেটে ঘর। (নৃত্যকালী ও সরমা উপবিষ্টা)

নৃত্য। সরমা, আমাদের দেশ ছেড়ে আসা ভাল হয় নাই।

সরমা। কেন দিদি, এখানে মাসে মাসে যাইহোক মাইনের টাকাটা পাওয়া যাচ্চে, আর ভাত কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হচ্চে না। মন্দব বা কি?

নৃত্য। তা সত্য, কিন্তু দেশের লোকদের সঙ্গেতো দেখাসাক্ষাৎ হচ্চে না। এখানে কেবল দেশ বিদেশের কুলি, ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে সুখ নেই, প্রাণটা কেমন ধড়ফড় করে।

সরমা। দিদি তুমি ও কথা বলচো কি? আমার আজ কয়দিন আত্মা পুরুষটা কেমন কেমন কচ্চে, বুকের ভিতর গুরগুর কচ্চে, আর কেবল এই আশঙ্কা হচ্চে, যে দেশে বুঝি আর ফিরে যেতে হবে না।

নৃত্য। বালাই, অমর অমঙ্গলের কথা বলিসনে, দেশে যাব বই কি। ভগবান করেন তো দুই তিন বছরের মধ্যে কিছু টাকার যোগাড় করে দেশে ফিরে যাব।

সরমা। না বোন্, আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েচে।

নৃত্য। ভয় কি? বিদেশে এলে অমন সকলকারই হয়।

সরমা। দেখ দিদি, সাহেবের দেওয়ানজী বাবুটি বেশ লোক, আমাদের দেখে কত তাঁর দুঃখ হয়েছিল। তিনি বোল্‌লেন কিনা, আর তোমরা এখন কাজ করো না হাত ব্যথা হবে।

নৃত্য। ভদ্রলোক কিনা, স্ত্রীলোকদের কষ্ট চক্ষে দেখতে পারেন না, তারির জন্য ও কথা বলেছিলেন।

সরমা। দিদি, আমাদের দেশ থেকে এখানে চিঠি পত্তর আসতে পারে না?

নৃত্য। তাতো আমি জানি না।

সরমা। তা যদি হয়, তাহলে কাহাকে দিয়ে একখানি পত্র লিখে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিই। বাবা আসবার সময় কত কাঁদতে লাগলেন মা বল্‌লেন সরমা তোর সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে না। আমার প্রাণটা তারির জন্য ব্যাকুল হয়েছে, বোধ হয় তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়ে থাকবে।

(নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। (স্বগতঃ) যদি এ বেটারা ঘরে থাকে, তাহলেই বড় গোল হবে, গোলই বা হবে কেন? আমি বলবো সাহেবে‹ নিকট থেকে তোমাদের মাহিনা দিতে এসেছি, দেখি একবার (চতুর্দিকে অবলোকন) তাইতো কাহাকেও দেখিতে পাচ্চিনা, এরা কি ঘরে নাই? আমি তো এদের চা-বাগানেও দেখতে পেলেম না, তবে বুঝি ঘরে আছে, একবার ডেকে দেখি। (প্রকাশ্যে) ঘরে কে আছ গা?

নৃত্য। আমরা আছি গো। কে তুমি?

নিধু। আর নাম নিধুরাম, সাহেবের দাওয়ান—

নৃত্য। (শশব্যস্তে) এই দিকে আসুন।

নিধু। সারদা, বরদা কোথায় ?

নৃত্য। চা বাগানে গিয়েছে।

নিধু। (স্বগতঃ) আঃ বাঁচা গেল, ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়লো। (প্রকাশ্যে তোমরা এখনও যাও নাই ?

নৃত্য। আমরা একটু পরে যাব।

নিধু। এরা কতক্ষণে ফিরে আসবে ?

নৃত্য। খাবার সময় হলেই ফিরে আসবে।

নিধু। তবে এখনও দেরি আছে ?

নৃত্য। হ্যাঁ এখনও একটু বিলম্ব আছে। তুমি কি মনে করে এসেছ গা ?

নিধু। সাহেব তোমাদের গত মাস্‌কাবারের মাহিনার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নৃত্য। আহা! তুমি বাবু বড় ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি এই কষ্ট করে আবার টাকা নিয়ে এসেছ। আমাদের ডেকে পাঠালেই তো আমরা যেতে পারতুম।

নিধু। (স্বগতঃ) এইবার যেতে হবে, আমি কি আর তোমাদের বাড়ি রোজ আসবো ? (প্রকাশ্যে) না তাতে আর দোষ কি ? আমিই এলেম, না হয় তোমরাই গেলে।

নৃত্য। বাবু তোমার বাড়ি কোথায় ?

নিধু। আমার বাড়ি চুলয়, এখন সাহেব বাহাদুরের বাড়িই আমার বাড়ি।

নৃত্য। বালাই অমন কথা বলো না।

নিধু। আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, বড় দয়ালু, গরীব দুঃখীর উপর তাহার ভারি দয়া। তাঁর প্রিয় হতে পারলে তিনি তাঁকে দু-দিনে বড় মানুষ করে দেন।

নৃত্য। আহা! তবে আমাদের কর্ত্তাদের উপর সাহেবের একটু অনুগ্রহ করে দিন না।

নিধু। ভয় কি ? সাহেব আমার মুটোর ভিতর, আমি তাঁকে তোমাদের ভাল করে দিতে বলবো।

নৃত্য। আচ্ছা বাবা, যাতে হয় তাই করো।

নিধু। (স্বগত:) আ মর এ শালি আমাকে বাবা বোললে (ছোটটা এখন না বল্লে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) সাহেব তোমাদের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েচেন। তোমাদের বোক্‌শিস করবেন বলেছেন।

নৃত্য। সাহেব খুশি হয়েছেন, আমরা কি কাজ করেছি বাবা যাতে সাহেব আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাকা। (টাকা প্রদান)

নৃত্য। দিন। (টাকা গ্রহণ)

নিধু। তোমার নাম কি? তুমি এত লজ্জা করচো কেন? আমি সাহেবের দেওয়ান। তোমাদের কোন বিপদ পড়লে বুক দিয়ে করবো।'

সরমা। আমার নাম সরমা।

নিধু। দিব্য নামটি তো? তোমার কাজ আমি দেখেছি, তুমি দিব্য কাজ কর, সাহেব দেখেও সন্তুষ্ট হয়েছেন।

সরমা। (লজ্জাবনত মুখে) আপনার আশীর্বাদে।

নিধু। এই নাও তোমার মাহিনার টাকা।

সরমা। দিন। (টাকা গ্রহণ)

নিধু। দেখ, এ তো তোমরা মাহিনার টাকা পাইলে, আর সাহেব তোমাদের বোকশিস দেবেন বলেছেন, আজ বৈকালে যদি তোমরা একবার যাও, তা হলেই পেতে পারবে।

নৃত্য। বৈকালে যে মশায় আমরা কাজে যাব।

নিধু। তা আজ তোমরা নাই গেলে, তাতে ভয় কি? আমি যেকালে তোমাদের মুরুব্বি রয়েছি, তাতে কি অন্য লোকে তোমাদের এক কথা বলতে পারে।

নৃত্য। যে আজ্ঞা, আমরা যাব। কিন্তু আমাদের সাহেবের নিকট যেতে ভয় করে। কর্ত্তাদের সঙ্গে নিয়ে যাব?

নিধু। না না কিছু ভয় নাই, আমাদের সাহেব বড় ভদ্রলোক, তাঁর স্বভাব বিশুদ্ধ। খপদ্দার সারদা কি বরদাকে সঙ্গে লইও না। সাহেব ওদের দেখলে চটে যাবে।

নৃত্য। তবে যে মশায় ওঁরা টের পেলে আমাদের গালাগালি দেবেন, মারধর করবেন।

নিধু। তোমরা বলবে কেন? বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি

তোমাদের বৈকাল বেলা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তার পর সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে আসবে।

সরমা। আমরা সন্ধ্যার সময় একলা আস্‌তে পারবো না।

নিধু। ভয় কি? তুমি এত ভয় তরাসে কেন? আমি তোমাদের রেখে যাব

নৃত্য। তা যদি বলেন, তবে আমরা যেতে পারি।

নিধু। তার কিছু ভয় নাই। কিন্তু সাবধান, সাবধান, ওদের বলবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। এখন আমি যাই, বেলা হলো। কিন্তু আমি নিশ্চয় বৈকালে আস্‌বো। (প্রস্থান)

নৃত্য। (আহ্লাদিত চিত্তে) সরমা, সাহেব খুশি হয়েছেন।

সরমা। সাহেব খুসিই হউন, আর যাহাই হউন, আমার কিন্তু বাপু বড় ভয় করে। সাহেবের কাছে বোক্‌শিস আনতে যাওয়া আবার কি?

নৃত্য। তুই তো বড় পাগল, আমরা টাকা উপায় করতে এসেছি। সাহেব টাকা দেয় নিয়ে চলে আসবো। আর আমরা কিছু একলা যাচ্চি না, দেওয়ান বাবুর সঙ্গে যাব।

সরমা। আচ্ছা তা যা হয় তাই হবে এখন।

নৃত্য। এখন তবে শীঘ্র শীঘ্র খাবার দাবার যোগাড় করি গিয়ে চল্‌।

সরমা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ম্যাক্‌লিন সাহেবের কুঠির এক গৃহ। (নিধু, নৃত্য কালী ও সরমার প্রবেশ)

নিধু। এই দিকে এস, এই দিক দিয়ে এস।

নৃত্য। চলুন আমরা যাচ্চি।

নিধু। (উচ্চৈস্বরে) বেহারা, বেহারা, এঁদের পা ধোবার জল দে।

নৃত্য। আমাদের পা ধোবার জল দিতে হবে না, আমরা তো আর নিমন্ত্রণ খেতে আসি নাই।

নিধু। আচ্ছা, তবে বস। (নৃত্যকালী ও সরমার উপবেশন)

সরমা। সাহেবের তো বেশ কুঠি, আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের বাড়িও এই রকম।

নিধু। এ তো দেখলে, সাহেবের ওদিকের ঘর আরো চমৎকার। আচ্ছা, তোমরা বস, আমি একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। (প্রস্থান)

সরমা। দিদি আমার ভয় লাগচে যে।

নৃত্য। ভয় কি ? জমিদার, মনিব এরা বাপের তুল্য, এদের নিকট ভয় কি ?

সরমা। শুনেছি সাহেব বেটা বড় দুষ্ট।

নৃত্য। না না এ সাহেব বড় ভদ্রলোক।

সরমা। সে যাই হউক, যে কালে এসেছি, এখন বাপ বলতেও নেই, আর মা বল্‌তেও নেই, ভগবান অদৃষ্টে যা লিখেছেন তাই হবে।

নৃত্য। তুই এত ভাবিস কেন ?

সরমা। ভাবনা চিন্তে সকলই মনের ভিতর। (নিধুরামের পুনঃপ্রবেশ)

নিধু। সরমা, তুমি উঠে এস, সাহেব একবার ডাকচেন।

সরমা। না দিদি, আমি আগে যেতে পারবো না।

নিধু। তাতে আর ভয় কি ? আগে গেলেও যেতে হবে আর পরে গেলেও যেতে হবে।

নৃত্য। যা না লো। একে সাহেব তায় মনিব, বাপের তুল্য।

নিধু। তা তো বটেই।

সরমা। আমার গা কাঁপচে।

নিধু। তুমি বড় লাজুক দেখচি। তোমার কথাও কহিতে হবে না, কিছু বলতেও হবে না। একবার গিয়ে দাঁড়িয়ে সেলাম করবে। তা হলেই সাহেব তোমাকে বোক্‌সিসের টাকা দেবেন।

সরমা। দিদি তুই আগে যা।

নৃত্য। যা না লো, অমন কচ্চিস কেন ? অমন যদি কর্ত্তে হয় তাহলে আসতে নেই।

নিধু। বিলম্ব কর না, উঠে এস, দেরি কচ্চ কেন ? সাহেবের আবার টিফিন খাবার সময় হলে সাহেব উঠে যাবেন। তাহলে দেখাও হবে না।

নৃত্য। যা লো বেলা গেল। শীঘ্র শীঘ্র বাড়ি যেতে হবে।

সরমা। ভগবানের মনে যা আছে। যাচ্চি।

নিধু। চল আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসচি।

সরমা। চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

নৃত্য। বা ! এ ঘরটি কেমন সাজান এখানে ছবি রয়েছে, এখানে আলো দিবার লণ্ঠন রয়েছে, দিব্য সুন্দর বাড়ি। (নিধুরামের পুনঃ প্রবেশ)

নিধু। এ মেয়েটির মতো এমন লাজুক আর দেখি নাই।

নৃত্য। তুমি এর মধ্যে চলে এলে যে ?

নিধু। আমি তাকে সাহেবের ঘর দেখিয়ে দিয়ে এলুম।

নৃত্য। নানা, সে বড় ভয় তরাসে মেয়ে, এখনি কেঁদে কেটে একাকার করবে।

নিধু। ভয় কি? আমাদের সাহেব সেরকম লোক নয়।

নৃত্য। সাহেবের কে কে আছে?

নিধু। এখানে সাহেবেরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, সাহেবের দেশে সব আছে।

নৃত্য। সাহেবকে রেঁদে[৬] বেড়ে দেয় কে?

নিধু। বাবুরজি[৭] আছে, চাকর নকর আছে।

নৃত্য। সাহেবের বউ আছে?

নিধু। না, সাহেবের আজিও বিবাহ হয় নাই। সাহেবেরা কি শীঘ্র বিবাহ করে? ইহাদের বিবাহ কর্ত্তে অনেক টাকা খরচ হয়। আর ৩০।৩৫ বৎসরের ন্যূনেও বিবাহ হয় না।

নৃত্য। আচ্ছা সাহেব কয় বছরের বউ বিবাহ করবে।

নিধু। এই ২০।২১ বৎসরের।

নৃত্য। বাবা! ২০।২১ বছর আমাদের দেশে ছেলে হয়।

নিধু। তোমাদের সরমার বয়স কত?

নৃত্য। ১৫।১৬ বছর হবে।

নিধু। সরমার ছেলেপুলে হবার সময় হয়েছে।

নৃত্য। কে জানে বাবু ওর আজও ছেলেপুলে হলো না।

নিধু। এদেশের জলহাওয়া ভাল, এখানে ছেলে হবে।

নৃত্য। তা ভগবান জানেন।

নিধু। দেশে তোমাদের আর কে কে আছে?

নৃত্য। আমাদের আর কে আছে, আমরা বাড়ি ঘরদ্বার ভুলে এখানে এসেছি।

নিধু। সরমার কে আছে?

নৃত্য। সরমার বাপ মা, ভাই বোন সকলেই আছে, সরমা যখন এদেশে আসে, তখন ওর মা বাপ কত কাঁদতে কাটতে লাগলো। কিন্তু সরমা রইলো না, সরমা বল্লে আমি তোমাদের কাছে থেকে কি কোরবো, আমার স্বামী যেখানে যাচ্চে, আমিও সেইখানে যাব। আমার স্বামী যদি বনে জঙ্গলে গাছতলায় নিয়ে যায়, তাহলে আমিও সেখানে যাব। এ কথা শুনে তারা আর কিছু বল্লে না। এখন ভালয় ভালয় সরমাকে নিয়ে গিয়ে ওর বাপ মার কাছে দিতে পাল্লে বাঁচি।

নিধু। তার ভয় কি? নিয়ে যেও।

নেপথ্যে। (উচ্চৈস্বরে) নৃত্য দিদি আমায় বাঁচা।

নৃত্য। (শশব্যস্তে) কে আমায় ডাকলে, সরমার মত গলা না? হ্যাগো সরমার এত দেরি হচ্চে কেন?

নিধু। বোধকরি সাহেব এতক্ষণ কাজ করতেছেন, তাই সরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে।

নৃত্য। নানা আমার মন কেমন কচ্চে। তুমি একবার দেখ।

নিধু। দেখতে হবে না, এই আসে বলে। তবে তুমি বলছ একবার দেখি (চতুর্দিকে অবলোকন)

নৃত্য। আমার প্রাণ ধড়ফড় কচ্চে, তুমি দেখ না গো।

নিধু। আঃ চুপ কর না, ঐ বুঝি আসছে।

(সরমার এলোথেলো বেশে প্রবেশ)

নৃত্য। এস দিদি এস, বস।

সরমা। (ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈস্বরে) নৃত্য দিদি আমাকে আর তুমি দিদি বলোনা। আমি এজন্মে আর কাহার দিদি হবো না। (নিধুকে দেখিয়া) হ্যারে আঁটকুড়ির বেটা, ও নির্বংশের বেটা তোর মা আজও আঁটকুড়ি হয়নি কেন? তুই না বাড়িতে বলিছিলে সাহেব বোক্‌সিস করবে। তাই বুঝি বোক্‌সিস দিতে এনেছিলি? তোর মা বোনকে সাহেবের কাছে বোক্‌সিস নিতে পাঠালিনি কেন? আমার বাপ, মা, ভাই, এ সময় কোথায় রইলো। তারা থাক্‌লে কি আমাকে এরূপ অত্যাচার করতে পারতো। সাহেব বাঙালীর মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে, আমার কি আর জাতি আছে? দিদি আমাকে ছুঁয়না ছুঁয়না। ও আঁটকুড়ির ব্যাটা, আমি তোকে শাস্তি দিতে পারলেম না, ভগবানের কাছে তোর অবশ্য শাস্তি হবেই হবে। আমার স্বামী একথা শুনলে অবশ্যই আমার দোষ দিবেন, কিন্তু স্বামী আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো না; আমি শপথ করে বলতে পারি, আমার তিলমাত্র দোষ নাই। দিদি তোমার সঙ্গে যদি আমার বাপ মার দেখা হয়, তাহলে বলো তাঁদের এত আদরের সরমা জাতিভ্রষ্টা হয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মা, মা, মা এজন্মের মত তোমার সঙ্গে দেখা হলো না।

(ভূমিতলে পতন ও মৃত্যু)

নিধু। আমি যাই ডাক্তার ডেকে আনি। (প্রস্থান)

নৃত্য। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সরমা, সরমা, তোর মনে কি এই ছিল? আমি ঠাকুরপোর কাছে গিয়ে কি বোল্‌বো। চা-কর সাহেবের

এই অত্যাচার, সাহেবেরা কোথায় বাঙালীদের মনিব, বাপের সমান, তাদের এই কাজ? আমি যে তোর বাপের কাছে বলে এসেছিলুম, সরমাকে আমি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেব। আমি এখন কি বলে মুখ দেখাব। এখানে কি কেউ নেই গা। যদি কেউ থাক তো এ সময় একবার এসে দেখ। সরমা, আমি যে তোবে এত ভালবাসতুম, তুই একবার মুখ তুলে দেখ্। বাবাগো, কি হলো গো। সরমা, আমার প্রাণের সরমা, আমায় ফেলে যাস নি। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা। আমি এ পোড়া মুখ আর কাহাকে দেখাব না। চা-কর সাহেবের এই কাণ্ড!!! [পটক্ষেপণ]

চতুর্থ অঙ্ক

আসাম—চা-ক্ষেত্র।

(চারিজন পাইকের সহিত সারদা, বরদা ও নিধুরামের প্রবেশ)

নিধু। শালার মাগ মরেছে বলে সাহেবের নামে আদালতে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছেন। আদালত ওদের রক্ষা করবে। এখন শালারা তোদের রাখে কে?

১পা। চল্ শালারা চল্। সাহেব আজ তোদের ফাঁসি দেবে।

সারদা। সাহেব এই আমাদের কলাটি করবে, (বুড় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) আমরা এমন চাকরি কর্ত্তে চাই না, আমরা দেশে চলে গিয়ে লাঙ্গল করে খাব।

২ পা। শালা তুমি যমের বাড়ি গিয়ে একেবারে লাঙ্গল করবে।

বরদা। ব্যাটারা তোরা তো সাহেবের কুত্তা, তোদের কি ক্ষমতা তোরা গাল দিস।

৩ পা। এখন তো গাল দিচ্চি, এরপর এই রুলের বাড়িতে পিঠ ভেঙে দিব।

বরদা। মারবি তোদের ক্ষমতা কি? এ কোম্পানীর মুল্লুক তোরা জানিস না।

৪ পা। চুপ কর বাবা এ সাহেবই তো আমাদের কোম্পানী; এদেশে আবার কোম্পানী কে? জানিস্‌নে কথায় বলে "জোর যার মুল্লুক তার।"

সারদা। বরদা চুপ কর, ও বেটাদের সঙ্গে কথা কয়ে কি হবে? ওরা ছোট লোক বই তো নয়।

১ পা। ছোট লোক তোর বাবা। (রুলের দ্বারা প্রহার) এবার কে ছোট লোক?

সারদা। গেলুম রে বাবারে। (ক্রন্দন) শালা তুই জানিস না তোর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলবো।

বরদা। দাদা তুমি বলতো হারামখোর বেটার মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দিই।

৩ পা, ৪পা। চোপ, চোপ। তুই বেটাও মার খাবি নাকি ?

নিধু। না, না এখন ওদের মেরে ধরে কোন আবশ্যক নাই, সাহেব এদিকে এলে যা হয় হবে এখন।

বরদা। সাহেব এদিকে এলে আবার হবে কি ? জানিস্ না আমরা তোর নামে আর তোর সাহেবের নামে নালিস করবো।

নিধু। কি জন্য নালিস করবি ?

বরদা। এরপর টের পাবি। আমার বউকে না ঘর থেকে তুই বার করে এনেছিলি ?

নিধু। এনেছি, তা কি হবে ?

বরদা। জানিস না কি হবে। তোর মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

নিধু। তোদের কর্ম্ম নয়। তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

বরদা। সম্বন্ধি[১] তুই আমার বাপ তুলিস।

নিধু। বেশ করেছি, তোর ক্ষমতা যা হয় তাই করগে যা।

সারদা। তোর হাড়গুলো খুড়ে খুড়ে ফেলি।

বরদা। দাদা চুপ কর না। আমি আদালতে বল্‌বো এখন, যে এই বেটা, আর সাহেব বেটা আমার বউকে খুন করেছে।

নিধু। করেছি তা কি হবে ?

বরদা। ব্যাটা, ফাঁসি কাঠে ঝুলবে।

নিধু। আমিই মাসের মধ্যে ১০।১৫টাকে ফাঁসিতে ঝোলাই, ও আবার আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে।

সারদা। আমরা চাষা লোক, আমাদের মেয়েছেলের ওপর চা-কর সাহেবের নজর। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দাদা, সাহেব বেটার কি একলা দোষ, এই শালাই তো যত নষ্টের কু। (উচ্চৈস্বরে) শালার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলবো।

নিধু। এ বেটারা বড় বাড়িয়েছে (জনান্তিকে) তোরা ঘা কতক বাগিয়ে দেতো।

১ পা। (বরদার প্রতি) তোর এত বাড় হয়েছে কেন ? (প্রহার)

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড় বাড় হয়েছে কি, আজ এসপার কি ওস্‌পার। আজ হয় তোদের একদিন, না হয় আমার একদিন।

নিধু। সে তুই যা কর্ত্তে হয় করিস। তুই কাল কাজ কর্ত্তে আসিস না কেন ? কোথায় যাচ্ছিলি।

সারদা। আমরা তোদের এখানে কাজ করতে চাই না, আমাদের মাহিনা কড়ি চুকিয়ে দে আমরা দেশে চলে যাব।

নিধু। দেশে গিয়ে আর কাজ নেই অমনি ভাল।

বরদা। ভাল বইকি যখন চলে যাব, তখন দেখবি।

নিধু। আমার ঢের দেখা আছে।

বরদা আমরা কি অমনি যাব, আগে থানায় খবর দিব যে, আমার বউকে সাহেব আর তুই মেরে ফেলেচিস তারপরে তোদের ফাঁসি দিয়ে বাড়ি যাব।

নিধু। আমার সাহেবের মুটোর ভেতর খানা পুলিস। তুই জানিস আমার সাহেব যদি একটা ছেড়ে হাজারটা খুন করে, তাহলে আমার সাহেবের কিছু হবার যো নাই।

বরদা। তোর সাহেব কোম্পানী আর কি?

নিধু। এখন তো কেবল তোর স্ত্রীকে এনেছিলুম, এইবার বড় বেটিকে এনে সাহেবের কাছে দিব।

সারদা। (রাগান্ধ হইয়া) কি, তোর বাবার ক্ষমতা আছে, তোরে আজ খুন করবো।

নিধু। শালারা এইবার আমায় খুন করো। (দুই জনকেই প্রহার)

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) শালা তোর মা বোনকে সাহেবের কাছে এনে দে না।

নিধু। হারামজাদা বেটা মুখ সামলে কথা কস্। পাজি বেটারা জানোনা যে নিধুরামের হাতে তোদের মৃত্যু। (জুতার দ্বারা প্রহার)।

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ভগবান আমাদের কপালে কি এই লিখেছিলে? আমরা কোথায় ছিলুম, কোথায় এলুম। আমরা গরীব লোক, আমাদের এখানে কেউ নেই। এই শালারা আমাদের এইরূপ করে মারচে ধরচে।

বরদা। (রাগান্ধ হইয়া) শালা আজ তোদের মেরেই ফেলবো।

নিধু। তুই বেটাও আজ মার না খেলে সোজা হবি না? (জুতার দ্বারা প্রহার)

বরদা। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) সরমা, ও সরমা, তুই কোথায় গেলি, তোরে সাহেব বেটা এই রূপ করে জাত খেয়েছে। সেই দুঃখে তুই জন্মের মত চলে গেলি। বাবা গো, বাবা গো! এখানে আমাদের কেউ নেই বলে আমাদের এত করে অপমান করচে, জুতা মারচে। (রাগান্ধ

হইয়া) শালারা এমন করে মারচিস কেন ? একেবারে মেরে ফেল না, তাহলে আমি বাঁচি। সরমা, আমি তোমার কাছে যাব।

নিধু। কেমন, আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলি না, এখন ফাঁসি দিবি ?

বরদা। (রাগান্ধ হইয়া) আমি তোকে না দিতে পারি, ভগবান দিবেন।

নিধু। সে যা হবার তাই হবে।

সারদা। (ক্রন্দন স্বরে) তুমি বাবা আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা দেশে চলে যাই। আমরা নালিস কর্ত্তে চাইনা, একথা কাহাকেও বলতে চাইনা।

নিধু। তুই বলবি বলে আমি সেই ভয় কচ্চি কিনা, আমাদের এ সকল যখন তখন হয়ে থাকে। তা কে না জানে, কে না শুনেছে, তা আমাদের কেউ কিছু কর্ত্তে পারে ? আমরা তো আর লুকিয়ে চুরিয়ে করি না।

সারদা। ভগবানের ইচ্ছায় তোমরা এইরূপ জন্ম জন্ম কর। আমাদের আর কেন যাতনা দাও, আমরা দেশে চলে যাই।

বরদা। দাদা, অমনি দেশে চলে যাব, এ বেটাদের জব্দ না করে, কখনই তো যাব না। না হয় সরমার যে দশা হয়েছে, আমাদেরও তাই হবে।

নিধু। শালা আচ্ছা করে টিট করবো। (প্রহার)

সারদা। তুমি কথায় কথায় মার কেন ?

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) এত লোকের মরণ হয়, আমার কেন হয়না ? আমাদের এতদূর অপমান হয়েছে, আমার প্রাণের সরমার জাত মেরেছে। আহাহা! সরমা, ও সরমা, আমি তোমাকে কি আর দেখতে পাব না ? আমাকে তুমি ডেকে নিয়ে যাও, আমি আর এ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারিনা।

নিধু। চুপ কর, চুপ কর, সাহেব এদিকে আসচে।

সারদা। সাহেব এলে আর কি হবে ?

(ম্যাক্‌লিন সাহেব কুকুর সমভিব্যাহারে প্রবেশ)

ম্যাক্। এ শালা লোক সব আয়া ?

নিধু। খোদাবন্দ, সকলেই এসেছে।

ম্যাক্। ও শালা লোক কো চাবুক দিয়া ?

নিধু। হুজুর দেওয়া হয় নাই।

ম্যাক্। তব্ তোমকো চাবুক দেগা। (চাবুকের দ্বারা প্রহার)

নিধু। ধর্ম্মাবতার! আমি আপনার কি করেছি ?

ম্যাক্। শালা ; তুমি কেন ওদের চাবুক দিলে না ?

নিধু। জলপানির মত[২] কিছু দেওয়া হয়েছে।

ম্যাক্। তব্ তোম কাহে ঝুট বাৎ বোলা?

নিধু। আমি মিথ্যা কিছুই বলি নাই।

ম্যাক্। (সারদা ও বরদার দিকে চাহিয়া তোমরা বাড়ি যাইবে না? কেন আমার কাজে আইস না? (যষ্টিদ্বারা প্রহার)

বরদা। তোমার কাজ মানুষে করে? আমরা তোমার কাজ কর্ত্তে চাই না, আমাদের মাইনে চুকিয়ে দাও, আমরা চলে যাব।

ম্যাক্। আমার কাজ কেন মানুষে করবে না?

বরদা। কেন করবে না আবার কি? তুমি আমার বউয়ের জাত মেরেছ[৩] কেন? আহা! সেই দুঃখে প্রাণত্যাগ করে'ছে (ক্রন্দন)।

ম্যাক্। (হাসিতে হাসিতে) তোমার বউয়ের তো আমি জাতি মারি নাই, আমি তাহাকে সভ্য civilezed[৪] করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সে আমার বাৎ শুনিল না, প্রাণে মরিয়া গেল।

বরদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমি তোমার নামে থানায় নালিশ করবো। তুমি জাননা এ কোম্পানীর মুল্লুক?

ম্যাক্ (হাসিতে হাসিতে) হাহাহা! তুমি আদালতে নালিস করবে, সাহেব লোক তাতে ভয় করবে না। থানা পুলিস in my hand[৫] (আমার হস্তের ভিতর) সে তো আপনি মরিয়াছে; তোমাকে যদি আমি খুন করি, তাহা হইলে আমার কিছুই হইবে না। আমি bible (বাইবেল হস্তে করিয়া বলিব তোমার spleen[৬] ছিল। আমার সহিত থানা ইন্সপেক্টর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার সকল লোকের আলাপ আছে। তারা মোর জাতিভাই।

বরদা। এখন আর সেকাল নাই।

ম্যাক্। হাহাহা! তুমি পাগল আছ! সেদিন আমার এক জাতিভাই মিয়াস সাহেব কি করিয়াছিল। হাইকোর্ট তাহার কি করিল? তিন মাস মিয়াদ হইল, তাহাতে সাহেব লোক fear (ভয়) করে না। সাহেব লোকদের জেল father-in-law's house আছে (শ্বশুর বাড়ি) doctor's certificate (ডাক্তারের সার্টিফিকেট) দিতে পারিলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। বুঝেচে তুমি শালালোক।

বরদা। দেখ সাহেব, শালা বলে গালি দিও না।

ম্যাক্। চোপরাও you brute.

সারদা। কেন সাহেব আমাদের ইংজিরি গালি দাও।

ম্যাক্। You devils তোমাদের চাবুক দিলে সিধা হোবে।

বরদা। চাবুক অমনি পড়ে রয়েচে আর কি?

ম্যাক্। শালা তুমি আমায় জাননা। (জুতাশুদ্ধ লাথি)

বরদা। (চিৎকার স্বরে) ও বাবাগো, গেলুম গো, শালার বেটা শালা আমাকে মেরে ফেল্লে গো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) আমার কপালে এই ছিল, ভগবান কি পাজি বেটাদের জুতালাতি খাওয়াবার জন্য এ মুল্লুকে পাঠিয়েছিলেন! সরমা, ও সরমা, এই হারামখোর বেটা কি তোরে এমনি করে মেরেছিল। আহাহা! এদেশে কি কেউ নেই গা যে এদের শাসিত করে।

ম্যাক্। এই আমি এখানে আছে। তোর বাবা এখানে আছে। (জুতা ও তৎপরে চাবুক দ্বারা প্রহার)

বরদা। (চিৎকার স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবারে! গেলুম রে! গুয়োর বেটা শালা, আমাকে মেরে ফেল্লেরে। চৌকিদার, চৌকিদার, বাবা! আমাকে এখানে মেরে ফেল্লে। বলি ও হারামখোর বেটা! আমাকে যদি মারবি, তো একেবারে মেরে ফেল না, অমন করে মারচিস্ কেন? আমার সরমা যেখানে গিয়েছে, আমিও সেইখানে যাই।

সারদা। সাহেব তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও, আমাদের মাইনে না দাও না দিলে। আমরা দেশে চলে যাই।

নিধু। কেমন বেটারা তখন না বলছিলি আমাকে আর সাহেবকে ফাঁসি দিবি? এখন এ কথা বেরুচ্চে কেন?

ম্যাক্। শালা, তুমি আমাকে ফাঁসি দেবে? (পদাঘাত)

সারদা। (ভূমিতলে পতিত হইয়া) বাবাগো, গেলুম গো, বেটারা মেরে ফেল্লে গো। (উচ্চৈস্বরে) যদি এখানে কেউ থাক বাঁচাও গো।

ম্যাক্। শালা এইবার আমি তোমাকে বাঁচাব। (যষ্টি দ্বারা প্রহার) দেখ্, নিধু! এই বেটা বড় বজ্জাত।

নিধু। এই বেটা যত নষ্টের কুঃ।

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাকে একটু জল দাও।

ম্যাক্। বেটা তোমাকে আমি জল দিব, প্রশাপ করিয়া দিব।

সারদা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা, তোমাদের শরীরে কি দয়া মায়ার লেশ নাই। আমার প্রাণ যায়, আমাকে একটু জল দাও। ও পাইক্

বাবারা আমাকে একটু জল দে। আর তা না হলে মেরে ফেল। এমন করে দগ্ধে মাচ্চিস্ কেন? আহাহা! চা-কর সাহেবের এই কাজ!!

ম্যাক্। নিধু! নৃত্যকো হিঁয়া জল্‌দি লে আও।

নিধু। যে আজ্ঞে খোদাবন্দ! (প্রস্থান)

সারদা। বাবা! আমাকে আগে মেরে ফেল, তারপর তোদের যা ইচ্ছা করিস। আমি চক্ষের উপর দেখতে পারবো না। (চিৎকার স্বরে) আমাকে শীঘ্র মেরে ফেল। হায়! পোড়া প্রাণ এ সকল দেখেও এখন তুমি বেরুচ্চ না।

ম্যাক্। শালা লোক Rogue (চুপ চুপ)

বরদা। (অবসর পাইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান)

ম্যাক্। (পাইকদিগের প্রতি) পাকড়াও পাকড়াও!

১ম ও ২য় পাইক। যো হুকুম। (দ্রুতবেগে গমন)

ম্যাক্। (কুকুরের প্রতি) টেবি, টেবি (শিসপ্রদান)

সারদা। সাহেব বাবা, আমাকে মেরে ফেল, কেন আর এ যন্ত্রণা যাও। আমি তোমার কি অপরাধ করেছি।

ম্যাক্। আমি তোমাকে একেবারে মারবো না। ক্রমে ক্রমে তোমার জান বাহির করবো।

সারদা। (বলপূর্বক হস্ত ছিনাইয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান)

ম্যাক্। (চিৎকারপূর্বক) পাকড়াও, পাকড়াও।

৩য় ও ৪র্থ পাইক। যো হুকুম। (দ্রুতবেগে গমন)

ম্যাক্। My servants are good for nothing. নিধে শালাকে পাঠালুম। এখন আসচে না, শালাকে এমন মারবে যে হাড় ভেঙে দিবে। এই দুই শালা পালাল, মোর বোধ লাগচে এরা নৃত্যকে আনিতে দিবে না। Very well, let me see (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সাগর মধ্যস্থ দ্বীপ। (নৌকারোহণে সারদা, বরদা, দুইজন পাইক ও নাবিকগণ)

১ম পাইক। যা তোরা এই দ্বীপে নেবে যা।

সারদা। বাবা, তোদের পায়ে পড়ি, আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাস নি।

১ম পাইক। তাকি হবার যো আছে, নেবে যা।

সারদা। বাবা, তোরা আমাদের আর জন্মের বাপ ছিলি, আমাদের

এখানে ফেলে দিয়ে যাসনি। বরং যে দেশে মানুষ আছে, সেইখানে আমাদের নাবিয়ে দিও, আমরা দশ জন মানুষের মুখ দেখেও বাঁচবো।

২য় পাইক। ওরে ভাই, তাই করি আয়। আহা! এদের এ দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেলে --বাঘ, ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। আহা, এরা কোন দেশ থেকে চা বাগানে কাজ কর্ত্তে এসেছিল, না মর্ত্তে এসেছিল।

১ম পাইক। তুই তো ভারি বোকা! চা-করদের কাছে থেকে এত বোকা হলি কেন?

২য় পাইক। না ভাই, আমার বড় দুঃখ হচ্চে। এদের দুটী ভাইকে দেখলে মায়া হয়। আহা! এরা বোকা মানুষ, এ দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেলে এখনি বাঘে টেনে নিয়ে যাবে।

১ম পাইক। আমরা অন্য দেশে রেখে যাব, তারপর এরা একটু খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর পেলেই আমাদের সাহেবের নামে নালিশ করবে। আর সাহেব আমাদের মেরে ফেলুক?

সারদা। না বাবা, এই আমরা জলের উপর বসে বলছি কখন নালিশ করবো না।

১ম পাইক। ওরে বেটারা তোরা আমার সাহেবের নামে নালিস করেই বা কি করবি? সাহেব কি তোদের নালিশে ভয় করে?

সারদা। তবে আমাদের বাঘ ভাল্লুকের মুখে ফেলে দিয়ে যাচ্চ কেন?

বরদা। দাদা, তুমি কেন ওদের বারণ কচ্চ, আমাদের এইখানেই ফেলে যাক, আমাদের বাঘে খেয়ে ফেলুক, এ যন্ত্রণা হতে এড়াই।

১ম পাইক। বেটারা এখানে নেবে যা। তা নাহলে তোদের এই জলে ফেলে দিব।

সারদা! বাবা, তুই এত নিষ্ঠুর কেন? আমি তোরে বাবা বল্লুম, তবু তোর একটু দয়া হয় না? ঐ দেখ্‌দেখিন ও পাইক বাবা কেমন ভাল মানুষ।

১ম পাইক। আর ভাল মানুষ হয়ে কাজ নেই। আমরা তোদের অন্য দেশে রেখে যাব, তারপর তোরা একটু ভাল হয়ে কোম্পানীর কাছে নালিশ করবি। সাহেবরা একথা জানতে পাল্লেই আমাদের মেরে ফেলবে।

সারদা। (করযোড়ে) না বাবা, কখন চা-করদের কথা কাহাকেও বলবো না। আর আমরা যে সে দেশে গিয়েছিলুম, একথাও কেউ টের পাবে না।

১ম পাইক। না তা হবে না। তোরা নৌকা থেকে নেবে যা।

সারদা। (১ম পাইকের পায়ে ধরিয়া) বাবা, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা

তোদের পায়ে পড়ি। আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে যাস্ নি। আমাদের আসামেই নিয়ে চল. আমরা চা-করদের একটি কথাও বল্‌বোনা। আমাদের একমুটো করে খেতে দিও, আর আমরা তোমাদেরই ধরে পড়ে থাকবো। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা শত দোহাই তোদের, এ দ্বীপে ফেলে দিস না।

বরদা। দাদা, তুমি তো বড় নির্লজ্জ! দেখ দেখিন, চা-কর বেটা আমার প্রাণের সরমার জাত খেলে। আহাহা! সেই দুঃখে সরমা দেহ পতন করলে। দাদা তুমি আবার সেই দেশে যেতে চাও। ছিঃ ছিঃ। তোমার এত প্রাণের ভয়। আমাদের চা-কর বেটা একেবারে মেরে ফেল্লে না কেন? তাহলে আপদ চুকে যেত। আমাদের এ দ্বীপে রেখে যাবে, যাক্। আমাদের বাঘে খাবে, এখনই খেয়ে ফেলুক। তার জন্য তুমি ওদের পায়ে ধচ্চ কেন?

সারদা। না ভাই, আর বল্‌বো না।

১ম পাইক। তোরা নৌকা থেকে নেবে যা।

(বলপূর্ব্বক নৌকা হইতে সারদা ও বরদাকে অবতারণ)

২ পাইক। ভাই আমার কোন দোষ নেই, আমি তোদের ওদেশে রেখে যাবার জন্য কত বলেছিলুম, কি করবো বল্। (নৌকা লইয়া পাইকদিগের প্রস্থান)

সারদা। (গমন করিতে করিতে) কোথায় এলুম, কেনই বা এদেশে চাকরি কর্ত্তে এসেছিলুম। এখানে এসে কত দুঃখই ভোগ কর্ত্তে হলো। চা-কর সাহের সরমার এই দুর্দ্দশা করলে। আহা! সরমাতো সামান্য মেয়ে নয়, ঠিক যেন লক্ষ্মী। কি আশ্চয! সাহেব তার জাত খেলে!! সরমা মনের ঘৃণায় প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত করলে। আহা! চা-কর সাহেবের কি দয়া। সাহেবেরা কোথায় গরীব লোকদিগের প্রতি দয়া শ্রদ্ধা করেন, তা এঁদের এই বিচার হল। ভগবান তোমার মনে যা আছে। আমাদের মেরে ধরে শেষে দ্বীপে ফেলে দিয়ে গেল। এখানে না আছে মানুষ, না আছে খাবার সামগ্রি, এখানে কিছুই নেই। এখনি আমাদের বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে ফেলবে। ভাই বরদা! আমি এ প্রাণ আর রাখবো না, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করি। লোকের কাছে কি বলে আর মুখ দেখাব? আসামে নৃত্যকালী রইল তারির দশাই বা কি হলো? সরমার দশা কি তারও হয়েছে। তা হোকগে। যে চা-কর সাহেব, তার গুণের ঘাট নেই, সে নিশ্চয়ই নৃত্যর জাত খেয়েছে (অশ্রুত্যাগ) আমাকে তাতো দেখতে হবে না।

বরদা। দাদা আমাদের এদেশে আসাটা ভাল হয় নাই।

সরেদা। ধরে নিয়ে এল, তা কি করবো?

বরদা। পাইকদের কিছু ঘুষ দিয়ে চা-করের নামে নালিশ কল্লে ভাল হতো।

সারদা। (অশ্রুত্যাগপূর্বক) ভাই আমাদের হয়ে কে সাক্ষ্য দিত ?

বরদা। তা দেখা যেতো।

সারদা। (শশব্যস্তে) বরদা, পালাই আয় পালাই আয়, ঐ এদিকে বাঘ আসচে।

বরদা। দাদা তুমি পালাও। আমি পালাতে চাই না, বাঘ এসে আমাকে খেয়ে ফেলুক। আমার সরমা যেকালে প্রাণত্যাগ করেচে, আমার এ পোড়া প্রাণ রেখে কাজ কি ?

সারদা। বরদা, ভাই উঠে এস। চল্ আমরা সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াই, যদি জাহাজ আসে, আমাদের তুলে নিয়ে যাবে।

বরদা। আমি যাব না, আমার প্রাণধারণ করবার প্রয়োজন নাই।

সারদা। শীঘ্র এস এস, ঐ যে বাঘ এল।

বরদা। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আসাম—সারদার মেটে ঘর। (পাগলবেশে নৃত্যকালী উপবিষ্টা)

নৃত্য। সরমা এদিকে আয় না বোন্ একবার (উচ্চৈস্বরে হাসি) দেওয়ানজী চতুর, আমাদের ভুলিয়ে বোকশিস্ দেবে বলে সাহেবের কাছে নিয়ে গেল। সাহেব বেটা কি পাষণ্ড, তার কি দয়ামায়ার লেশ নেই, আহা ! সে সরমার এই দুর্দ্দশা করলে। সরমাটা পাগল, মলো কেন ? (হাসি) ঠাকুরপো তার পাপের প্রতিশোধের চেষ্টা করলে না কেন ? চা-ক্ষেত্র আমার এখন জন্মস্থান, আমি এই খানেই জন্মেছি, এই খানেই মরবো। আহা ! আমার স্বামীকে মেরে ধরে একাকার করেছিল, হাড়গুল সব ভেঙে দিয়ে, শেষে কোন্ দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে। (হাসি) আহা ! সরমা বড় লক্ষ্মী মেয়ে ছিল, আহা, তার মুখে একটি কথাও ছিল না। তার এমন দশা হলো কেন ? বোধ করি, আর জন্মে সে কোন পতিব্রতা সতীর জাত কেড়ে নিয়েছিল, এইজন্য সে এজন্মে অকালে প্রাণ হারালো। তার মুখে সদাই হাসি লেগেছিল, সে ফিক্‌ফিক করে হাসতো, আমি হাহা হাহা করে হাসি। চা-কর সাহেব বেশ লোক, এদের বিয়ে থা কর্ত্তে হয় না, পরের বউঝিকে কেড়ে বিগড়ে নিতে পারলেই হলো। (হাসি) লোকের মর্ত্তে ইচ্ছে হলে, আর কোথাও যেতে হয় না, আসাম, কাছাড়ে

এলেই তাদের বাপ বলতেও নেই, আর মা বল্‌তেও নেই। (হাসি) শুনে-ছিলেম যে সাহেবেরা বড় দয়ার জাতি, এঁরা দাস ব্যবসা দেখতে পারেন না, তারির জন্য এঁরা কত জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়িয়েছেন। আবার এঁরাই তাই করেন কেন? ও বুঝেছি "আপনার বেলা আঁটিশুটি প'রের বেলা দাঁত কপাটী" যা হোক, কোম্পানীর মুল্লুকে এ প্রকার হওয়া বড় আক্ষেপ বলতে হয়। (ক্রন্দন। বাঃ, আমিই বা কাঁদি কার জন্য "আমি কার কে আমার।" যা হোক্ লোকে যেন এ চা-ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্ত্তে না আসে ঈশ্বর এই করুন। আঁ্যা নিধে যেটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সতীত্ব নষ্ট করবে। সরমার যে দশা করেছে, আমারও তাই হবে। (ক্রন্দন) আমি কোথায় এলুম, আমার এখানে কেউ নেই আমার স্বামী আর ঠাকুরপোকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছে। শেষে আমার সতীত্ব যাবে। (চিৎকার স্বরে) তা কখন হতে দিব না, দিব না। যেখান থেকে এসেছি, সেইখানে যাব, তবু সতীত্ব নষ্ট করবো না। সতীত্ব নেবে? নেবে? ইস! প্রাণ থাকতে না। আত্মহত্যা করবো। সতীত্ব নষ্ট কর্ত্তে এসেছিস? নে দেখি তোর সাধ্যি। (সম্মুখস্থ বঁটি লইয়া গলদেশে আঘাত ও পতন)

যবনিকা পতন।

প্রথম অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। বিক্রি হয়ে যাবে—খাজনা বাকি পড়লে জমিদারের লোকেরা গরুবাছুর জোর করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে টাকা উশুল করবে। ২। কোম্পানীর মুলুক—কোম্পানীর অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন অঞ্চল। যদিও ১৮৫৮-এ কোম্পানীর শাসন শেষ হয়ে যায় এবং বৃটিশ পার্লামেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করে তবুও 'কোম্পানী' কথাটি বহুদিন চালু ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা এদেশে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের রাজত্বে অবিচার হবার উপায় নেই বিশ্বাস শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল। ৩। কাছাড়, সিলেট—কাছাড় ও সিলেট অর্থাৎ শ্রীহট্ট আসামের দু'টি জেলা ছিল। শ্রীহট্ট জেলা বর্তমানে বাংলা দেশের একটি জেলা। ৪। পাস করেছে—অর্থাৎ স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেছে।

প্রথম অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৫। মানুষ—অর্থাৎ শ্রমিক। চা বাগানে পাঠাবার জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করার ঠিকাদার ছিল। শ্রমিকদের এনে জমা করার জন্য তাদের ডিপো ছিল। হরিদাস এমন একজন ঠিকাদারের সরকার। ৬। দশটাকা—লোক সংগ্রহ করার জন্য ঠিকাদাররা সামান্যই মজুরী পেতো। কেশব নিজেই বলেছে যে আড়াই শত তিন শত লোক না পাঠাতে পারলে দশ টাকা পাওয়া যায় না। অথচ অনেক ছল চাতুরী করে লোক সংগ্রহ করতে হতো।

দ্বিতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। দক্ষিণ.... কেন? —এটা একটা সংস্কার যে, পুরুষের ডান চোখের পাতা স্পন্দিত

হলে মঙ্গল হয়। ২। সেগ্গারে—মঙ্গাটে। ৩। রেজিষ্টিরি—গম ধান এবং টিপ সহি সহ নির্দিষ্ট ফরমে চা-বাগানে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের নাম রেজেষ্ট্রী বা তালিকা ভুক্ত করা। ৪। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট—যারা চা-বাগানের জন্য কুলি সংগ্রহ করতো তাদের ব্যবস্থা সব পাকা ছিল। নির্দিষ্ট ফরমে নাম ধাম লিখে, টিপ সহি নিয়ে তারপর ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর দ্বারা পাকা করে নেওয়া হতো। অর্থাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে স্বাক্ষরের পর কারও পক্ষে চা-বাগানে যেতে অস্বীকার করা সম্ভব হতো না।

দ্বিতীয় অঙ্ক / দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

৫। কপাল ভেঙেছে—নানা ছলনায় ভুলিয়ে কুলি সংগ্রহ করা হতো। এই ছলনায় যারা ভুলতো তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনা অবধারিত ছিল। তারা নিশ্চিত অত্যাচারের মধ্যে যে আত্ম-সমর্পণ করছে বলেই কপাল-ভাঙার কথা বলা হয়েছে। ৬। কাটামর..সেই—অর্থাৎ কাঠামোর। অর্থাৎ এই দেহ নিয়ে আর যেতে পারবে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৭। সায়ের হাত এড়াব—চরিত্রহীন চা-কর সাহেবরা কুলিদের স্ত্রীদের উপভোগ করতে পারলে তাদের প্রতি সদয় থাকতো। নতুবা তাদের ওপর অত্যাচার করতো। তাই মাধব সারদা বা বরদার স্ত্রীকে তার স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে নির্যাতন এড়াবার কথা চিন্তা করেছে। ৮। কোঁচ—কোঁচর। কতকটা থলের আকারে পরিণত করা বস্ত্রের অংশ। ৯। খানকি—(ফারসী খানগী থেকে) বারাঙ্গনা। ১০। ছেঁচের—চালা ঘরের প্রসারিত ছাউনীর নীচে সঙ্কীর্ণ যে স্থান সেই-খানে যে কুকুর থাকে। অতি অবজ্ঞাত কুকুর। ১১। ছেনালি—ভ্রষ্টা নারীর মতো আচরণ।

তৃতীয় অঙ্ক / প্রথম গর্ভাঙ্ক

১। শাসিত—নিয়ন্ত্রিত, দমিত। এই শব্দটি 'নীলদর্পণ নাটকে' উড সাহেবের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে (প্রথম অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)। ২। না-লায়েক—অনুপযুক্ত। এই শব্দটি উড সাহেব একাধিকবার বলেছে (প্রাগুক্ত) ৩। শ্যামচাঁদ—চামড়ার তৈরী এক রকম চাবুক। নীলদর্পণে এই শ্যামচাদের কথা রয়েছে (প্রাগুক্ত)। নীলকর এবং চা-কর—এরা উভয়েই রায়ত ও কুলিদের ওপরে চাবুক চালাতো। ৪। নবাবের—অর্থাৎ রাজার। ৫। চকে—চোখে।

তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

৬। রেঁদে বেড়ে—রেঁধে বেড়ে। ৭। বাবুরজি—বাবুর্চি।

চতুর্থ অঙ্ক

১। সমন্ধি—শালা। নীল দর্পণেও অশিক্ষিত কৃষকরা গালাগালি করতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করেছে। ২। জলপানির মত—অতি সামান্য। ৩। জাত মেরেছ—অর্থাৎ ধর্ষণ করেছ। ৪। Civilized—করিতে চেষ্টা করেছিলাম—(অর্থাৎ সভ্য করার চেষ্টা করেছিলাম) বিদ্রূপার্থে উক্তি। ৫। in my hand—আমার হাতে, আমার নিয়ন্ত্রণে। ৬। Spleen—প্লীহা। (ম্যাক্লীন বলছে নিজে খুন করেও আদালতে মামলা উঠলে সে বাইবেল হাতে করে বলবে যে বরদার পেটে পিলে ছিল, তাই আপনা আপনি বরদা মারা গেছে।)
